ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড | 1 | 5 | 3 |

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **'ইতিহাস' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?**
ⓚ ইতিহ ⓚ ইতি ⓖ ঐতিহ্য ⓖ ঐতিহ

২. **বিষয়বস্তুগত ইতিহাসকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?**
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

৩. **কে মিশরকে নীল নদের দান বলেছেন?**
ⓚ ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন ⓚ হেরোডোটাস
ⓖ থুকিডাইডিস ⓖ লিওপোল্ড ফন্‌র‍্যাংকে

৪. **'অপারেশন সার্চলাইট' এর উদ্দেশ্য ছিল–**
i. বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা
ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নস্ট করা
iii. পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে দমিয়ে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
খালিদ তার মামার সঙ্গে সিলেটের জাফলং বেড়াতে গিয়ে জানতে পারে যে বর্তমান সিলেট অঞ্চলটি এক সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল।

৫. **উদ্দীপকে কোন জনপদের কথা বলা হয়েছে?**
ⓚ গৌড় ⓚ বঙ্গ ⓖ হরিকেল ⓖ সমতট

৬. **উক্ত জনপদটির অবস্থান ছিল বাংলার–**
i. পূর্ব প্রান্তে ii. পশ্চিম প্রান্তে iii. দক্ষিণ প্রান্তে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ ii ও ii ⓖ i, ii ও iii

৭. **পাল বংশের পতন ঘটে কীভাবে?**
ⓚ ধর্মীয় গোড়ামির কারণে ⓚ বিলাসী জীবনযাপনের কারণে
ⓖ শাসকদের প্রশাসনিক দুর্বলতা ⓖ তুর্কিদের আক্রমণে

৮. **কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল কোন শাসকের সময়ে?**
ⓚ মহীপাল ⓚ দ্বিতীয় মহীপাল
ⓖ রামপাল ⓖ ধর্মপাল

৯. **কারো কারো মতে কুমিল্লার প্রাচীন নাম কী ছিল?**
ⓚ সমতট ⓚ পুন্ড্রনগর ⓖ তাম্রলিপ্ত ⓖ হরিকেল

১০. **বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচনা করেছিল কোনটি?**
ⓚ ভাষা আন্দোলন ⓚ একুশ দফা
ⓖ শিক্ষা আন্দোলন ⓖ ছয় দফা দাবি

১১. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কত আসন পেয়েছিল?**
ⓚ ৫টি ⓚ ৭টি ⓖ ৯টি ⓖ ১১টি

১২. **কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা করেন কে?**
ⓚ কামরুল হাসান ⓚ মঈনুল হোসেন
ⓖ হামিদুর রহমান ⓖ আবদুল্লাহ খালিদ

১৩. **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বার বার দায়িত্ব রদবদলের কারণ হলো–**
i. মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র ii. কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র
iii. যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের কোন্দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মামুন সাহেবের মৃত্যুর পর তার পরিবারে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। তার সন্তানেরা সম্পদের বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ফলে পরিবারটি একেবারেই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

১৪. **মামুন সাহেবের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে?**
ⓚ গোপাল ⓚ ধর্মপাল ⓖ রাজা গণেশ ⓖ শশাঙ্ক

১৫. **উক্ত শাসকের রাজ্য দুর্যোগপূর্ণ হওয়ার কারণ–**
i. আধিপত্য বিস্তার ii. যোগ্য শাসকের অভাব iii. সাম্রাজ্যের দুর্বলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৬. **প্রাথমিক অবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্র কয়স্তর বিশিষ্ট ছিল?**
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

১৭. **ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় কত সালে–**
ⓚ ১৯৬৫ ⓚ ১৯৬৬ ⓖ ১৯৬৭ ⓖ ১৯৬৮

১৮. **'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠন করেন কে?**
ⓚ ইয়াহিয়া ⓚ সোহরাওয়ার্দী ⓖ নাজীমউদ্দিন ⓖ আইয়ুব খান

১৯. **আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করেন কেন?**
ⓚ অযোগ্যতার অজুহাতে ⓚ মৌলিক গণতন্ত্র চালুর জন্য
ⓖ সংসদীয় সরকার গঠনের জন্য ⓖ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য

২০.
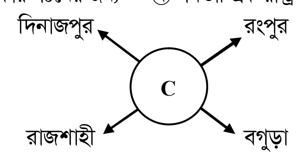

উদ্দীপকে 'C' চিহ্নিত স্থানটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ বঙ্গ ⓚ পুন্ড্র ⓖ সমতট ⓖ হরিকেল

২১. **সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিল্লির সম্রাট কে ছিলেন?**
ⓚ প্রথম বাহাদুর শাহ ⓚ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
ⓖ শাহ সুজা ⓖ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ঢাকা বাণিজ্য মেলায় মৌ ও মিম বেড়াতে যায়। সেখানে মৌ কিনে দেশের তৈরি তাতের শাড়ি। আর মিম কিনে ইন্ডিয়ান শিল্ক শাড়ি।

২২. **মৌ এর মানসিকতায় ইতিহাসের কোন আন্দোলনের শিক্ষা লক্ষ করা যায়?**
ⓚ খেলাফত আন্দোলন ⓚ স্বদেশি আন্দোলন
ⓖ সশস্ত্র আন্দোলন ⓖ অসহযোগ আন্দোলন

২৩. **উক্ত আন্দোলনের ফলে বাংলায় কী পরিবর্তন এসেছিল?**
ⓚ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে ⓚ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে
ⓖ ব্রিটিশদের আক্রমণ বেড়ে যায় ⓖ শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়

২৪. **'সঞ্জীবনী' কী?**
ⓚ পত্রিকা ⓚ উপন্যাস ⓖ গল্প ⓖ কবিতা

২৫. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক কে ছিলেন?**
ⓚ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
ⓖ জেনারেল নিয়াজী ⓖ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী

২৬. **মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশকে মোট কতটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?**
ⓚ ১০ ⓚ ১১ ⓖ ১২ ⓖ ১৩

২৭. **মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করে–**
i. জামায়াতে ইসলামী ii. কাউন্সিল মুসলিম লীগ iii. নেজামে ইসলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিল্পপতি মনির খান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জার্মানির অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান। বিভিন্ন জটিলতার কারণে লাশ দেশে আসতে দশ দিন সময় লাগে। তাই মুনির খানের লাশকে হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়।

২৮. **মনির খানকে হিমাগারে সংরক্ষণ করার মতো কাজ কোন সভ্যতায় প্রথম শুরু হয়?**
ⓚ গ্রিক ⓚ সিন্ধু ⓖ রোমান ⓖ মিশরীয়

২৯. **উক্ত সভ্যতার লোকেরা বিশেষ অবদান রাখেন–**
i. কাগজ আবিষ্কারে ii. বিজ্ঞানে iii. পরিমাপ পদ্ধতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. **বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি ভাগ আছে?**
ⓚ ৮ ⓚ ৯ ⓖ ১০ ⓖ ১১

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রফিক সাহেব একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন, প্রাচীনকালের তালপাতার লেখা পত্রিকা, সরকারি নির্দেশনামা, বিভিন্ন রাজাদের জীবন সংবলিত পুস্তক দেখতে পান। এছাড়া তিনি তাঁর সন্তানদেরকে নিজ দেশের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করেন এবং বলেন দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।

ক. ইতিহাস শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইতিহাসের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির সার্থেই ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন"– উক্তিটির পক্ষে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২।

চিত্র : বৃহৎ স্নানাগার

ক. কার নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়? ১
খ. রোমান সভ্যতার আইন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি কোন সভ্যতার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন? স্থাপত্য শিল্পে উক্ত সভ্যতার অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প ছাড়াও নগর পরিকল্পনায় বিশেষ অবদান রেখেছে– মতামত দাও। ৪

৩। তুলি নির্বাচনি পরীক্ষা শেষে বাবা-মায়ের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা চা বাগান ও কমলালেবুর বাগান দেখে মুগ্ধ হয়। পরবর্তীতে তারা ফরিদপুর ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় বেড়ান। তার বাবা বলেন প্রাচীনকালে এ অঞ্চলগুলো বিভিন্ন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক. বাংলাদেশের আয়তন কত? ১
খ. প্রাচীনকালের বাংলার সৈন্যরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চা ও কমলালেবুর বাগান কোন জনপদকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ফরিদপুর ও পটুয়াখালী বঙ্গজনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সমতটের অন্তর্ভুক্ত– তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৪। 'ক' অঞ্চলের শাসকের মৃত্যুর পর প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। এতে আশেপাশের অঞ্চলের প্রভাবশালী শাসকবর্গ প্রতিবেশী দুর্বল অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন অঞ্চলগুলোতে এই অবস্থা চলে। এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ এক যোগ্য ব্যক্তিকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দীর্ঘদিন তার বংশধরগণ ঐ অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেন।

ক. ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন? ১
খ. ইতিহাসে 'ত্রি' শক্তির সংঘর্ষ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ঘটনাটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের বংশধরগণই প্রাচীন বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশের প্রতিনিধিত্ব করে"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। 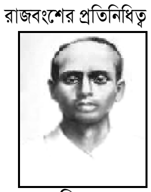

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. মুসলিম লীগ কেন গঠিত হয়? ২
গ. ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিপ্লবী ব্যক্তির কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ২নং চিত্রে প্রদর্শিত বিপ্লবী নারী-ই কি বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। 'ক' জাতিসংঘের মিশনে সুদানে গিয়ে সে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। দক্ষিণ সুদানের বেশিরভাগ সম্পদ উত্তর সুদানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। এমনকি দক্ষিণ সুদানের জনগণ নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণ সুদানের জনগণ সবধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। এতে দক্ষিণ সুদানের জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশটিতে যুদ্ধ বাধে। পরবর্তী সময়ে সাবেক সুদান ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. আগরতলা মামলার রাজসাক্ষীর সংখ্যা কত? ১
খ. আগরতলা মামলা কেন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন বৈষম্যের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বৈষম্য নিপীড়ন ও বঞ্চনার ফলেই কি পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৭।

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১
খ. আওয়ামী লীগের নামকরণ কীভাবে হয়? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে নির্দেশিত আন্দোলনেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহীত ছিল"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮। ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক ← গণমাধ্যমের ভূমিকা

খ ← নারী ও প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা

গ ← রাজাকার, আল বদর, আল শামস

ক. 'অপরাজেয় বাংলা' নির্মাণ করেন কে? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ক ও খ এর ভূমিকা মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছিল। পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'গ' এর ভূমিকা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য অপতৎপরতা– এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৯। "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

ক. বঙ্গবন্ধু কতসালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১
খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের উক্তি বাংলাদেশের কোন মহান নেতার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের নির্দেশিত নেতার স্বপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়"– বক্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
খ. বঙ্গবন্ধুকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল? ২
গ. চিত্র ঐতিহাসিক কোন সরকার গঠনের ইঙ্গিত বহন করে? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়– বক্তব্যটির সমর্থনে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১১।

ক	১৯৫২
খ	১৯৬২
গ	১৯৬৬
ঘ	১৯৬৯

ক. ছাত্রনেতা আসাদ কোন আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন? ১
খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'গ' এ চিহ্নিত সাল কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'ঘ' এ উল্লিখিত সালের আন্দোলন আয়ুব খানের পতনের চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	K	2	N	3	L	4	M	5	M	6	K	7	M	8	L	9	K	10	K	11	M	12	M	13	N	14	N	15	K
	16	M	17	K	18	N	19	L	20	L	21	L	22	L	23	K	24	K	25	K	26	L	27	N	28	N	29	K	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রফিক সাহেব একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন, প্রাচীনকালের তালপাতার লেখা পত্রিকা, সরকারি নির্দেশনামা, বিভিন্ন রাজাদের জীবন সংবলিত পুস্তক দেখতে পান। এছাড়া তিনি তাঁর সন্তানদেরকে নিজ দেশের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করেন এবং বলেন দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।

ক. ইতিহাস শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইতিহাসের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থেই ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন"– উক্তিটির পক্ষে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাস শব্দের অর্থ আগের দিনের কাহিনী।

খ ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করার মাধ্যমে সচেতন করে তোলে। তাই ইতিহাস পাঠ করা সকলের জন্য প্রয়োজন।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। ফলে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানার মাধ্যমে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এ কারণেই সকলের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানকে ইঙ্গিত করে।

ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ও দেশি-বিদেশি উল্লেখযোগ্য অতীত ঘটনার বিবরণ। বিশ্বের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে যেমন– অর্থশাস্ত্র, তবকাত ই-নাসিরী, আইন-ই-আকবরী ইত্যাদি।

অন্যদিকে, ইতিহাসের অলিখিত উপাদান বলতে বোঝায় সেসব বস্তু বা উপাদান যা থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই। যেমন– মুদ্রা, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উদ্দীপকের রফিক সাহেব একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন, প্রাচীনকালের তালপাতার লেখা পত্রিকা, সরকারি নির্দেশনামা, বিভিন্ন রাজাদের জীবন সংবলিত পুস্তক দেখতে পান। যা ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানকে ইঙ্গিত করে।

ঘ "দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থেই ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন"– উক্তিটির পক্ষে আমি একমত।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সত্যনির্ভর বিবরণ। যে কারণে জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক বই পড়া প্রয়োজন। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে ও ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানুষ নিজের ও নিজ দেশের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে পূর্বাভাস পেতে পারে। তাই অতীতকে জানতে এবং বর্তমান চলার পথকে বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ করার জন্য প্রত্যেককে ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জানা যায়, একটি দেশ পূর্বে কেমন ছিল বর্তমান কেমন আছে, ওই দেশের জনসংখ্যা, তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কেমন ছিল বর্তমানে কেমন আছে। কোনো জাতির উত্থান-পতন এবং পতনের কারণগুলো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। ইতিহাস মানুষকে সফল সংগ্রামী, গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক এবং দেশপ্রেমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করে। সর্বোপরি দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে এবং জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং বলা যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২

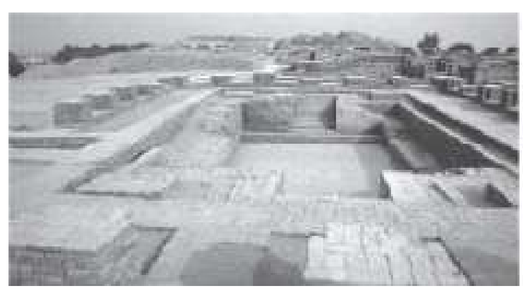

চিত্র : বৃহৎ স্নানাগার

ক. কার নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়? ১

খ. রোমান সভ্যতার আইন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি কোন সভ্যতার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন? স্থাপত্য শিল্পে উক্ত সভ্যতার অবদান বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প ছাড়াও নগর পরিকল্পনায় বিশেষ অবদান রেখেছে– মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেনেসের নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়।

খ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন।

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. বেসামরিক আইন,
২. জনগণের আইন ও
৩. প্রাকৃতিক আইন।

আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের উপর নির্ভরশীল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি সিন্ধু সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। স্থাপত্য শিল্পে সিন্ধু সভ্যতার অবদান নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

ঘ আধুনিক নগর পরিকল্পনায় সিন্ধু সভ্যতা বিশেষ অবদান পেয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত নগরের ন্যায় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট ব্যবহার করত। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি হতো। শহরগুলোর বাড়ি-ঘরের নকশা ছিল অতি উন্নত। আধুনিক শহরের মতো সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত পাকা রাস্তা চলে গেছে। প্রত্যেক বাড়িসহ রাস্তার পাশে জলের ব্যবস্থা ও স্নানাগার নির্মিত হয়। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। নগরের রাস্তাঘাট সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। অনুরূপভাবে আধুনিক নগর ব্যবস্থায় নাগরিক সকল সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়। মূলত এসব আধুনিক নগর ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যেভাবে উন্নত নগর গড়ে তুলেছিল। তেমনি আধুনিক নগর পরিকল্পনাতেও উন্নত প্রকৌশল ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ তুলি নির্বাচনি পরীক্ষা শেষে বাবা-মায়ের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা চা বাগান ও কমলালেবুর বাগান দেখে মুগ্ধ হয়। পরবর্তীতে তারা ফরিদপুর ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় বেড়ান। তার বাবা বলেন প্রাচীনকালে এ অঞ্চলগুলো বিভিন্ন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক. বাংলাদেশের আয়তন কত? ১
খ. প্রাচীনকালের বাংলার সৈন্যরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চা ও কমলালেবুর বাগান কোন জনপদকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ফরিদপুর ও পটুয়াখালী বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সমতটের অন্তর্ভুক্ত– তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.।

খ কোন দেশের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। এ জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণে এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিশাল সমভূমি আর প্রচুর নদ-নদী থাকায় এদেশের যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের একটি বড় মাধ্যম নদীপথ। বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য নৌযুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠে বাংলার সৈন্যরা।

গ উদ্দীপকে চা ও কমলালেবুর বাগান 'হরিকেল' জনপদ নির্দেশ করে।

প্রাচীন জনপদসমূহের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একমাত্র হরিকেল জনপদের অবস্থান ছিল সিলেটকে কেন্দ্র করে। সপ্তম শতকের লেখকরা হরিকেল জনপদের বর্ণনা করেছেন। এ জনপদের অবস্থান ছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তে। এ জনপদের অবস্থান সম্পর্কে চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিং বলেছেন, হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের অবস্থান সম্পর্কে চট্টগ্রামের অংশবিশেষও খুঁজে পাওয়া যায়। মনে করা হয় আধুনিক সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তুলি নির্বাচনি পরীক্ষা শেষে বাবা-মায়ের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা চা বাগান ও কমলালেবুর বাগান দেখে মুগ্ধ হয়। যা হরিকেল জনপদকে নির্দেশ করে।

ঘ "ফরিদপুর ও পটুয়াখালী বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সমতটের অন্তর্ভুক্ত"– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত না।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

অপরদিকে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান ছিল। সমতটের রাজধানী বড় কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, প্রাচীন বাংলায় ফরিদপুর ও পটুয়াখালী অঞ্চল দুটি সমতট নয়, বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৪ 'ক' অঞ্চলের শাসকের মৃত্যুর পর প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। এতে আশেপাশের অঞ্চলের প্রভাবশালী শাসকবর্গ প্রতিবেশী দুর্বল অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন অঞ্চলগুলোতে এই অবস্থা চলে। এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ এক যোগ্য ব্যক্তিকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দীর্ঘদিন তার বংশধরগণ ঐ অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেন।

ক. ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন? ১

খ. ইতিহাসে 'ত্রি' শক্তির সংঘর্ষ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ঘটনাটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের বংশধরগণই প্রাচীন বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশের প্রতিনিধিত্ব করে"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন ।

খ পালবংশের রাজা ধর্মপালের সময় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ বলে।

বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এই তিন রাজবংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই ইতিহাসে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলে পরিচিত।

গ উদ্দীপকটি আমার পাঠ্যবইয়ে আলোচিত মাৎস্যন্যায় এবং মাৎস্যন্যায় পরবর্তী গোপালের ক্ষমতারোহণের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয়শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্ম পালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' অঞ্চলের শাসকের মৃত্যুর পর প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। এতে আশেপাশের অঞ্চলের প্রভাবশালী শাসকবর্গ প্রতিবেশী দুর্বল অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। উদ্দীপকের এ ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের মাৎস্যন্যায়ের সাদৃশ্য রয়েছে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলার সব অধিপতিরা এমন করে ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিলেন। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী।

ঘ "উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক তথা গোপালের বংশধরগণই প্রাচীন বাংলার দীর্ঘতম রাজবংশের প্রতিনিধিত্ব করে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চারশ' বছর শাসন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় কোনো রাজবংশের রাজ্য শাসনের নজির বিরল। গোপাল বাংলার উত্তর এবং পশ্চিম অংশের প্রায় সমগ্র অংশই তার রাজ্যভুক্ত করেন। ইতিহাস গবেষকগণের অনেকেই মনে করেন, গোপাল ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তার রাজ্য বিহার পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন। পিতার মতো তিনিও রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। দেবপালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ৮৬১ হতে ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে পাল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঘটলে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্য কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। তবে পাল রাজা রামপাল কৈবর্ত্যদের দমন করে পালদের গৌরব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশেষে বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় দেন মদনপালের হাত থেকে পাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, পাল রাজবংশের শাসকগণ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় চারশ' বছর বাংলায় শাসন অব্যহত রাখেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে আর কোনো রাজবংশই এত দীর্ঘ সময় রাজত্ব করতে পারেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৫

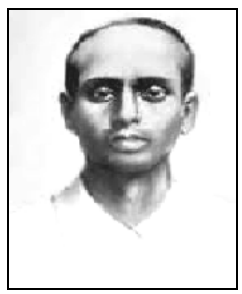

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১

খ. মুসলিম লীগ কেন গঠিত হয়? ২

গ. ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিপ্লবী ব্যক্তির কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ২নং চিত্রে প্রদর্শিত বিপ্লবী নারী-ই কি বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

খ ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতির সম্পর্কে ফাটল ধরে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়। এ পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিচিন্তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে ১নং চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিটি হলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে মাস্টারদা সূর্যসেন মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে বারবার সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী। তিনি কলেজ জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করতে গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। এ আত্মঘাতী বাহিনী পরে 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' নামধারণ করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এ অসম যুদ্ধে বিপ্লবীরা পরাজিত হন এবং ১৯৩৩ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন গ্রেফতার হন। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মাস্টারদা সূর্যসেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হননি। আর এসব কারণেই তাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নায়ক বলা হয়।

ঘ চিত্র-২-এর ব্যক্তিত্ব হলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, তার আসল নাম সূর্য সেন। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। সূর্য সেনের এই বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯৩০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন।

তাই বলা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী এ নারী বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ 'ক' জাতিসংঘের মিশনে সুদানে গিয়ে সে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। দক্ষিণ সুদানের বেশিরভাগ সম্পদ উত্তর সুদানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। এমনকি দক্ষিণ সুদানের জনগণ নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণ সুদানের জনগণ সবধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। এতে দক্ষিণ সুদানের জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশটিতে যুদ্ধ বাধে। পরবর্তী সময়ে সাবেক সুদান ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. আগরতলা মামলার রাজসাক্ষীর সংখ্যা কত? ১

খ. আগরতলা মামলা কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন বৈষম্যের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বৈষম্য নিপীড়ন ও বঞ্চনার ফলেই কি পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার রাজসাক্ষীর সংখ্যা ১১ জন।

খ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করে। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়, সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য এ মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের সাথে পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের মিল আছে।

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে কখনোও মূলধন গড়ে ওঠেনি।

জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি, দ্বিতীয়টি বরাদ্ধ ছিল ৯৫০ কোটি রুপি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, দক্ষিণ সুদানের বেশিরভাগ সম্পদ উত্তর সুদানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। এমনকি দক্ষিণ সুদানের জনগণ নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণ সুদানের জনগণ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। উদ্দীপকের এ বর্ণনায় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বৈষম্যগুলোর চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ না, আমি মনে করি না যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একমাত্র কারণ। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যও ছিল।

দুই পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তার মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্য অন্যতম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নির্যাতন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানিরা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের নিরক্ষর রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান বেশি সুবিধা ভোগ করত।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে আরবি বর্ণে লেখার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেছে। যার ফলে বাঙালিরা ক্রমাগত শোষণ বঞ্চনা থেকে বাঁচতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের দেশ স্বাধীন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭

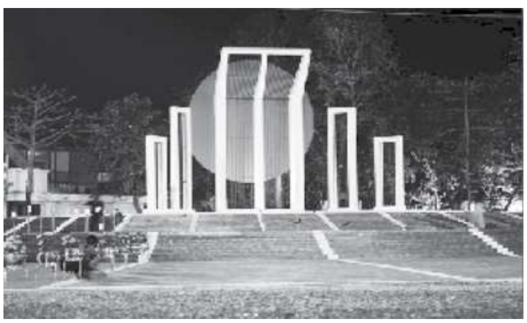

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. আওয়ামী লীগের নামকরণ কীভাবে হয়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে নির্দেশিত আন্দোলনেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহীত ছিল"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

খ ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজগার্ডেনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।

'আওয়ামী' শব্দের অর্থ আমজনতা এবং লীগ শব্দের অর্থ দল। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা। শুরু থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী। তাই দলের নাম থেকে সাম্প্রদায়িক 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনার ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবছর ভাষা শহিদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে আমরা ভাষা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ঘ উদ্দীপকের নির্দেশিত আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের মাঝেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল– এ উক্তির সাথে আমি একমত।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। ভাষা আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ এর শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল এ দেশের সূর্য সন্তানরা। ভাষা আন্দোলন যে বীজমন্ত্র বপন করেছিল তা স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রবল স্বজাত্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। এ চেতনার ফলে জাগ্রত হয়েছিল বাঙালির জাতীয়তাবোধ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক ⟵ গণমাধ্যমের ভূমিকা

খ ⟵ নারী ও প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা

গ ⟵ রাজাকার, আল বদর, আল শামস

ক. 'অপরাজেয় বাংলা' নির্মাণ করেন কে? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ক ও খ এর ভূমিকা মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছিল। পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'গ' এর ভূমিকা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য অপতৎপরতা– এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

খ মুক্তিযুদ্ধে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের ফলেই মুক্তিযুদ্ধকে বলা হয় গণযুদ্ধ।

দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর এ আন্দোলনে ভূমিকা ছিল বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রবাসী বাঙালি প্রভৃতি সকল স্তরের মানুষের। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্ররা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা ছিল অতন্দ্র প্রহরী। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকাও ছিল গৌরবোজ্জ্বল। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এছাড়া গণমাধ্যম, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি প্রতিটি শ্রেণি ছিল মুক্তিযুদ্ধের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রাগার।

গ উদ্দীপকে ক ও খ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম, নারী এবং প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'গ' তথা রাজাকার, আলবদর, আলশামস এর ভূমিকা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য অপতৎপরতা– মন্তব্যটি যথার্থ।

রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে কোনোভাবেই সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তারা রাস্তাঘাট চিনে না, তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিল না। শহর থেকে গ্রামে গিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। হঠাৎ ক্ষমতাবান হয়ে শান্তি কমিটি, আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা বিরোধীরা যেকোনো লোককে গ্রেফতার করা, পাকিস্তানি সেনাদের নিকট বন্দি করে আনা, টাকা পয়সা লুটপাট করার ক্ষমতা পেয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা বিরোধীরা মূলত হাট বাজার, ফেরিঘাট, রেলব্রিজ, সড়ক সেতু, রেলস্টেশন, রাস্তার মোড় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে তারাও সামরিক অপারেশনে অংশ নিত, স্বাধীনতা বিরোধীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– চাল, ডাল, লবণ, তেল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি, শাকসবজির মূল্য পরিশোধ না করেই নিয়ে যেত। মুক্তিযোদ্ধার দোকান লুটতরাজ করা হতো প্রায়ই। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি আর্মি ক্যাম্পে দিয়ে আসা হতো। স্বাধীনতা বিরোধীরা মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এমন কোনো নিকৃষ্ট কাজ নেই, যা তারা করেনি। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চুর্ণবিচূর্ণ করা, আঙুলে সুচ ফুটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেওয়া, চোখ বেঁধে লাইন করে গুলি করা, হাত পা বেঁধে গুলি করে নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখা ইত্যাদি অপকর্ম তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মানবতাবিরোধী অপকর্মে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। এদেশীয় এসব দালাল চক্রের ভূমিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির জন্য ঘৃণ্য অপতৎপরতা।

প্রশ্ন ▶ ০৯ "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

ক. বঙ্গবন্ধু কতসালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের উক্তি বাংলাদেশের কোন মহান নেতার উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের নির্দেশিত নেতার স্বপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়"– বক্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'অপারেশন সাচলাইট' নাম দেয়।

সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয়

'অপারেশন সার্চলাইট'। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের উক্তিটি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতি তার অধিকার আদায়ের দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ঐতিহাসিক এ ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও চূড়ান্ত প্রস্তুতির কথা বলেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সকল সরকারি কর্মচারী সামরিক আদেশ অমান্য করে কর্মস্থল যাওয়া হতে বিরত থাকে। সারা দেশব্যাপী চূড়ান্ত অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান কালক্ষেপণ না করে ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা হলে বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিই বহন করে তা সহজেই অনুমেয়।

ঘ উদ্দীপকের নির্দেশিত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর স্বপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি অধ্যায়। যাকে বিপদগামী কিছু সেনাসদস্যের গুলিতে প্রাণ দিয়ে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। তার অবদান, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম চিরদিন বাঙালি জাতির মাঝে তাকে অমর করে রাখবে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের অধিকার আদায়ে, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে তিনি ১২ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে। তার বলিষ্ঠ আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাঙালি জাতির মুক্তির এই অগ্রদূতকে নির্মমভাবে হত্যা করে কিছু বাঙালি সেনা সদস্য।

দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য যে মানুষটি দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর স্বপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১০

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বঙ্গবন্ধুকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল? ২

গ. চিত্র ঐতিহাসিক কোন সরকার গঠনের ইঙ্গিত বহন করে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়– বক্তব্যটির সমর্থনে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ বাঙালির চলমান মুক্তির সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করতে বাংলার গণমানুষের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পরপরই সমগ্র পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে 'অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকাল্পনা করা হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা মোতাবেক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণের পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্র মুজিবনগর সরকার গঠনের ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। একপর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার। এ সরকার গঠন ও দপ্তর বণ্টন করা হয় মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে। এ অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের চিত্রে শপথ গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। এ চিত্র মূলত উপরে আলোচিত মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারকে (মুজিবনগর সরকার) নির্দেশ করে। উক্ত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অনন্য ভূমিকা রেখেছিল।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুজিবনগর সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এসব বাহিনীতে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ। এছাড়া বিভিন্ন পেশার মানুষ মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, যার ফলাফল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুজিবনগর সরকার গঠন ব্যতীত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক	১৯৫২
খ	১৯৬২
গ	১৯৬৬
ঘ	১৯৬৯

ক. ছাত্রনেতা আসাদ কোন আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন? ১

খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'গ' এ চিহ্নিত সাল কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'ঘ' এ উল্লিখিত সালের আন্দোলন আয়ুব খানের পতনের চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছাত্রনেতা আসাদ ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন ।

খ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করে। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়, সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য এ মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ উদ্দীপকে তথ্যচিত্র 'গ' এ চিহ্নিত সাল তথা ১৯৬৬ ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইনসভা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে দাবি জানানো হয়।

উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'গ'-এ ১৯৬৬ সালের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তাই বলা যায়, তথ্যচিত্র 'গ' ছয় দফা কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত। আর এ ছয় দফা কর্মসূচিই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক ও বাঙালির মুক্তির সনদ।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যচিত্র 'ঘ'-এ উল্লিখিত সালের আন্দোলন তথা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানই ছিল আইয়ুব খানের পতনের চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি– মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণঅভ্যুত্থানের দিকে রূপ নিতে থাকে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এরপর থেকে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন এবং নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 1 5 3

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আইয়ুব খান কত সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?
ক ১৯৫৪ খ ১৯৫৬ গ ১৯৫৮ ঘ ১৯৬০

২. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?
ক ১১ খ ১৫ গ ১৭ ঘ ২১

□ নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মোট আসন = ৩১০
→ আওয়ামী লীগ = ২৯৮
→ অন্যান্য দল = ১২

৩. উপরের ছকটি কোন সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে?
ক ১৯৫৪ খ ১৯৬০ গ ১৯৭০ ঘ ১৯৭৩

৪. উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করায়–
i. বিজয়ী দল অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়
ii. পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহুলোক আহত হয়
iii. পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করে কীভাবে?
i. গণহত্যার উৎসাহ দিয়ে ii. যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে iii. শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. 'মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য কোন নারী বীরপ্রতীক' খেতাব পান?
ক মেহেরুন্নেসা খ জাহানারা ইমাম গ সিতারা বেগম ঘ সেলিনা পারভীন

৭. বঙ্গবন্ধু ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন–
i. ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য ii. বৈষম্যের কবল থেকে মুক্তির জন্য
iii. বাঙালিদের বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. এককেন্দ্রিক সরকার ii. দুষ্পরিবর্তনীয় iii. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে–
i. বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ii. দেশ পুনঃগঠনে বিদেশি সহায়তা পাওয়া
iii. একলা চলো নীতি অনুসরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন কে?
ক রাজা পঞ্চম জর্জ খ রাজা চতুর্থ জর্জ গ রাজা তৃতীয় জর্জ ঘ রাজা দ্বিতীয় জর্জ

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আমিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে দেখল বিদেশি শাসকরা এদেশের জনগণের ওপর নির্যাতন করে। এর প্রতিবাদের জন্য সে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধ করে ব্যর্থ হয় ও আত্মহত্যা করে।

১১. আমিনা কোন বাঙালি নারী দ্বারা অনুপ্রাণিত?
ক বেগম রোকেয়া খ প্রীতিলতা গ কল্পনা দত্ত ঘ অম্বিকা চক্রবর্তী

১২. উক্ত নারী ও তার বাহিনীর পরাজয়ের কারণ–
i. গণবিচ্ছিন্নতা ii. স্বার্থপরতা iii. গোপনীয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. কতসালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
ক ১৯৫১ খ ১৯৫২ গ ১৯৫৩ ঘ ১৯৫৪

১৪. কখন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে?
ক ১৯৯৯ খ ২০০০ গ ২০০১ ঘ ২০০২

১৫. তমুদ্দুন মজলিশের অন্যতম লক্ষ্য ছিল–
i. রাষ্ট্রভাষা বাংলা কর ii. বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করা
iii. বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. মহাস্থানগড়ের পূর্বনাম কী?
ক বঙ্গ খ গৌড় গ সমতট ঘ পুন্ড্র

১৭. চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান কোথায় ছিল?
i. বরিশাল জেলায় ii. বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে
iii. বরেন্দ্র অঞ্চলের পশ্চিমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. তাম্রলিপ্ত এলাকাটি কেমন ছিল?
ক খুব উঁচু খ খুব নিচু গ নিচু ও আর্দ্র ঘ উঁচু ও আর্দ্র

১৯. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল?
ক মেদিনিপুর খ কর্ণসুবর্ণ গ আসাম ঘ কনৌজ

২০. 'পরম বৈষ্ণব' কার উপাধি ছিল?
ক হেমন্ত সেন খ লক্ষণ সেন গ বিজয় সেন ঘ বিশ্বরূপ সেন

২১. অশোক কোন বংশের রাজা ছিলেন?
ক পাল খ সেন গ গুপ্ত ঘ মৌর্য

২২. চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে 'ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণে নেতৃত্ব দেন কে?
ক সূর্যসেন খ প্রীতিলতা গ প্রফুল্ল চাকী ঘ বাঘা যতীন

২৩. ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কোনটি?
ক ইমারত খ সাহিত্য গ নথিপত্র ঘ জীবনী

২৪. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক ফা-হিয়েন খ মিনহাজ-উজ-সিরাজ গ কালহান ঘ কৌটিল্য

২৫. ইতিহাসের লিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হলো–
i. সরকারি নথিপত্র ii. চিঠিপত্র iii. রূপকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দিনাজপুর খুবই পুরাতন পৌরসভা হলেও বর্তমানে শহরের রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ সিস্টেমের খুবই বেহাল দশা। বর্তমান সংসদ সদস্য প্রাচীন এক সভ্যতার আলোকে রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ সিস্টেমের পরিকল্পনা করে সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন।

২৬. সংসদ সদস্য কোন সভ্যতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন?
ক মিশরীয় সভ্যতা খ সিন্ধু সভ্যতা গ রোমান সভ্যতা ঘ গ্রিক সভ্যতা

২৭. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠনের উদ্দেশ্য ছিল–
i. গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা
ii. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া
iii. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো–
i. আইন পালন বাধ্যতামূলক করা ii. মৌলিক অধিকার রক্ষা করা
iii. দাস প্রথার স্বীকৃতি দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বর্ষণ স্যার গণিতের ক্লাসে ত্রিভুজের কয়েকটি চিত্র বোর্ডে অঙ্কন করলেন। চিত্রগুলো দেখে ১০ম শ্রেণির ছাত্র সালামের মনে পড়ে যায় এক বিশেষ সভ্যতার কথা– যাদের তৈরিকৃত এক স্থাপত্য শিল্পের আকৃতিও ত্রিভুজের মতো।

২৯. সালামের কোন সভ্যতার কথা মনে পড়ে?
ক মিশরীয় খ গ্রিক গ সিন্ধু ঘ রোমান

৩০. উক্ত সভ্যতার লোকেরা–
i. ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ii. একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী iii. প্রথম সৌরপঞ্জিকার আবিষ্কারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

তথ্য-১	তথ্য-২
লিপিমালা মুদ্রা স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ	ফা-হিয়েন সাং ইৎ সিং ইবনে বতুতা

ক. ইতিহাস কী? ১
খ. ইতিহাসের পরিসর ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২।

তথ্য-১	তথ্য-২
'রে' 'আমনরে' ওসিরিস	স্ফিংস ফারাও খুফুর

ক. হেলেনিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. নবোপলীয় যুগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তথ্য-১ এ উল্লিখিত নামগুলো কোন সভ্যতার ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ এর নিদর্শনগুলো প্রাচীন একটি সভ্যতার শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **দৃশ্য-১ :** নগরায়ণের যুগে নির্বাচিত নগরপতিরা নগরের জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে জল নিষ্কাষণের জন্য নর্দমা তৈরি করছেন এবং নগর পরিচ্ছন্ন রাখার সাথে সাথে রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলোর জন্য বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করছেন।

দৃশ্য-২ : সমাজপতি রাজেশ রায় সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে খুব সচেতন। তার ছেলে রাজু দরিদ্র কৃষকের আম বাগানের ক্ষতি করে। কৃষক রাজেশ রায়ের কাছে ক্ষতির বিচার চাইলে, তিনি রাজুকে শাস্তি দেন এবং বলেন, অপরাধ করলে সবারই শাস্তি হবে।

ক. হায়ারোগ্লিফিক কী? ১
খ. মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. দৃশ্য-১ এ কোন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ রোমান সভ্যতার আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

তথ্যছক-১	তথ্যছক-২
কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ মালদহ	বগুড়া রংপুর রাজশাহী দিনাজপুর

ক. প্রাচীন যুগ কী? ১
খ. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য কীভাবে গড়ে উঠেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক ১নং কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছক-২ প্রাচীন যে জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। বিষ্ণুপদ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অধিক বয়সে রাজ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা, সুপন্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও ধার্মিক রাজা। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য বিষ্ণুপদ রাজ্য পরিচালনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এ সুযোগটি নেন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বীর যোদ্ধা আমজাদ খাঁন। তিনি অতি সহজেই বিষ্ণুপদকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য দখল করেন। বিষ্ণুপদ অন্য এলাকায় আশ্রয় নেন। আমজাদ খাঁন বিজিত অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. ভুক্তি কী? ১
খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বিষ্ণুপদ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কোন রাজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আমজাদ খাঁন ইতিহাসখ্যাত বখতিয়ার খলজির প্রতিনিধিত্ব করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। পাকভারত উপমহাদেশ এক সময় ভিনদেশিদের অধিনে চলে যায়। দেশকে শাসন-শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কুমুদতলার উচ্চশিক্ষিত সুমিত সাহা দল গঠন করেন এবং ভিনদেশিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শক্তিশালী ভিনদেশীয় শক্তির সাথে সুমিত সাহার দল পেরে উঠতে না পেরে পিছু হটে যায় এবং সুমিত সাহা গ্রেফতার হন এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সুমিত সাহার দলে ছিলেন মেধাবী নারী সদস্য স্মৃতি রায়। দলের সিদ্ধান্তে স্মৃতি রায় 'কুমুদতলা ক্লাব' আক্রমণ করেন এবং সফল অভিযানের পর গ্রেফতার হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

ক. বাংলা চুক্তি কী? ১
খ. খিলাফত আন্দোলন কেন হয়? ২
গ. উদ্দীপকে সুমিত সাহার কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলার কোন বিপ্লবী নেতার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে স্মৃতি রায় যেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

তথ্য-১	তথ্য-২
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ বেগম হযরত মহল বাহাদুর শাহ পার্ক	১৮৫৩ ১৯০৩ ১৯০৪ ১৯০৫

ক. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কী? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন? ২
গ. তথ্য-২ যে বিষয়কে নির্দেশ করছে তার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তথ্য-১ যে আন্দোলনের সাথে জড়িত তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

তথ্যছক-১	তথ্যছক-২
হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, রাবেয়া খাতুন, নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ প্রমুখ	জোট বন্ধ চারটি দল, ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার, জোটের নির্বাচনি প্রতীক নৌকা

ক. তমদ্দুন মজলিশ কী? ১
খ. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" বলা হয় কেন? ২
গ. ১নং ছকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীরা কোন আন্দোলনকে বেগবান করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তথ্যছক-২ এর নির্দেশিত নির্বাচনটি ছিল অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

ক		খ		গ
১৯৬৯	→	১৯৭০	→	১৯৭১

ক. "অপারেশন সার্চলাইট" কী? ১
খ. কেন আগরতলা মামলা হয়? ২
গ. 'ক' কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. " 'খ' এর বিজয় 'গ' এর অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"।– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

চিত্র-ক

চিত্র-খ

ক. জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং কীসের প্রতীক? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-ক ১৯৭১ সালের কোন সময়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "চিত্র-খ বাঙালির গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

'ক'
↓
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | সর্বোচ্চ আইন | এককেন্দ্রিক সরকার
↓ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি)
গণতন্ত্র | 'খ' | ধর্মনিরপেক্ষ | জাতীয়তাবাদ

ক. ১৯৭২ সালের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী ছিল? ১
খ. কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'খ' চিহ্নিত অংশটি পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. " 'ক' চিহ্নিত অংশটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল"।– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	M	৩	M	৪	K	৫	M	৬	M	৭	K	৮	N	৯	K	১০	K	১১	L	১২	L	১৩	M	১৪	L	১৫	K
	১৬	N	১৭	K	১৮	M	১৯	L	২০	L	২১	N	২২	L	২৩	K	২৪	N	২৫	K	২৬	L	২৭	K	২৮	K	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

তথ্য-১	তথ্য-২
লিপিমালা	ফা-হিয়েন সাং
মুদ্রা	ইৎ সিং
স্থাপত্য ভাস্কর্য	ইবনে বতুতা
প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ	

ক. ইতিহাস কী? ১

খ. ইতিহাসের পরিসর ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন− উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস।

খ মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সকল বিষয় ইতিহাসের আওতাভুক্ত। ইতিহাসের বিস্তৃতির সীমা স্থিতিশীল নয়, ক্রমসম্প্রসারণশীল। যেমন− প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে সময়ের ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সময়ের বিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে এবং ইতিহাস চর্চায়, গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসৃত হচ্ছে। ফলে ইতিহাসের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানা। ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলা প্রভৃতি। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হওয়ার কারণে ইতিহাসের পরিধি ও পরিসর সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গ তথ্য-১ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে।

যেসব বস্তু বা উপাদান আমাদেরকে বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য জানতে সাহায্য করে তাকেই অলিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলে। ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন− লিপিমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য− ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, প্রচলিত বিশ্বাস বা প্রথা, পুঁথি ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

তথ্য-১ এ বর্ণিত বিষয়গুলো হলো− লিপিমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। আর এগুলো সবই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু বলা যায় তথ্য-১ এ ইতিহাসের অলিখিত উপাদানই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ তথ্য-২ অর্থাৎ বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ ইতহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে− উক্তিটি যথার্থ।

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো লিখিত উপাদান। লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। তথ্য-২ এ বৈদেশিক বিবরণ বা বিদেশি পর্যটকদের বিবরণের বিষয়টিই নির্দেশিত হয়েছে।

তথ্য-২ এ ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং ও ইবনে বতুতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন− পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, লিখিত উপাদানের অন্যতম উৎস হলো বৈদেশিক বিবরণ বা বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ। এসব বিবরণের মাধ্যমে সমকালীন সময়ের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়, যা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাই বলা যায়, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্য-২ এ নির্দেশিত বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২

তথ্য-১	তথ্য-২
'রে'	স্ফিংস
'আমনরে'	ফারাও
ওসিরিস	খুফুর

ক. হেলেনিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. নবোপলীয় যুগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তথ্য-১ এ উল্লিখিত নামগুলো কোন সভ্যতার ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ এর নিদর্শনগুলো প্রাচীন একটি সভ্যতার শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে− বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই হেলেনিক সংস্কৃতি।

খ পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ।

গ তথ্য-১ এ উল্লিখিত নামগুলো মিশরীয় সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত।

সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল– সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীল নদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে, তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'– এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। যেহেতু 'রে', 'আমন রে' ও 'ওসিরিস' মিশরীয়দের দেবতা, সেহেতু বলা যায় তথ্য-১ এ নির্দেশিত এ নামগুলো মিশরীয় সভ্যতার ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ তথ্য-২ এর নিদর্শনগুলো প্রাচীন একটি সভ্যতার শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে– উক্তিটি যথার্থ।

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্যশিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মিশরীয় সভ্যতার প্রতিটি শিল্পই ছিল ধর্মীয় শিল্পকলা। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে স্ফিংকস। স্ফিংকস হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহ সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের মতো। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান পিরামিড তৈরিতে। বিশাল বিশাল পাথর খড়ে দিয়ে তারা এ পিরামিডগুলো তৈরি করত। এগুলো ফারাওদের সমাধিসৌধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। এছাড়া মন্দিরগুলোতেও মিশরীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্য-২ এর নিদর্শনগুলো প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **দৃশ্য-১ :** নগরায়ণের যুগে নির্বাচিত নগরপতিরা নগরের জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে জল নিষ্কাষণের জন্য নর্দমা তৈরি করছেন এবং নগর পরিচ্ছন্ন রাখার সাথে সাথে রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলোর জন্য বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করছেন।

দৃশ্য-২ : সমাজপতি রাজেশ রায় সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে খুব সচেতন। তার ছেলে রাজু দরিদ্র কৃষকের আম বাগানের ক্ষতি করে। কৃষক রাজেশ রায়ের কাছে ক্ষতির বিচার চাইলে, তিনি রাজুকে শাস্তি দেন এবং বলেন, অপরাধ করলে সবারই শাস্তি হবে।

ক. হায়ারোগ্লিফিক কী? ১

খ. মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্য-১ এ কোন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ রোমান সভ্যতার আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয় চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র অক্ষর।

খ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।

প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। প্রায় সমস্ত মিশর নীলনদের পানি দিয়ে গঠিত এবং নীলনদের জলে উর্বর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়েছে। মিশরে শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে এ শুষ্ক মৌসুমে তারা নীলনদের পানি দিয়ে গম, ধান, যব, আখ, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিজ ফসল চাষ করে। এসব কারণে মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

গ দৃশ্য-১ এ সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবন্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

দৃশ্য-১ এ দেখা যায়, নগরায়ণের যুগে নির্বাচিত নগরপতিরা পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা তৈরি করেছেন। এছাড়া নগর পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি তারা পর্যাপ্ত আলোর জন্য রাতের বেলা বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করেছেন। নগরপতিদের এসব কাজ সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দৃশ্য-১ এ সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ দৃশ্য-২ রোমান সভ্যতার আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে– উক্তিটি যথার্থ।

প্রাচীন আমলে প্রস্তুতকৃত রোমান আইনের নীতিমালা আজকের আধুনিক বিশ্বেও মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। প্রাচীন রোমান সভ্যতায় আইন যেমন সবার জন্য সমান ছিল আজকের আধুনিক বিশ্বেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূলকথা হচ্ছে আইন সবার জন্য সমান। রোমান আইনে মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো আজকের আধুনিক বিশ্বেও মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো সুশাসনের মূলকথা। আজকের বিশ্বে রোমান সভ্যতার মতো সবার জন্য আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক। যদি প্রাচীন রোমান সভ্যতার তৈরিকৃত এ আইন বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র অমান্য করে তাহলে সেখানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

দৃশ্য-২-এ লক্ষ করা যায়, সমাজপতি রাজেশ রায়ের ছেলে রাজু দরিদ্র কৃষকের আম বাগানের ক্ষতি করে। এ কারণে কৃষক রাজেশ রায়ের কাছে বিচার প্রার্থনা করলে রাজেশ রায় ছেলেকে শাস্তি প্রদান করেন এবং অপরাধ করলে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে বলে জানান। রাজেশ রায়ের এরূপ কর্মকাণ্ড রোমান আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, রোমান সভ্যতার আইন বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আইন এর রোল মডেল বা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪

তথ্যছক-১	তথ্যছক-২
কর্ণসুবর্ণ	বগুড়া
মুর্শিদাবাদ	রংপুর
মালদহ	রাজশাহী
	দিনাজপুর

ক. প্রাচীন যুগ কী? ১

খ. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য কীভাবে গড়ে উঠেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক ১নং কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছক-২ প্রাচীন যে জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

খ প্রাচীন বাংলায় জনপদগুলোতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না।

শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন। এভাবে জনপদগুলো প্রাচীন বাংলায় প্রথমে ভূখণ্ডগত ইউনিট বা প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ভূমিকা পালন করে পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঐক্য গঠনে সহায়তা করেছিল।

গ ছক-১নং গৌড় জনপদকে নির্দেশ করছে।

ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে গৌড় রাজ্য বলে একটি স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়। সপ্তম শতকে শশাংককে গৌড়রাজ বলা হতো। এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল এর অবস্থান। বাংলায় তুর্কি ও পারসিক মুসলমানদের আক্রমণের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছক–১ এ কর্ণসুবর্ণ ও মুর্শিদাবাদ, মালদহ দ্বারা গৌড় জনপদেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ ছক-২ প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদের প্রতিনিধিত্ব করছে। পুণ্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুণ্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছক-২ এ উল্লিখিত বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী দিনাজপুর পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত। যা ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▶ ০৫ বিষ্ণুপদ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অধিক বয়সে রাজ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা, সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও ধার্মিক রাজা। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য বিষ্ণুপদ রাজ্য পরিচালনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এ সুযোগটি নেন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বীর যোদ্ধা আমজাদ খাঁন। তিনি অতি সহজেই বিষ্ণুপদকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য দখল করেন। বিষ্ণুপদ অন্য এলাকায় আশ্রয় নেন। আমজাদ খাঁন বিজিত অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. ভুক্তি কী? ১

খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বিষ্ণুপদ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কোন রাজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আমজাদ খাঁন ইতিহাসখ্যাত বখতিয়ার খলজির প্রতিনিধিত্ব করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে ছয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্র সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রত্যেকটি প্রদেশই ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল।

খ সেনরা ব্রাহ্মণ থেকে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হওয়ায় তাদেরকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়।

সেনবংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল পরবর্তীতে পেশা পরিবর্তন করে তারা ক্ষত্রিয় হয় বলে তাদেরকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বিষ্ণুপদ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সেন রাজা লক্ষণ সেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সেন বংশ ১০৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর বাংলা শাসন করে। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন এবং শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। লক্ষণ সেনের সময় তেরো শতকের প্রথমদিকে মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার খলজি সহজেই অধিকার করে নেন। লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বছর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। এভাবে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদক্ষ যোদ্ধা, সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও ধার্মিক রাজা বিষ্ণুপদ তার পিতার মৃত্যুর পর অধিক বয়সে রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একসময় বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য তিনি রাজ্য পরিচালনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এই সুযোগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বীর যোদ্ধা আমজাদ খাঁন অতি সহজেই বিষ্ণুপদকে পরাজিত করে তার রাজ্য দখল করে নেন। বিষ্ণুপদ অন্য এলাকায় আশ্রয় নেয়। উদ্দীপকে বিষ্ণুপদ এর এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সেন রাজা লক্ষণ সেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে আমজাদ খাঁন ইতিহাসখ্যাত বখতিয়ার খলজির প্রতিনিধিত্ব করছে– উক্তিটি যথার্থ।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসকের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। বখতিয়ার খলজি একজন উচ্চাভিলাষী তুর্কি বীর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন চড়াই উতরাই পার হয়ে নিজের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পেরেছিলেন। বখতিয়ার খলজি বাদাউনের শাসনকর্তা হুশামউদ্দিনের অধীনে ভাগবত ও ভিউলি পরগনার জায়গিরদার হন। এ সময় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। এতে চারদিকে তার সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীতে অনেকে যোগ দেয়। বখতিয়ার খলজি বিহার জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে যান। কুতুবউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তিনি বিহারে ফিরে আসেন। এবার তিনি বাংলার দিকে চোখ দেন। এ সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বাংলায় প্রবেশের জন্য দুটি পথ ছিল। তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড় নামে দুটি গিরিপথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করতে হতো। বখতিয়ার খলজি প্রচলিত এ দুই পথ দিয়ে না এসে ঝাড়খণ্ডের ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল পথ দিয়ে আসেন। বখতিয়ার খলজি যখন লক্ষণ সেনের প্রাসাদের ফটকের সামনে আসেন তখন তার সাথে ছিল ১৭/১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক। প্রাসাদ রক্ষীরা মনে করল ঘোড়া ব্যবসায়ী এসেছে। ফলে তারা গেট খুলে দিল। ভিতরে প্রবেশ করেই বখতিয়ার খলজি অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। অপ্রস্তুত লক্ষণ সেনের সৈন্যরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। রাজা লক্ষণ সেন এ সময় দুপুরের খাবারে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদ শুনে লক্ষণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। এ শাসন প্রায় ৫০০ বছরের অধিক স্থায়ী হয়েছিল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটলেও তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আমজাদ খাঁন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বখতিয়ার খলজিরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ পাকভারত উপমহাদেশ এক সময় ভিনদেশিদের অধিনে চলে যায়। দেশকে শাসন-শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কুমুদতলার উচ্চশিক্ষিত সুমিত সাহা দল গঠন করেন এবং ভিনদেশিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শক্তিশালী ভিনদেশীয় শক্তির সাথে সুমিত সাহার দল পেরে উঠতে না পেরে পিছু হটে যায় এবং সুমিত সাহা গ্রেফতার হন এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সুমিত সাহার দলে ছিলেন মেধাবী নারী সদস্য স্মৃতি রায়। দলের সিদ্ধান্তে স্মৃতি রায় 'কুমুদতলা ক্লাব' আক্রমণ করেন এবং সফল অভিযানের পর গ্রেফতার হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

ক. বাংলা চুক্তি কী? ১

খ. খিলাফত আন্দোলন কেন হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সুমিত সাহার কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলার কোন বিপ্লবী নেতার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে স্মৃতি রায় যেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

খ তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য খিলাফত আন্দোলন হয়।

হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। কেননা ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করায় ভারতীয় মুসলিম সমাজ বিব্রত হয়। যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ফলে ভারতীয় মুসলিমরা খিলাফত আন্দোলনের ডাক দেন।

গ উদ্দীপকে সুমিত সাহার কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলার বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভিনদেশিদের শাসন-শোষণের হাত থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশকে রক্ষা করার জন্য কুমুদতলার সুমিত সাহা দল গঠন তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু শক্তিশালী ভিনদেশীয় শক্তির সাথে পেরে না ওঠায় তার দল পিছু হটে। এক পর্যায়ে সুমিত সাহা গ্রেফতার হন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উদ্দীপকে সুমিত সাহার এরূপ কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলার উচ্চ শিক্ষিত বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে স্মৃতি রায় যেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর প্রতিচ্ছবি।"– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, তার আসল নাম সূর্য সেন। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। সূর্য সেনের এই বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯৩০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের

দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে স্মৃতি রায়ের কর্মকাণ্ড প্রীতলতা ওয়াদ্দেদারের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে স্মৃতি রায় যেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▸ ০৭

তথ্য-১	তথ্য-২
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ বেগম হযরত মহল বাহাদুর শাহ পার্ক	১৮৫৩ ১৯০৩ ১৯০৪ ১৯০৫

ক. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কী? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন? ২
গ. তথ্য-২ যে বিষয়কে নির্দেশ করছে তার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তথ্য-১ যে আন্দোলনের সাথে জড়িত তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ শাসনামলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন।

খ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এ নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ড 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

গ তথ্য-২ বঙ্গভঙ্গকে নির্দেশ করে। রাজনৈতিক কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ।

উদ্দীপকে উল্লেখিত ১৮৫৩, ১৯০৩, ১৯০৪ ও ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে নির্দেশ করে। কেননা বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং অক্টোবরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক।

লর্ড কার্জন বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছিল, যা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি তথা ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। তাই কোলকাতাকেন্দ্রিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন।

ঘ তথ্য-১ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত, যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহির গুলি ছোড়ার মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এ বিদ্রোহ পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে। এ সংগ্রামের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই সিপাহি যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল। কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহি বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

প্রশ্ন ▸ ০৮

তথ্যছক-১	তথ্যছক-২
হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, রাবেয়া খাতুন, নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ প্রমুখ	জোট বন্ধ চারটি দল, ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার, জোটের নির্বাচনি প্রতীক নৌকা

ক. তমদ্দুন মজলিশ কী? ১
খ. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" বলা হয় কেন? ২
গ. ১নং ছকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীরা কোন আন্দোলনকে বেগবান করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তথ্যছক-২ এর নির্দেশিত নির্বাচনটি ছিল অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'তমদ্দুন মজলিশ' রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে এটি গঠিত হয়।

খ জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান UNESCO ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি জনগণের গভীর মমত্ববোধ ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলা হয়।

গ ১ নম্বর ছকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীরা ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করেছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলনে এদেশের নারী সমাজের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মিছিল, স্লোগান, সভা-সমিতিতে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন। ১নং ছকে এ বিষয়টিই নির্দেশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা, বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ আরও অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকরী সিলেটের এসব নারীদের অধিকাংশের নামই ১নং ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, ১নং ছকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীদের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন বেগবান ও সক্রিয় হয়েছিল।

ঘ তথ্যছক-২ এ নির্দেশিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ছিল অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতার পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীর আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং মুসলিম লীগের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির ব্যালট বিপ্লব।

প্রশ্ন ▶ ০৯

ক		খ		গ
১৯৬৯	→	১৯৭০	→	১৯৭১

ক. "অপারেশন সার্চলাইট" কী? ১

খ. কেন আগরতলা মামলা হয়? ২

গ. 'ক' কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. " 'খ' এর বিজয় 'গ' এর অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে" ।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র নিরীহ ও স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কলঙ্কজনক অভিযানের নাম অপারেশন সার্চ লাইট।

খ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করে। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়, সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য এ মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ উদ্দীপকের 'ক' ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান নির্দেশ করছে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণঅভ্যুত্থানের দিকে রূপ নিতে থাকে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এরপর থেকে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন এবং নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

ঘ 'খ' এর বিজয় অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় 'গ' এর অর্জনে তথা ১৯৭১ সালের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বাঙালি জাতি উক্ত নির্বাচনের জয়কে তাদের নেতৃত্বের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন আছে বলে ধরে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ জয় পায়। প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে বিজয়ের ফলে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ঠিক সে সময় উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর মতো ক্ষমতা ছেড়ে দিতে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। এ ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করে। ফলে শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি হয় এবং তা স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে উক্ত নির্বাচনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ১০

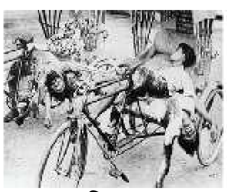
চিত্র-ক

চিত্র-খ

ক. জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং কীসের প্রতীক? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-ক ১৯৭১ সালের কোন সময়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "চিত্র-খ বাঙালির গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদের রক্তের প্রতীক।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ চিত্র 'ক' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিকে নির্দেশ করছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করে, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব, ড. মুনীরুজ্জামানসহ শত শত ছাত্রকে হত্যা করে। বিশেষ করে ঢাকার শাখারি বাজার, তাঁতি বাজারের হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কেবল রাজধানী ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে তারা ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। আড়াই লাখের অধিক নারী তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা বরণ্যে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

চিত্র ক-তে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণকে নির্মমভাবে হত্যার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। নৃশংস গণহত্যার জন্য ২৫শে মার্চ রাতকে কালরাত্রি বলা হয়। তাই বলা যায়, চিত্র-ক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিরই নির্দেশক।

ঘ চিত্র-খ তথা জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাঙালির গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাভ শহিদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত স্মৃতিসৌধটির নকশায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনের দীর্ঘ সংগ্রাম ও লাখো শহিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র খ-তে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি রয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধের প্রতি জোড়া দেয়াল মূলত বাঙালির একেকটি গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় লক্ষ লক্ষ নাম-না জানা মানুষ শহিদ হয়েছে। তাদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এই শহিদদের স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। শুধু শহিদদের স্মরণ করাই নয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ আমাদেরকে বাঙালির বীরত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সেইসাথে স্মৃতিসৌধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কোনো অবস্থাতেই বাঙালি পরাজয় মেনে নেয় না।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ শহিদদের স্মৃতি রক্ষার পাশাপাশি বাঙালির গৌরব ও মর্যদার প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▸ ১১

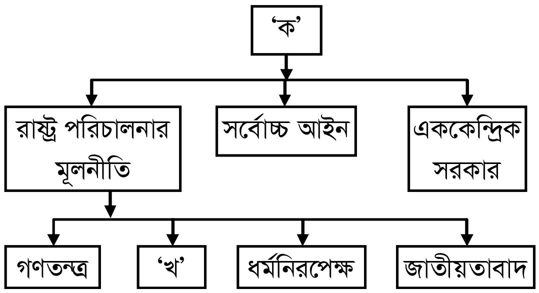

ক. ১৯৭২ সালের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী ছিল? ১

খ. কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'খ' চিহ্নিত অংশটি পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. " 'ক' চিহ্নিত অংশটি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল"।– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা ছিল– শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

খ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষি খাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন– ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন। একটি পরিবারের সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন। বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেন।

গ 'খ' চিহ্নিত অংশটি বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে নির্দেশ করছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র। কারণ বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনে সব সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূলত শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল এর লক্ষ্য।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। উদ্দীপকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ নেই। তাই বলা যায় 'খ' চিহ্নিত অংশটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে নির্দেশ করছে।

ঘ 'ক' চিহ্নিত অংশটি অর্থাৎ সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল– উক্তিটি যথার্থ।

'ক' চিহ্নিত অংশটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। আর বাংলাদেশের সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংবিধানকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চারটি মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে। যেমন– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কাজেই বলা যায়, এ চারটি মূলনীতি ৭২-এর সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৭২-এর সংবিধানে সর্বসাধারণের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সংবিধান দ্বারা বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ী থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, সংবিধানের নীতিমালা অনুসারেই প্রতিটি রাষ্ট্রের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। তাই নিঃসন্দেহে সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 153

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **বাংলায় মৌর্য শাসন কীসের মাধ্যমে পরিচালিত হত?**
ক) মহামাত্র প্রতিনিধির খ) মহারাজা প্রতিনিধির গ) বিশেষ প্রতিনিধির ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধির

☐ **নিচের ছকটি দেখ এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

বিভাগ
↓
জেলা
↓
উপজেলা
↓
ইউনিয়ন
↓
গ্রাম

২. **প্রাচীনকালে বাংলার কোন শাসন ব্যবস্থার এমন স্তর বিন্যাস ছিল?**
ক) পাল শাসন খ) গুপ্ত শাসন গ) সেন শাসন ঘ) মোঘল শাসন

৩. **উক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রধান স্তর ছিল–**
ক) ভুক্তি খ) উপরিক
গ) সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক স্তর ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর

৪. **ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক ছিলেন কে?**
ক) রবীন্দ্র ঘোষ খ) অরবিন্দু ঘোষ গ) পুলিন বিহারী ঘ) ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

৫. **বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সফল হয়নি কেন?**
ক) দুর্বল নেতৃত্বের কারণে খ) দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে
গ) বিপ্লবীদের হতাশার কারণে ঘ) একক নেতৃত্বের অভাবে

৬. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে এক ব্যালট বিপ্লব বলা হয়েছিল কেন?**
ক) নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল বলে
খ) ২১ দফা দাবি প্রভাব ফেলার কারণে
গ) শোষণের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছিল বলে
ঘ) যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার কারণে

৭. **চীনে করোনা ভাইরাস দেখা দেওয়ার পর চীনা সরকারের পক্ষে সেবা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই সকল অঞ্চলের জনগণ যাহাতে সেবা পেতে পারে সেই জন্য কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে সেবা প্রদান করেন। চীনা সরকারের কার্যক্রমে ভারতে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে?**
ক) বঙ্গভঙ্গ খ) খিলাফত আন্দোলন গ) বেঙ্গল প্যাক্ট ঘ) ভারত শাসন

৮. **সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় কখন?**
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ) ২ মার্চ ১৯৪৮ গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

৯. **কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়?**
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) অলি আহাদ
গ) ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ঘ) অধ্যাপক আবুল কাশেম

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রনি বইমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান শুনছিল। একজন শ্রোতা শিল্পীকে হিন্দি গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে রনি তার প্রতিবাদ জানায়। সে বলল, অনুষ্ঠানে বাংলা গান ছাড়া আর কোনো গান প্রচারিত হবে না।

১০. **রনির কর্মকাণ্ডে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়?**
ক) অসহযোগ আন্দোলন খ) ভাষা আন্দোলন
গ) খেলাফত আন্দোলন ঘ) ৬-দফা আন্দোলন

১১. **রনির মনোভাবে ফুটে উঠেছিল–**
i. ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ii. দেশপ্রেম iii. অপসংস্কৃতি রোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করা হয় কীভাবে?**
ক) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে খ) সাধারণ ট্রাইব্যুনালে গ) সামাজিক আইনে ঘ) সামরিক আইনে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' স্কুলের শিক্ষার্থী বাৎসরিক শিক্ষা সফরে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় ভবের পাড়ায় গিয়ে জানতে পারে যে, এখানে একটি সরকার গঠিত হয়েছিল এবং এই সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল।

১৩. **'ক' স্কুলের শিক্ষার্থীরা কোন সরকার সম্পর্কে জানতে পারে?**
ক) তাজউদ্দীন খ) স্বাধীন বাংলাদেশ গ) মুজিবনগর ঘ) মেহেরপুর

১৪. **উক্ত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল–**
i. বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ii. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা iii. পাকিস্তানকে সমর্থন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. **১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?**
ক) রাজনৈতিক অস্থিরতা খ) নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়
গ) বাংলাদেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ঘ) দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়

১৬. **পূর্ব পাকিস্তানে কখনো মূলধন গড়ে ওঠেনি কারণ–**
ক) বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে ছিল
খ) উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় বিদেশে পাচার হতো
গ) উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকতো
ঘ) সকল ব্যাংকের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল

১৭. **ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার যথার্থ কারণ হলো–**
i. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি
ii. পূর্ব বাংলাকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া
iii. পূর্ব পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. **কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে?**
ক) পন্ডিত রবি শংকর খ) জর্জ হ্যারিসন গ) বব ডিলাস ঘ) জর্জ ডিলাস

১৯. **যুদ্ধের সময় ছাত্ররা-সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যায় কেন?**
ক) কর্মসংস্থানের জন্য খ) জীবন রক্ষার জন্য
গ) পালিয়ে থাকার জন্য ঘ) যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য

২০. **পাচশালা পরিকল্পনা কার্যকর করা হয় কেন?**
ক) সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
গ) রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘ) ধর্মীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে

২১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কোনটি?**
ক) অসাম্প্রদায়িক চেতনা খ) সাম্প্রদায়িক চেতনা
গ) জাতীয়তা বোধ ঘ) গণতন্ত্র

২২. **চৈনিক পরিব্রাজকেরা কত শতকে বাংলায় আসেন?**
ক) পাঁচ থেকে সাত খ) সাত থেকে নয় গ) দ্বাদশ ঘ) পঞ্চদশ

২৩. **ইতিহাস কীভাবে অতীতকে পুনর্গঠন করে?**
ক) নিছক অতীত কাহিনি নিয়ে খ) সত্যনিষ্ঠ সত্য দিয়ে
গ) যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে ঘ) অতীত কাহিনি নিয়ে

২৪. **সর্বপ্রথমে রোমান আইন সংকলন করা হয় কীসে?**
ক) প্যাপিরাস কাগজে খ) তাল পাতায় গ) ১২টি ব্রোঞ্জপাতে ঘ) পাথরে

২৫. **মিমি সড়ক দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, "তার পায়ের একটি হাড় ভেঙে গেছে। "অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার হাড় জোড়া লাগানো হয়। প্রথমে তার হৃৎপিণ্ডের গতি ও নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা নেয়। মিমির চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়েছে?**
ক) সিন্ধু সভ্যতা খ) গ্রিক সভ্যতা গ) রোমান সভ্যতা ঘ) মিশরীয় সভ্যতা

২৬. **সিন্ধু সভ্যতায় ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন?**
ক) ব্যবসা বাণিজ্যের উপযোগিতার কারণে খ) কারিগরি শিল্পের সমৃদ্ধির কারণে
গ) কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করার জন্য ঘ) কৃষি উৎপাদন অনুপযোগী ছিল বলে

২৭. **'বড় কামতা' কোন জনপদের রাজধানী ছিল?**
ক) হরিকেল খ) তাম্রলিপ্ত গ) সমতট ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

২৮.
সমাজ ব্যবস্থা
↓ ↓
ধনী শ্রেণি দরিদ্র শ্রেণি

কোন সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে?
ক) সিন্ধু সভ্যতা খ) মিশরীয় সভ্যতা গ) গ্রিক সভ্যতা ঘ) রোমান সভ্যতা

২৯. **তাম্রলিপ্ত জনপদ ছিল–**
i. সমুদ্র উপকূলবর্তী খুব নিচু ও আদ্র
ii. স্থল বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত
iii. নৌ চলাচলের জন্য উত্তম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. **গুপ্ত আমলে ভুক্তিপতিকে কী বলা হতো?**
ক) মহারাজধিরাজ খ) সামন্তরাজ গ) সেনাপতি ঘ) উপরিক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। দিলসাদ শিক্ষা সফরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মুক্তিযোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন– জামা-কাপড়, ঘড়ি, মানিব্যাগ, আংটি দেখতে পেল। সে সবকিছু খুব মনোযোগের সাথে দেখে।

ক. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিলসাদ কোন ধরনের উপাদান দেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দিলসাদ কি উক্ত উপাদান ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

২। 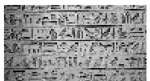

ক. বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে ছিলেন? ১

খ. গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন সভ্যতার লিখন পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার লোকজন ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। –বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। 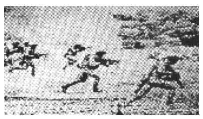

ক. 'নোম' কী? ১

খ. 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উক্ত চিত্রের সাথে প্রাচীন গ্রিসের কোন নগররাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নগররাষ্ট্র ছিল প্রাচীন গ্রিসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক শক্তি– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। শিল্পী তার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরে বিক্রমপুর যায়। সেখানে সে ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাচীন শিলা লিপি দেখে মুগ্ধ হয়। এদিকে শিল্পীর ভাই রাজীব তার বাবার সাথে বগুড়া বেড়াতে যায়। সেখানে জাদুঘরে সে পাথরে খোদাই করা লিপি দেখে আশ্চর্য হয়।

ক. গৌড়রাজ বলা হতো কাকে? ১

খ. কোন বিষয়টি বাংলাদেশের মানুষকে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে শিল্পী শিক্ষা সফরে প্রাচীন কোন জনপদে যায়? উক্ত জনপদটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বাবার সাথে বেড়াতে যাওয়া রাজীবের দেখা জনপদটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। 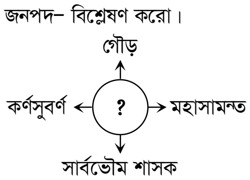

ক. সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত? ১

খ. প্রাচীন বাংলায় চন্দ্র বংশের শাসনের পতন ঘটে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থান প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। 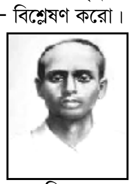
চিত্র-১

চিত্র-২

ক. অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি বৃটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের জন্য প্রেরণার উৎস ছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। শহিদ মিনার স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি পদটি জোরপূর্বক দখল করেন মিঃ রিপন। তিনি ঐ ক্লাবের সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্লাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত একাই গ্রহণ করতেন। এমন পরিস্থিতিতে ক্লাবের নেতা অসীম ক্লাব পরিচালনায় মিঃ রিপনকে সহযোগিতা না করার ঘোষণা দেন এবং তার বিভিন্ন স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। অসীম তার ঘোষণা বাস্তবায়নে ক্লাবের অন্য সদস্যদেরও সহযোগিতা কামনা করেন।

ক. বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ. স্বদেশি আন্দোলন কীভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়? ২

গ. উদ্দীপকে অসীমের ভূমিকা বৃটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। 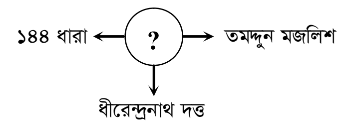

ক. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার কত সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে? ১

খ. ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থান কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। পলাশপুর উপজেলার চেয়ারম্যান লোকমান খানের অত্যাচারী কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষ প্রতিবাদী হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু করে। চেয়ারম্যান তার কাছের কিছু মানুষ ছাড়া অন্যান্যদের কোনোভাবেই সুযোগ সুবিধা দিত না। চেয়ারম্যান তার ক্ষমতা ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আন্দোলনের একপর্যায়ে চেয়ারম্যান সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়? ১

খ. শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের করা কোন গণআন্দোলনের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত গণআন্দোলন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ক. দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘর কোথায়? ১

খ. রায়ের বাজার বধ্যভূমি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ছবির ব্যক্তির দেশের সঙ্গে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কী সম্পর্ক রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দেশটি মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে কি তুমি মনে করো? তোমার মতামত উল্লেখ করো। ৪

১১। কমলগঞ্জ সবুজ সংঘের সভাপতি লোকমান সাহেব ঐ সংঘের সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংঘের পূর্ববর্তী অনির্বাচিত সভাপতি অপসারিত হন। লোকমান সাহেব নির্বাচিত হওয়ায় কমলগঞ্জ সবুজ সংঘের পরবর্তী কার্যক্রম গতিশীলতা পায়।

ক. গণপরিষদের একমাত্র কাজ কী ছিল? ১

খ. বঙ্গবন্ধু সরকার কৃষির উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লোকমান সাহেবের নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন মূলনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মূলনীতি আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	L	৩	K	৪	M	৫	N	৬	N	৭	K	৮	L	৯	N	১০	L	১১	N	১২	K	১৩	M	১৪	K	১৫	L
	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	N	২১	K	২২	K	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	L	২৭	M	২৮	K	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ দিলসাদ শিক্ষা সফরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মুক্তিযোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন– জামা-কাপড়, ঘড়ি, মানিব্যাগ, আংটি দেখতে পেল। সে সবকিছু খুব মনোযোগের সাথে দেখে।

ক. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিলসাদ কোন ধরনের উপাদান দেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দিলসাদ কি উক্ত উপাদান ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন-ই-আকবরী গ্রন্থটির লেখক হচ্ছেন আবুল ফজল।

খ মূলত মানবসমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানবসমাজ সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন প্রভৃতি বিষয়। সামগ্রিকভাবে কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

গ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিলসাদ ইতিহাসের অলিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দেখেছে।

ইতিহাসের উপাদান দুই ধরনের। যথা– লিখিত উপাদান ও অলিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই, সেসব বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত, ব্যবহার্য পোশাক, অলঙ্কার ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কোনো বিশেষ সময় ও অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দিলসাদ শিক্ষা সফরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, যেমন– জামা-কাপড়, ঘড়ি, মানিব্যাগ, আংটি দেখতে পায়। তার দেখা এসব জিনিসপত্র উপরে বর্ণিত ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, দিলসাদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ইতিহাসের অলিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানই দেখেছে।

ঘ না, দিলসাদ কেবল উক্ত উপাদান অর্থাৎ অলিখিত উপাদান ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারবে না। এজন্য তাকে লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদান ব্যবহার করতে হবে।

লিখিত ও অলিখিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে। লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, নথিপত্র, জীবনী, দলিলপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, অলিখিত উপাদান মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ, মুদ্রা, লিপি, ইমারত ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এসব উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ ও সমাজের ইতিহাস জানা সম্ভব। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মানবজীবনের অতীত অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান কিংবা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়সাধন করে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস কল্পনাবিলাসী কোনো ভাবের বস্তু নয়। এতে আবেগ প্রাধান্য পায় না। তাই ইতিহাসের উৎস হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়সাধন আবশ্যক।

সুতরাং উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, শুধু অলিখিত উপাদান ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য অলিখিত উপাদানের পাশাপাশি লিখিত উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০২

ক. বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে ছিলেন? ১

খ. গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন সভ্যতার লিখন পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার লোকজন ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। –বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিডাইডেস।

খ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে মিশরীয় সভ্যতার লিখন পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে।

নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথমদিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এ লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের ওপর তারা লিখত। গ্রিকরা এ কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এ শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি হয়। এখানে উল্লেখ্য, নেপোলিয়ন মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফিক আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু শেষদিকে অতি অল্প সংখ্যক পুরোহিত তা পড়তে পারতেন। ১৮২২ সালে রসেটা প্রস্তর আবিষ্কার এবং পরবর্তী সময়ে থোমাস ইয়ং-এর গবেষণার ফলে হায়ারোগ্লিফিক লিপির প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ঘ উক্ত সভ্যতা অর্থাৎ মিশরীয় সভ্যতার লোকজন ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল– মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানব সভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীল নদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'-এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, মিশরীয় সভ্যতার অধিবাসীদের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডেই ধর্মের প্রভাব ছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৩

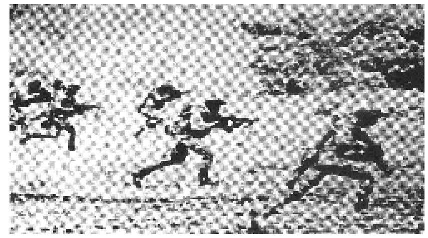

ক. 'নোম' কী? ১

খ. 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উক্ত চিত্রের সাথে প্রাচীন গ্রিসের কোন নগররাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নগররাষ্ট্র ছিল প্রাচীন গ্রিসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক শক্তি– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সেগুলোকে বলা হতো 'নোম'।

খ গ্রিকসভ্যতার একটি সংস্কৃতির নাম হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতি। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

গ উক্ত চিত্রের সাথে প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টা নগররাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়।

স্পার্টা ছিল প্রাচীন গ্রিসের একটি নগররাষ্ট্র এবং সে নগররাষ্ট্র সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। স্পার্টার শাসকগোষ্ঠী সেখানকার সাধারণ মানুষদের ভূমিদাসে পরিণত করেছিল বলে তারা বিদ্রোহ করত। এ বিদ্রোহ দমন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের অন্যতম কাজ। ফলে তারা তাদের নাগরিকদের যোদ্ধা হিসেবেই তৈরি করত। সামরিক বিষয়াদিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় তাদের অন্যান্য বিষয়াদি ছিল অবহেলিত। আর এজন্যই স্পার্টাকে সামরিক নগররাষ্ট্র বলা হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে কিছু সৈনিককে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে। উপরের বর্ণনায়ও দেখা যায়, স্পার্টানদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধে পারদর্শিতা। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, চিত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে গ্রিসের স্পার্টা নগররাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত নগররাষ্ট্রে তথা স্পার্টা তাদের সামরিক নীতির কারণে প্রাচীন গ্রিসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক শক্তি ছিল।

স্পার্টা ছিল সমরতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রাচীন গ্রিসের একটি শক্তিশালী নগররাষ্ট্র। যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে এ সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে স্পার্টানদের জীবন নিয়োজিত ছিল স্পার্টা রক্ষার জন্য। প্রাচীন গ্রিসের অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলো সাধারণত গণতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আর এগুলোর সামরিক শক্তি স্পার্টানদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দ্বন্দ্বে স্পার্টানরা এগিয়ে থাকত। যেমন– গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের সাথে স্পার্টানদের ৪৬০ থেকে

৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা বিজয় লাভ করে। স্পার্টানদের সাথে যুদ্ধে এ ধরনের পরাজয় এড়াতে অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলোকেও সামরিক শক্তি সঞ্চয়ে মনযোগ দিতে হতো, ফলে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতো। কোনো রাষ্ট্র সামরিক আক্রমণের শিকার হলে তাকে তা প্রতিরোধের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব রক্ষার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। একইভাবে স্পার্টানদের সাথে সামরিক বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে গ্রিসের অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলোকেও সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতে হতো। ফলে রাষ্ট্র তার অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারত না।

আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি বলা যায় যে, সামরিক শক্তিকে অন্যান্য নগররাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে থাকায় স্পার্টা অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে কাজ করত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ শিল্পী তার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরে বিক্রমপুর যায়। সেখানে সে ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাচীন শিলা লিপি দেখে মুগ্ধ হয়। এদিকে শিল্পীর ভাই রাজীব তার বাবার সাথে বগুড়া বেড়াতে যায়। সেখানে জাদুঘরে সে পাথরে খোদাই করা লিপি দেখে আশ্চর্য হয়।

ক. গৌড়রাজ বলা হতো কাকে? ১

খ. কোন বিষয়টি বাংলাদেশের মানুষকে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে শিল্পী শিক্ষা সফরে প্রাচীন কোন জনপদে যায়? উক্ত জনপদটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বাবার সাথে বেড়াতে যাওয়া রাজীবের দেখা জনপদটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৌড়রাজ বলা হতো শশাঙ্ককে।

খ ভৌগোলিক পরিবেশ বাংলাদেশের মানুষকে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করেছে।

আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবন প্রণালি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন– পাহাড়ি এলাকা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষকে প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। এজন্য তারা কর্মঠ ও সংগ্রামী হয়। অন্যদিকে, সমতল বা নদী-বিধৌত অঞ্চলের আবহাওয়া স্নিগ্ধ, মনোরম হয় বলে এসব এলাকার মানুষ শান্ত ও আরামপ্রিয় হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, তাই এ অঞ্চলের মানুষ কোমল ও শান্ত স্বভাবের।

গ উদ্দীপকে শিল্পী শিক্ষা সফরে প্রাচীন বঙ্গ জনপদে যায়।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

উদ্দীপকের শিল্পী বিদ্যালয়ের শিক্ষাসফরে বিক্রমপুরে যায় এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়। সে মূলত বঙ্গ জনপদে ভ্রমণ করেছে। কেননা একসময় বিক্রমপুর ছিল প্রাচীন বঙ্গ জনপদের রাজধানী। প্রাচীন এ জনপদটি অন্যান্য জনপদ থেকে বেশ শক্তিশালী ছিল।

ঘ রাজীবের দেখা জনপদটি হচ্ছে মহাস্থানগড়, যা পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত। পুণ্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত জনপদ।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুণ্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, রাজীবের দেখা পুণ্ড্র জনপদটিই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৫

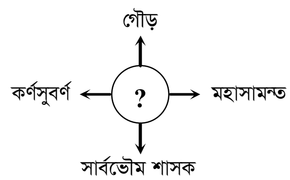

ক. সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত? ১

খ. প্রাচীন বাংলায় চন্দ্র বংশের শাসনের পতন ঘটে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থান প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সোমপুর বিহার নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে অবস্থিত।

খ বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে পরাজিত হওয়ায় প্রাচীন বাংলায় চন্দ্র বংশের শাসনের পতন ঘটে।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র বংশ। এ বংশের রাজারা দেড়শ বছর এ অঞ্চল শাসন করেন। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন এ বংশের শেষ রাজা। তাঁর রাজত্বকালে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই দুই বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ চন্দ্র রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং বাংলায় এ বংশের পতন ঘটে।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থান প্রাচীন বাংলায় স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাংকের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

সামন্তরাজা শশাংক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে তার অধিকার স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। তিনি দণ্ডভুক্তি রাজ্য, উড়িষ্যার উৎকল ও কঙ্গোদ রাজ্য ও বিহারের মগধ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে তার রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের রাজা শশাংকের হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনি পশ্চিম সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের মৌখরি শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বারবার চেষ্টা করছিল তদুপরি সমসাময়িক সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাবকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরি রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে হলে কনৌজ থানেশ্বর জোট গড়ে ওঠে। এ জোটের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। শশাংক শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাকে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সর্বোপরি বলা যায়, সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম সার্বভৌম শাসক ছিলেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটি গৌড়রাজ শশাংকের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

ঘ উক্ত শাসক তথা শশাংকের মৃত্যুর পর ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। যা ইতিহাসে মাৎস্যন্যায় হিসেবে পরিচিত।

শশাংকের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন ও কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠেছিল। এসময় বাংলার সকল অধিপতিরা ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। কারণ শক্ত হাতে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার মতো কেউ ছিল না। অরাজকতার এ সময়কালকেই পাল তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'মাৎস্যন্যায়' হলো পুকুরের বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো পরিস্থিতি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা। দীর্ঘ একশ বছরব্যাপী বাংলায় এ অবস্থা চলতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, শশাংকের মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের সংকট এবং ক্ষমতা দখলের সংঘাতের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগ ছিল। জনসাধারণ সকল বিবাদ ভুলে গোপাল নামের এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করলে ইতিহাসের এ অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন ▸ ০৬

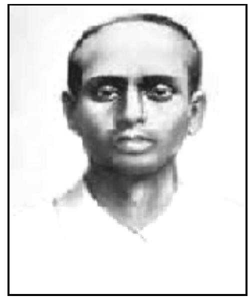

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি বৃটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের জন্য প্রেরণার উৎস ছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন মহাত্মা গান্ধী।

খ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস এই চুক্তি সম্পাদন করেন। উক্ত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ উদ্দীপকে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি অর্থাৎ মাস্টার দা সূর্য সেন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোরনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী। তিনি কলেজ জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করতে গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। এ আত্মঘাতী বাহিনী পরে 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি' নামধারণ করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এ অসম যুদ্ধে বিপ্লবীরা পরাজিত হন এবং ১৯৩৩ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন গ্রেফতার হন। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মাস্টারদা সূর্যসেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হননি। আর এসব কারণেই তাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নায়ক বলা হয়।

উদ্দীপকের চিত্র-১ এ মাস্টারদা সূর্য সেনের ছবি উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের আলোচনায় দেখা যায় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক ছিলেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে চিত্র-১ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সাথেই সম্পৃক্ত।

ঘ উদ্দীপকে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের জন্য প্রেরণা উৎস ছিল।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, তার আসল নাম সূর্য সেন। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য তিনি গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। সূর্য সেনের এই বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯৩০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে কোলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সফলভাবে যে বিপ্লবী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার সফলতাই তাঁকে পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামে নারী সমাজের প্রেরণায় পরিণত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৭ শহিদ মিনার স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি পদটি জোরপূর্বক দখল করেন মিঃ রিপন। তিনি ঐ ক্লাবের সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্লাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত একাই গ্রহণ করতেন। এমন পরিস্থিতিতে ক্লাবের নেতা অসীম ক্লাব পরিচালনায় মিঃ রিপনকে সহযোগিতা না করার ঘোষণা দেন এবং তার বিভিন্ন স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। অসীম তার ঘোষণা বাস্তবায়নে ক্লাবের অন্য সদস্যদেরও সহযোগিতা কামনা করেন।

ক. বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ. স্বদেশী আন্দোলন কীভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়? ২

গ. উদ্দীপকে অসীমের ভূমিকা বৃটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন করা।

খ বিলেতি পণ্যের পাশাপাশি বিলেতি শিক্ষা বর্জন কর্মসূচি যুক্ত হওয়ায় স্বাদেশী আন্দোলন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন রূপ নেয়।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বিলেতি শিক্ষা বর্জন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে, ফলে দেশীয় শিক্ষাগ্রহণ আন্দোলনের সূচনা হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি পণ্যের সাথে বিলেতি শিক্ষাও বর্জন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে, ফলে দেশীয় পণ্য ভোগ ও দেশীয় শিক্ষাবিস্তার ঘটে।

গ উদ্দীপকে অসীমের ভূমিকা ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আনেদালনকে নির্দেশ করে।

ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রণীত সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এ আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ 'জালিয়ানওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। ১৯২১–'২২ সালে এ আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহিদ মিনার স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি মি. রিপন ক্লাবের সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে বিভিন্ন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত একাই গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে ক্লাবের নেতা অসীম মি. রিপনকে সহযোগিতা না করার ঘোষণা দেন। অসীম সাহেবের এ কর্মকাণ্ড উপরে বর্ণিত অসহযোগ আন্দোলনের অনুরূপ। মহাত্মা গান্ধী যেমন হিন্দু-মুসলিমদের ঐক্যবন্ধ করে ব্রিটিশ সরকারকে অসহযোগিতা করার ঘোষণা দেন তেমনি অসীমও ক্লাবের অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় মি. রিপনকে সহযোগিতা না করার ঘোষণা দেন এবং তার স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। সুতরাং এটি বলা যায় যে, অসীমের ভূমিকা অসহযোগ আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল।

ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ঐক্যবন্ধভাবে কোনো আন্দোলনে নামে। যা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কেননা এর মধ্য দিয়েই ব্রিটিশদের সাথে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের মানসিক পার্থক্য বা বিভেদ ফুটে উঠে।

১৯২০ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবন্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে যা সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ শাসন ও বিভেদ নীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। কারণ, এই আন্দোলন কেবল শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, বরং সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে এক ঐক্যবন্ধ রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, অসহযোগ আন্দোলনে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম ঐক্য যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তবুও এ আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা মানুষের মধ্যে এক নতুন ধারার রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৮

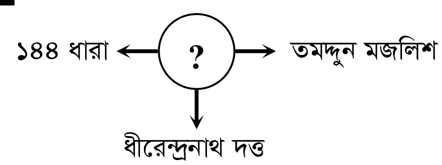

ক. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার কত সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে? ১
খ. ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থান কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে।

খ ত্যাগী বাঙালি নেতারা উপেক্ষিত হওয়ায় ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংস্কারপন্থী ধারার নেতাদের সবসময় কোণঠাসা এবং দমন করার চেষ্টা করত। ফলে পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দাল জড়িয়ে পড়ে। এসময় দলটি দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ধারা সোহরাওয়ার্দী-হাশিম পন্থী, অন্যটি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন-মওলানা আকরম খাঁ পন্থী। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক, সংস্কারপন্থী এবং দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ দোসর। ফলে এ অন্তর্কোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

গ উদ্দীপকে ? চিহ্নিত স্থান ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ, বাংলা ভাষা-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম লীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে।

উদ্দীপকে ছকচিত্রে তমদ্দুন মজলিশ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ১৪৪ ধারা উল্লেখ আছে। উপরের আলোচনার সাথে তুলনা করলে বোঝায় যায়, এগুলো ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, '?' চিহ্নিত স্থান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল।

দীর্ঘ সময় বাঙালিরা বিদেশিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হতে থাকে। ফলে বিদেশিদের শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল ছিল। আর মুক্তির প্রথম প্রতিবাদ ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে বাঙালিরা সফলতা অর্জন করার ফলে তাদের সাহস বেড়ে যায়। অদম্য মনোবলের কারণে তারা মুক্তির জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে বাঙালিরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন এ সবকিছুতেই সফলতা অর্জন করে স্বাধীনতাকামী মানুষ। অবশেষে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ সাহস দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুনিয়ে উজ্জীবিত করেছিল। অনেকে দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে গান বা সংগীত পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করেছিল মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলার মানুষের মাঝে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

সুতরাং বলা যায়, ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯ পলাশপুর উপজেলার চেয়ারম্যান লোকমান খানের অত্যাচারী কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষ প্রতিবাদী হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু করে। চেয়ারম্যান তার কাছের কিছু মানুষ ছাড়া অন্যান্যদের কোনোভাবেই সুযোগ সুবিধা দিত না। চেয়ারম্যান তার ক্ষমতা ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়? ১
খ. শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের করা কোন গণআন্দোলনের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত গণআন্দোলন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয়।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এ প্রতিবেদনে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে ছাত্ররা কঠোর আন্দোলন শুরু করে, যা 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয়।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের করা উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গাবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এরপর থেকে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব খান বঙ্গাবন্ধুকে মুক্তি দেন এবং নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পলাশপুর উপজেলার চেয়ারম্যান লোকমান খান তার কাছের কিছু মানুষ ছাড়া অন্যান্যদের কোনোভাবেই সুযোগ-সুবিধা দিতেন না। তার এমন বৈষম্যমূলক ও অত্যাচারী কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার মানুষ আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু করে। চেয়ারম্যান তার ক্ষমতা ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করেন। উদ্দীপকের আন্দোলনের পেছনেও অনুরূপ কারণ বিদ্যমান ছিল বলে বলা যায়, এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে– উক্তিটি যথার্থ।

জনগণের মনে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বিজয়ের মাধ্যমে যে মনোভাবের জন্ম হয় তা এদেশের স্বাধীনতা বয়ে আনতে এক মহৌষধের ভূমিকা পালন করেছিল। '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিরা অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের কৃষক এবং শ্রমিকদের মাঝে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণের মাঝে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। যাতে বলীয়ান হয়ে জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে এদেশ স্বাধীন করে। এভাবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান জনগণের মাঝে যে মনোভাবের বা চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তা দেশের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল। সুতরাং বলা যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১০

ক. দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘর কোথায়? ১
খ. রায়ের বাজার বধ্যভূমি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ছবির ব্যক্তির দেশের সঙ্গে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কী সম্পর্ক রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত দেশটি মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে কি তুমি মনে করো? তোমার মতামত উল্লেখ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘর বাংলাদেশের খুলনায় অবস্থিত।

খ রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্থানটি ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর জঘন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে অগণিত বধ্যভূমি ও গণকবর। তখন রায়েরবাজার এলাকাটি ছিল বেশ নিরিবিলি। জনবসতি খুব একটা চোখে পড়ত না। কালুশাহ পুকুরপাড় থেকে গোল মসজিদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় তিন কিলোমিটার। মার্চ মাস থেকেই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে মানুষকে শুধু হত্যা করা হয়েছে তা নয়, অগণিত লাশ এনে ফেলা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এখানকার ইটখোলার রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটাচলার সাহস করত না।

গ উদ্দীপকের ছবির ব্যক্তি হলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে তার দেশ ভারত বাংলাদেশকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় যে দেশটি তা হলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী ৯ মাস ধরে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত করে তোলেন তার নিরলস কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে। ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা ও গণহত্যার হৃদয় বিদারক চিত্র আন্তর্জাতিক পরিসরে সফলভাবে তুলে ধরেন।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত দেশটি অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি মনে করি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিল। যুদ্ধের শুরুতে দেশটি যেমন শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে তেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনস্বরূপ যৌথবাহিনীর মাধ্যমে রণক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনেও দেশটির সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ ভারত ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি।

ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ভুটান ও ভারত ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা আমাদের স্বাধীনতা লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▸ ১১ কমলগঞ্জ সবুজ সংঘের সভাপতি লোকমান সাহেব ঐ সংঘের সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংঘের পূর্ববর্তী অনির্বাচিত সভাপতি অপসারিত হন। লোকমান সাহেব নির্বাচিত হওয়ায় কমলগঞ্জ সবুজ সংঘের পরবর্তী কার্যক্রম গতিশীলতা পায়।

ক. গণপরিষদের একমাত্র কাজ কী ছিল? ১

খ. বঙ্গবন্ধু সরকার কৃষির উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লোকমান সাহেবের নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন মূলনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মূলনীতি আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপরিষদের একমাত্র কাজ ছিল সংবিধান প্রণয়ন করা।

খ বঙ্গবন্ধু কৃষির উন্নয়নে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষি খাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন– ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন। একটি পরিবারের সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন। বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেন।

গ উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের 'গণতন্ত্র' মূলনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ সাল থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায়নি। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এ ঘটনায় বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার প্রধান ক্ষেত্র। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। যেমনটি উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উক্ত মূলনীতি তথা গণতন্ত্র হলো আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি।

দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র চর্চার অধিকার পেয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। দেশের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রার্থীরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনগণের রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় সৎ, যোগ্য প্রার্থীরাই সাধারণত দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পায়।

আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা আবশ্যক। আর রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম নির্বাচন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে বলে প্রতিনিধিরা সচেতনভাবেই জনকল্যাণে কাজ করে। জনউন্নয়নমূলক বিভিন্ন পপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশকে আধুনিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর এ সবই করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। ফলে দেশ এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধির পতে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল চালিকাশক্তি।

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 1 5 3

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **পাকিস্তান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কত সালে?**
ক) ১৮৫৩ খ) ১৯৫৪ গ) ১৯৫৫ ঘ) ১৯৫৬

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' নামক অঞ্চলে নির্বাচনে অংশ নিতে ছোট ছোট দলগুলো একত্রিত হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলকে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে।

২. **উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন স্বাধীনতাপূর্বক কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করে?**
ক) ১৯৩৭ খ) ১৯৫৪ গ) ১৯৬৫ ঘ) ১৯৭০

৩. **উক্ত নির্বাচনে–**
i. বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয়
ii. প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়
iii. যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. **'COP'-এর পূর্ণরূপ কী?**
ক) Combined Opposition Part খ) Combined Opposite Party
গ) Combined Opposition Party ঘ) Combined Opposite Part

৫. **পাকিস্তানে কীভাবে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে?**
ক) সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে খ) ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে
গ) ছয় দফা আন্দোলনের কারণে ঘ) গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে

৬. **মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?**
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) তাজউদ্দিন আহমদ ঘ) এম মনসুর আলী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
↑
চূড়ান্ত বিজয় ← ? → লেঃ জেনারেল নিয়াজি
↑
লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং

৭. **উদ্দীপকের প্রশ্নসূচক '?' স্থানে কোন বিষয়টি বসবে?**
ক) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি খ) ভারত-পাকিস্তান তাসখন্দ চুক্তি
গ) যৌথ বাহিনী গঠনের দলিল ঘ) পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিল

৮. **অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ করা হয় কেন?**
ক) মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে খ) বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক
গ) ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণ ঘ) বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক

৯. **বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কবে থেকে?**
ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ ঘ) ১২ অক্টোবর, ১৯৭২

১০. **কীর্তিবর্মণ কোন বংশের রাজা ছিলেন?**
ক) চালুক্য খ) আর্য গ) মৌর্য ঘ) গুপ্ত

১১. **ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনকাল কোনটি?**
ক) ১০০০–১০২০ খ্রিঃ খ) ৯৭৫–১০০০ খ্রিঃ
গ) ৯৩০–৯৭৫ খ্রি" ঘ) ৯০০–৯৩০ খ্রিঃ

১২. **পাল যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. সকল ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ii. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা
iii. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠপোষকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. **সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লির সম্রাট কে ছিলেন?**
ক) প্রথম বাহাদুর শাহ খ) শাহ সুজাউদ্দিন
গ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ঘ) ফখরুদ্দিন মোবারক

১৪. **'রাওলাট আইন' পাস হয় কত সালে?**
ক) ১৯১৯ খ) ১৯১৮ গ) ১৯১৭ ঘ) ১৯১৬

১৫. **'Indian National Army' গঠন করা হয় কেন?**
ক) অসাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি খ) বৃটিশদের বিতাড়ন
গ) সেনাবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি ঘ) প্রগতিশীল বাহিনী গঠন

১৬. **গ্রিক সভ্যতায় প্রথম দিককার দার্শনিক কে ছিলেন?**
ক) সক্রেটিস খ) থালেস গ) প্লেটো ঘ) পেরিক্লিস

১৭. **বাংলাদেশে গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়েছিল কেন?**
ক) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য খ) নির্বাচনের জন্য
গ) ক্ষমতা দখলের জন্য ঘ) সংবিধান রচনার জন্য

☐ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিঃ নাজমুল সাহেব সমবায় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি বদরাগী, খিটখিটে মেজাজ ও অসহযোগিতামূলক আচরণ করতেন। তাই সমিতির অধিকাংশ সদস্যগণ তাদের দাবি-দাওয়া সভাপতির নিকট উত্থাপন করেন। কিন্তু সভাপতি বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে অযৌক্তিক দাবি বলে মনে করেন।

১৮. **সমিতির সদস্যগণের গৃহীত পদক্ষেপে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?**
ক) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন খ) ছয়দফা দাবি উত্থাপন
গ) ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন ঘ) ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন

১৯. **উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই–**
i. আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ii. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়
iii. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুদৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য গবেষণাগারে গিয়ে দেখতে পেল স্বচ্ছ কাচের বোতলে বিভিন্ন প্রাণীর মরদেহ পচন থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২০. **উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাণীদেহ সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রাচীন কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে?**
ক) গ্রিক খ) রোমান গ) মিশরীয় ঘ) সিন্ধু

২১. **উক্ত পদ্ধতি দ্বারা তাদের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল–**
ক) মৃতদেহ অক্ষত থাকলে দেবতা খুশি হবে
খ) সূর্য দেবতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা
গ) মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে
ঘ) নীলনদের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে

২২. **বর্তমান বরিশাল জেলা কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?**
ক) হরিকেল খ) চন্দ্রদ্বীপ গ) বরেন্দ্র ঘ) সমতট

২৩. **বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে কেন?**
ক) নদীমার্তৃক দেশ খ) আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন
গ) অন্য পেশা অলাভজনক ঘ) ভূমির উর্বরতা

২৪. **কলহনের লেখা সাহিত্যকর্ম কোনটি?**
ক) মেঘদূত খ) রাজতরঙ্গিনী গ) রামচরিত ঘ) অর্থশাস্ত্র

২৫. **বিষয়বস্তুগত ইতিহাসকে সাধারণভাবে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক) ৫ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ২

২৬. **সঠিক ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক) তথ্যনির্ভর খ) ধারাবাহিক গ) বস্তুনিষ্ঠ ঘ) বিজ্ঞানসম্মত

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অধ্যাপক আনোয়ার সাহেব বলেন, ইতিহাসের জ্ঞান একটি জাতিকে সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তোলে। অন্যথায় জাতি হারিয়ে ফেলে নিজস্ব জাতিসত্তা এবং পিছিয়ে পড়বে বহুদূর।

২৭. **জনাব আনোয়ারের বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?**
ক) ইতিহাসের বিষয়বস্তু খ) ইতিহাসের স্বরূপ
গ) ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ঘ) ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

২৮. **জনাব আনোয়ারের বক্তব্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারলে আমরা জাতি হিসেবে হয়ে উঠব–**
i. আত্মপ্রত্যয়ী ii. দেশপ্রেমিক iii. আত্মমর্যাদাশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. **সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক) লিখন পদ্ধতি খ) ভাস্কর্য নির্মাণ গ) কাগজ আবিষ্কার ঘ) ধর্মবিশ্বাস

৩০. **সিন্ধু সভ্যতায় সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল?**
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) পিতৃতান্ত্রিক গ) মাতৃতান্ত্রিক ঘ) গণতান্ত্রিক

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

যশোর বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আনজারা তার বাবার সাথে মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপিসহ বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখতে পায়। আনজারার বাবা বলেন যে, ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের মধ্যে প্রাপ্ত এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি।

ক. ঐতিহ্য কাকে বলে? ১
খ. ইতিহাস কীভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ২
গ. উদ্দীপকে আনজারা কোন ধরনের উপাদান দেখতে পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত উপাদানের মাধ্যমে কি একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

২।

ক. পাথরের যুগ কাকে বলে? ১
খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে– উক্ত সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। শিক্ষক ক্লাসে একটি প্রাচীন জনপদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইতিহাসে এই জনপদের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক. বরেন্দ্র জনপদ কাকে বলে? ১
খ. প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় জানা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন জনপদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত জনপদ থেকেই একটি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। অনিক প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক ছিলেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। সপ্তম শতকে বাঙলার ইতিহাসে তিনি একটি বিশিষ্ট নাম। তার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রচন্ড অরাজকতা দেখা দেয়।

ক. পাল যুগ কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে মাৎস্যন্যায়-এর অবসান হলো? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। আতিকা বই পড়ে জানতে পারেন একসময় এদেশের জনগণ বিদেশি শাসনের প্রতি এতই বিরূপ ছিল যে তারা বিদেশি কোনো পণ্য ক্রয় করা থেকেও বিরত থেকে ছিল। শুধু তাই নয়, এদেশের সর্বস্তরের জনগণ বিদেশি শিক্ষাও বর্জন করেছিল।

ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১
খ. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আতিকার বইপড়ে জানা বিষয়ে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

ক. আগরতলা মামলার সরকারি নাম কী? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? ২
গ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিগণ কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। একটি রাষ্ট্রের দুটি অংশ 'ক' ও 'খ'। 'ক' অংশের জনগণকে 'খ' অংশের শাসকবৃন্দ বৈষম্যের চোখে দেখতো। বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে একজন নেতার আবির্ভাব হয়। তার কর্মকান্ড তাকে জননেতায় পরিণত করে। পরবর্তীতে তাঁকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

ক. COP কী? ১
খ. ছয় দফাকে কেন বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের মামলার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মামলার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত মামলাই পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

ক. অপরাজেয় বাংলা কী? ১
খ. শিখা চিরন্তন কেন স্থাপন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাই পরবর্তীতে জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯।

১৬৭টি আসন (জাতীয় পরিষদ)
২৯৮ আসন (প্রাদেশিক পরিষদ)
৭৫.১০% ভোট (জাতীয় পরিষদ)
৭০.৪৮ ভোট (প্রাদেশিক পরিষদ)

ক. UNESCO কী? ১
খ. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কেন নির্মাণ করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের জন্য একটি লিখিত দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ দলিলে ছিল ১১টি ভাগ, একটি প্রস্তাবনা, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল। এটি সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।

ক. ইতিহাস কাকে বলে? ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়ের মাধ্যমেই বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১।

ক. গণহত্যা কাকে বলে? ১
খ. মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি আমাদের কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি বাঙালি জাতির জন্য নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত অধ্যায়– বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	N	৪	M	৫	K	৬	L	৭	N	৮	M	৯	K	১০	K	১১	N	১২	N	১৩	M	১৪	K	১৫	L
	১৬	L	১৭	N	১৮	L	১৯	N	২০	M	২১	M	২২	L	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	K	২৭	M	২৮	N	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আনজারা তার বাবার সাথে মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপিসহ বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখতে পায়। আনজারার বাবা বলেন যে, ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের মধ্যে প্রাপ্ত এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি।

ক. ঐতিহ্য কাকে বলে? ১

খ. ইতিহাস কীভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ২

গ. উদ্দীপকে আনজারা কোন ধরনের উপাদান দেখতে পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত উপাদানের মাধ্যমে কি একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

খ ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। ফলে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানার মাধ্যমে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এভাবেই ইতিহাস পাঠ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

গ উদ্দীপকের আনজারা অলিখিত উপাদান বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দেখতে পায়।

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সেসব বস্তু বা উপাদান হচ্ছে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক বা অলিখিত উপাদান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে আমরা সে সময়ের শাসকদের রাজত্বকাল, শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ধর্ম বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। এসব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে– মুদ্রা, লিপিমালা, শিলালিপি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের আনজারা তার বাবার সাথে মহাস্থানগড়ে বেড়াতে যায়। সেখানে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপিসহ বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখতে পায়। আনজারার বাবা বলেন, ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের মধ্যে প্রাপ্ত এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি। পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী শিলালিপি ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, আনজারার দেখা উপাদানগুলো হলো অলিখিত উপাদান।

ঘ উদ্দীপকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়।

ইতিহাস রচনায় লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান কিংবা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ একটি মাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত উপাদানের সাথে অলিখিত উপাদানের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

অলিখিত উপাদান যেমন– মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত, সমরাস্ত্র প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। অপরদিকে লিখিত উপাদানগুলোতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সমকালীন বা পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, পর্যটকদের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। এসব লিখিত বিবরণ ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য লিখিত ও অলিখিত উভয় ধরনের উপাদানের আবশ্যকতা রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, শুধু অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে কোনো একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য অলিখিত উপাদানের পাশাপাশি লিখিত উপাদানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২

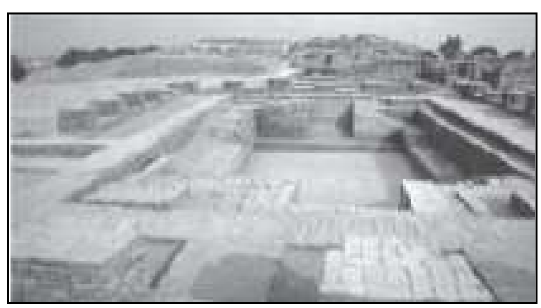

ক. পাথরের যুগ কাকে বলে? ১

খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে– উক্ত সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ক্ষেত্রে উক্ত সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম– বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে লক্ষ লক্ষ বছর সময়কাল আদিম মানুষ পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত সেই সময়কালকে পাথরের যুগ বলা হয়।

খ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।

প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। প্রায় সমস্ত মিশর নীলনদের পানি দিয়ে গঠিত এবং নীলনদের জলে উর্বর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়েছে। মিশরে শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে এ শুষ্ক মৌসুমে তারা নীলনদের পানি দিয়ে গম, ধান, যব, আখ, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিজ ফসল চাষ করে। এসব কারণে মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে সিন্ধু সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

ঘ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে উক্ত সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম– উক্তিটি যথার্থ।

সিন্ধুসভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। এ সভ্যতার অধিবাসীরা নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এক্ষেত্রে তাদের অবদান চিরস্মরণীয়।

সিন্ধুসভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন নগরে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারো নগরের স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিনায়তন', যা ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ নগরে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নির্দশন পাওয়া গেছে, যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী। হরপ্পাতে একটি বিরাট আকারের শস্যাগার পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যে শিল্পেও সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক ও কারিগরি দক্ষতা উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরে তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারীমূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল পাওয়া গেছে, যা সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ শিক্ষক ক্লাসে একটি প্রাচীন জনপদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইতিহাসে এই জনপদের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক. বরেন্দ্র জনপদ কাকে বলে? ১
খ. প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় জানা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন জনপদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত জনপদ থেকেই একটি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বরেন্দ্র উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। অনুমান করা হয়, পুণ্ড্রের একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রর অবস্থান ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল।

খ বাংলা অঞ্চলের বাসিন্দাদের অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার জন্য প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় জানা প্রয়োজন।

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো থেকে আমরা তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। যেহেতু এ জনপদগুলো ছিল আমাদের বর্তমান বাংলার প্রাচীন রূপ, তাই নিজেদের অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে আমাদের প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় জানা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকটি বঙ্গ জনপদকে নির্দেশ করে।

'বঙ্গ' অতি প্রাচীন জনপদ। বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বঙ্গ' জনপদটি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি 'বিক্রমপুর' আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে 'নাব্য' বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উদ্দীপকের শিক্ষক এমন একটি প্রাচীন জনপদ নিয়ে আলোচনা করেন, ইতিহাসে যে জনপদের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরে বঙ্গ জনপদের যে পরিচয় আলোচনা করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা হয়, উদ্দীপকে বঙ্গ জনপদকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উক্ত জনপদ অর্থাৎ বঙ্গ জনপদ থেকেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছিল"– উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। উদ্দীপকের শিক্ষকের আলোচিত জনপদটির মতো প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল। যা পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্তমানে বাঙালি নামের বিশাল জাতির সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় তাই বলা যায়, প্রশ্নের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অনিক প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক ছিলেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। সপ্তম শতকে বাঙলার ইতিহাসে তিনি একটি বিশিষ্ট নাম। তার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়।

ক. পাল যুগ কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে মাৎস্যন্যায়-এর অবসান হলো? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের শাসনকালকে 'পাল যুগ' বলে।

খ গোপালের সিংহাসনারোহণের মাধ্যমে মাৎস্যন্যায় এর অবসান ঘটে।

রাজা শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় প্রায় একশত বছর জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলে। দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলায় মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এ চরম দুঃখ-দুর্দশার বিশৃঙ্খলা অবসান ঘটানোর জন্য দেশের প্রাচীন নেতাগণ এদের পরস্পর বিবাদ ভুলে গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করেন। এভাবে তার সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে পাল বংশের রাজত্বের সূচনা হয় এবং মাৎস্যন্যায় এর অবসান ঘটে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে প্রাচীন বাংলার শাসক গৌড়রাজ শশাংকের মিল রয়েছে।

সামন্তরাজা শশাংক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে তার অধিকার স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। তিনি দণ্ডভুক্তি রাজ্য, উড়িষ্যার উৎকল ও কঙ্গোদ রাজ্য ও বিহারের মগধ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে তার রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের রাজা শশাংকের হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনি পশ্চিম সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের মৌখরি শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বারবার চেষ্টা করছিল তদুপরি সমসাময়িক সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাবকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরি রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে হলে কনৌজ থানেশ্বর জোট গড়ে ওঠে। এ জোটের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। শশাংক শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাকে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সর্বোপরি বলা যায়, সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম সার্বভৌম শাসক ছিলেন।

ঘ উক্ত শাসকই ছিলেন অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংক-ই গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক– উক্তিটি যথার্থ।

শশাংক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের একজন মহাসামন্ত। তিনি ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক। কারণ তার নেতৃত্বেই বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়ার মতো ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ হয়।

শশাংক ছিলেন স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাংক প্রথম থেকেই তার রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। গৌড়ে তার অধিকার স্থাপন করে তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উড়িষ্যার উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা), কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) এবং বিহারের মগধ রাজ্য জয় করেন। তার রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া কামরূপের (আসাম) রাজা ভাস্করবর্মণও শশাংকের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কনৌজ-থানেশ্বর জোট গঠনের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়লে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। যা তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞার ইঙ্গিতবহ। শশাংক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৫ আতিকা বই পড়ে জানতে পারেন একসময় এদেশের জনগণ বিদেশি শাসনের প্রতি এতই বিরূপ ছিল যে তারা বিদেশি কোনো পণ্য ক্রয় করা থেকেও বিরত থেকে ছিল। শুধু তাই নয়, এদেশের সর্বস্তরের জনগণ বিদেশি শিক্ষাও বর্জন করেছিল।

ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১

খ. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আতিকার বইপড়ে জানা বিষয়ে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।

খ বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হতো গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা। সাধারণ জনগণের এ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। গুপ্ত সংগঠনগুলোকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হতো। সব দল সব বিষয়ে জানতে পারত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়া সরকারের কঠোর দমননীতি ও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে বিপ্লবীরা নিরাশ্রয় এবং কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এসব কারণে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের আতিকার বই পড়ে জানা বিষয়ে আমার পাঠ্যবইয়ের আলোচিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি– বয়কট ও স্বদেশী। ক্রমে ক্রমে বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময়ে দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের আতিকা বই পড়ে জানতে পারে, একসময় এদেশের মানুষ বিদেশি শাসনের প্রতি এতই ঘৃণা প্রদর্শন করত যে, তারা বিদেশি পণ্যের পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষাও বর্জন করে। এ বিষয়টি উপরে আলোচিত স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আতিকার পড়া ঘটনায় ব্রিটিশ শাসনামলের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ ব্রিটিশ ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী– উক্তিটি যথার্থ।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কটের মধ্য দিয়ে এদেশে নতুন নতুন দেশীয় পণ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হয় ফলে এদেশীয় শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বিদেশি শিক্ষা বর্জনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে ওঠে। এ আন্দোলন শুধুমাত্র বিদেশি পণ্য ও শিক্ষা বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে পরবর্তীতে এক গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনগণের মধ্যে গণসচেতনতার জন্ম হয়। এ আন্দোলনেই উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ যুক্ত হওয়ার কারণে ছাত্রদের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই ছাত্রসমাজ রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। ভারতের পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে তাদের উপস্থিতির শুরু এখান থেকেই। পাশাপাশি বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। কবি সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক বিভিন্ন রচনা পত্রিকায় লিখতে থাকেন। বাংলার নারীসমাজও এ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে শুরু করে। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে। নানা ঘটনাক্রমে ক্রমশই এ তিক্ততা বাড়তে থাকে। সম্প্রীতির এ ভাঙন এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও জাতীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে, যা শেষ হয় ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের মাধ্যমে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় শুধু বিদেশি পণ্য ও শিক্ষা বর্জনের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▸ ০৬

ক. আগরতলা মামলার সরকারি নাম কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিগণ কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার সরকারি নাম "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য"।

খ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম– এ পাঁচটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় টালবাহানা করে তারিখ ঘোষণা বিলম্ব করে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

গ চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দ ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে রয়েছে সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর এবং রফিকউদ্দিন। তারা সকলেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। তাদের একসভায় ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় হঠাৎ করে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু ছাত্ররা তা মেনে নিতে পারেনি। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। সেদিন পুলিশের গুলিতে বরকত ও রফিক শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐ দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল শহিদ হন। ২২ ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হলে পুলিশের গুলিতে শফিউর শহিদ হন।

এ শহিদদের ছবিই উদ্দীপকে প্রদর্শিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিরা ভাষা আন্দোলনের সাথেই জড়িত ছিলেন।

ঘ "উক্ত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীতে বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছিল"– উক্তিটি ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রেরণা। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির

মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বা স্বাধীনতার বীজ বপন হয়। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল, তার অনুপ্রেরণাতেই বাঙালি প্রবল শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সবশেষে অর্জন করেছিল পরম আরাধ্য স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶ ০৭ একটি রাষ্ট্রের দুটি অংশ 'ক' ও 'খ'। 'ক' অংশের জনগণকে 'খ' অংশের শাসকবৃন্দ বৈষম্যের চোখে দেখতো। বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে একজন নেতার আবির্ভাব হয়। তার কর্মকাণ্ড তাকে জননেতায় পরিণত করে। পরবর্তীতে তাঁকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

ক. COP কী? ১

খ. ছয় দফাকে কেন বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের মামলার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মামলার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মামলাই পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল− বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক COP হলো ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের সম্মিলিত একটি জোট।

খ ছয় দফাতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাওয়া হয়। ছয় দফা প্রস্তাবে উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা আসে ছয় দফার ঐক্য থেকেই। তাই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মামলার সাথে আগরতলা মামলার সাদৃশ্য রয়েছে।

আগরতলা মামলাটি করা হয়েছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব বাংলার গণমানুষের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির অভিযোগে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনমানুষের সাথে অধিক সম্পৃক্ততা তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা পেশার, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙালি সদস্যদের যোগাযোগ হয়। একসময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন। এদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন এবং সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষের ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি রাষ্ট্রের দুটি অংশ 'ক' ও 'খ'। 'ক' অংশের জনগণকে 'খ' অংশের শাসকবৃন্দ বৈষম্যের চোখে দেখতো। বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে একজন নেতার আবির্ভাব হয়। তার কর্মকাণ্ড তাকে জননেতায় পরিণত করে। পরবর্তীতে তাঁকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক দ্বারা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উল্লিখিত ঘটনা অর্থাৎ আগরতলা মামলা পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল− উক্তিটি যথার্থ।

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে এই মামলা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা আদৌ সফল হয়নি; বরং এটি আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর উনসত্তরের গণআন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময় তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে। পুরো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ই মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ২২ শে মার্চ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করেন। তাতেও গণআন্দোলন থামানো যায়নি। ২৫ শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। আন্দোলনের এ সাফল্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রকাশ তুঙ্গে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. অপরাজেয় বাংলা কী? ১

খ. শিখা চিরন্তন কেন স্থাপন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাই পরবর্তীতে জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধ অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরাজেয় বাংলা একটি ভাস্কর্য, যা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য নির্মাণ করা হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগ্রত রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে এ স্থান থেকেই মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়। শিখা চিরন্তন মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগকে চির অম্লান করে রেখেছে।

গ উদ্দীপকের ছবিটি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ঘটনাকে নির্দেশ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় বাঙালি জাতির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে গেছে। ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে চারটি দাবি উপস্থান করেন। এগুলো হলো :

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার;
২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া;
৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং
৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটিতে দেখা যায়, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশাল এক জনসভায় ভাষণ প্রদান করছেন। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর উক্ত ভাষণটি বাঙালিল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৭ই মার্চের ভাষণকেই নির্দেশ করে।

ঘ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এদেশবাসীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বাঙালি জাতির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তার এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। ১০ই মার্চ সরকার এক সামরিক আইন জারি করে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে পাক-বাহিনী ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা পাকিস্তানিদের প্রতিহত শুরু করে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিক্ষকসহ সকল স্তরের জনগণ যুদ্ধে অংশ নেয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণই এদেশবাসীকে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯

১৬৭টি আসন (জাতীয় পরিষদ)
২৯৮ আসন (প্রাদেশিক পরিষদ)
৭৫.১০% ভোট (জাতীয় পরিষদ)
৭০.৪৮ ভোট (প্রাদেশিক পরিষদ)

ক. UNESCO কী? ১

খ. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কেন নির্মাণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNESCO হলো জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, যার পূর্ণরূপ 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.'

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক মানুষ শহিদ হন। তাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরোধিতার কারণে বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে পারেনি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া ছিল আইনসম্মত। কিন্তু, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করেন। তিনি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। আর এসব কারণেই বিজয়ী হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতায় বসতে পারেনি।

ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বাঙালি জাতি উক্ত নির্বাচনের জয়কে তাদের নেতৃত্বের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন আছে বলে ধরে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ জয় পায়। প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে বিজয়ের ফলে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ঠিক সে সময় উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর মতো ক্ষমতা ছেড়ে দিতে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। এ ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করে। ফলে শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি হয় এবং তা স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে উক্ত নির্বাচনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ১০ সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের জন্য একটি লিখিত দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ দলিলে ছিল ১১টি ভাগ, একটি প্রস্তাবনা, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল। এটি সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।

ক. ইতিহাস কাকে বলে? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের মাধ্যমেই বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণকে ইতিহাস বলে।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত তথ্যগুলোর সাথে পাঠ্যবইয়ে আলোচিত বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। এ সংবিধানের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তাদের কষ্ট দূর করা। এই সংবিধানে ছিল একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের নীতিমালায়ও ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৪টি তফসিল ছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথমভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় পরিষদ, ষষ্ঠ বিভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে, নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন এবং একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, সর্বোচ্চ আইন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি দ্বারা ১৯৭২ সালের সংবিধানকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ "উক্ত বিষয় তথা ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে"– উক্তিটি যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। দীর্ঘ ত্যাগ, সংগ্রাম আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষ এ সংবিধান লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশ পরিচালনার জন্য প্রণীত সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কেবল সংবিধানের অধীনে থেকে জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে। আবার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে যে চারটি বিষয়কে ধরা হয়েছে তার সবই ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চিয়তা দেওয়ার পাশাপাশি এগুলোকে অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়। এ লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়, যাতে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে একটি অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তোলা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিটি বিধান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। স্বল্পতম সময়ে এ সংবিধান প্রণীত হলেও এতে এদেশের জনগণের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে তাই বলা যায়, ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক. গণহত্যা কাকে বলে? ১

খ. মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি আমাদের কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি বাঙালি জাতির জন্য নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত অধ্যায়– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র বাঙালিজাতির উপরে বর্বর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞকেই গণহত্যা বলে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন ও বিদেশি রাষ্ট্রের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায়। শপথ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। এদিন আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি ঘেরাও করে সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য। সেখানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতির পিতার পরিবারের ওপর। ৮ বছরের শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি ঘাতকদের হাত থেকে। বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকদল। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

উদ্দীপকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুলিবিদ্ধ অবস্থার একটি ছবি চিত্রিত হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, চিত্রটি ১৫ই আগস্টে সংঘটিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভয়াবহ ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি অধ্যায়। যাকে বিপদগামী কিছু সেনাসদস্যের গুলিতে প্রাণ দিয়ে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। তার অবদান, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম চিরদিন বাঙালি জাতির মাঝে তাকে অমর করে রাখবে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের অধিকার আদায়ে, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে তিনি ১২ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে। তার বলিষ্ঠ আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাঙালি জাতির মুক্তির এই অগ্রদূতকে নির্মমভাবে হত্যা করে কিছু বাঙালি সেনা সদস্য।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড 153

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. "প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার সঠিক অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস।"–উক্তিটি কার?
ক) লিওপোল্ড ফন্ ব্যাংকে খ) হেরোডোটাস
গ) র‍্যাপসন ঘ) ড. জনসন

২. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ইতিহাস জানা প্রয়োজন কেন?
ক) পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে খ) জাতীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে
গ) জাতীয় পরিচয় ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে ঘ) পরবর্তী প্রজন্মকে জানাতে

৩. গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে ছিলেন?
ক) এসকাইলাস খ) সোফোক্লিস গ) প্লেটো ঘ) সক্রেটিস

৪. কোন সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা 'মাতৃতান্ত্রিক' ছিল?
ক) মিশরীয় খ) গ্রিক গ) সিন্ধু ঘ) রোমান

৫. বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন জনপদটির নাম ছিল–
ক) গৌড় খ) পুণ্ড্র গ) সমতট ঘ) বঙ্গ

৬. পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা নদী তীরে গড়ে ওঠার কারণ–
i. কৃষিকাজের সুবিধার্থে ii. পানির পর্যাপ্ততা iii. নদীর তীরের আর্দ্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মালিহা বাবার সাথে রাজশাহী বেড়াতে যায়। বাবা তাকে একটি ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়ে বলেন, এটি একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীনকালের ইতিহাসে এ অঞ্চলটি ছিল বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

৭. মালিহা বাবার সাথে কোন জনপদে বেড়াতে গিয়েছিল?
ক) হরিকেল খ) পুণ্ড্র গ) সমতট ঘ) গৌড়

৮. উক্ত জনপদটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ii. সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক জনপদ iii. পাথরে খোদিত লিপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর সীমানা পরিবর্তন হওয়ার কারণ কী?
উ শাসকদের ঐক্য ঋ ক্ষমতার দাপট
এ পারস্পরিক সুসম্পর্ক ঘ) বিদেশি শক্তির আক্রমণ

১০. বাংলা ও বিহারব্যাপী কোন পাল রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল?
ক) গোপাল খ) ধর্মপাল গ) দেবপাল ঘ) নারায়ণপাল

১১. বিরামপুর ও কল্যাণপুর গ্রামের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশদের সংস্কার রীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ–
i. ইংরেজি শিক্ষা চালু ii. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ iii. খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. দান সাগর গ্রন্থ রচনা করেন কে?
ক) বিজয় সেন খ) হেমন্ত সেন গ) বল্লাল সেন ঘ) লক্ষণ সেন

১৩. স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল করা হয় কত সালে?
ক) ১৮৫৮ খ) ১৮৬৩ গ) ১৮৬২ ঘ) ১৮৬৪

১৪. অখন্ড বাংলা প্রস্তাবটি ব্যর্থ হয় কেন?
ক) কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের সমর্থন
খ) মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতা
গ) পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে অবস্থান
ঘ) বাংলা ও পাঞ্জাব একত্রকরণের প্রস্তাব

১৫. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা কত?
ক) ১৪ জন খ) ১৫ জন গ) ১৬ জন ঘ) ১৭ জন

১৬. ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় কত সালে?
ক) ১৯৬২ খ) ১৯৬৬ গ) ১৯৬৮ ঘ) ১৯৬৯

১৭. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) খন্দকার মোশতাক আহমদ খ) তাজউদ্দিন আহমদ
গ) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৮. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টিতে নিচের কোন বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ?
ক) সাংস্কৃতিক মিল খ) লাহোর প্রস্তাব
গ) ছাত্রদের প্রতিবাদী মনোভাব ঘ) মুসলিম লীগের দুর্নীতি

১৯. 'অপরাজেয় বাংলা' এর মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা কত ফুট?
ক) ১২ খ) ১৪ গ) ১৬ ঘ) ২০

২০. জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য, এর কারণ হলো–
i. জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ii. রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা জড়িত
iii. ত্রিশ লাখ শহীদের জীবন উৎসর্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কোনটি?
ক) ধর্ম সংস্কার খ) বিজ্ঞান গ) আইন প্রণয়ন ঘ) অলিম্পিক খেলা

২২. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয় কেন?
ক) স্বাধীনতা অর্জন খ) প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ
গ) ব্যালটবিহীন ভোটদান ঘ) সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার

২৩. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
ক) হামিদুর রহমান খ) তানভীর করিম গ) মোস্তফা আলী ঘ) সৈয়দ আব্দুল্লা

২৪. ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার যে পরিকল্পনা গঠন করে, এর উদ্দেশ্য–
i. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ii. খাদ্য উৎপাদনে সম্পূর্ণতা অর্জন
iii. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৫. প্রথম পাচশালা পরিকল্পনা কেন গঠন করা হয়?
ক) সদ্য স্বাধীন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন খ) নতুন সরকার গঠন
গ) বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা বৃদ্ধি ঘ) প্রবৃদ্ধির হার অবনতি করা

২৬. মিশরকে নীল নদের দান বলার কারণ–
ক) নদীর পানি স্বল্পতা খ) পলিমাটি পড়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি
গ) নদীর তীরে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠা ঘ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের আধিক্য

☐ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বর্ষা গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে মহাস্থানগড় বেড়াতে যায়। সেখানে সে একটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। সে এ অঞ্চলের কিছু দৃশ্য ভিডিও করল।

২৭. বর্ষা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের দৃশ্য ভিডিও করল?
ক) হরিকেল খ) সমতট গ) পুণ্ড্র ঘ) বরেন্দ্র

২৮. উক্ত জনপদটির বর্তমান অবস্থান–
ক) বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালি খ) ফরিদপুর, সিলেট
গ) রাজশাহী, দিনাজপুর ঘ) কুমিল্লা, চট্টগ্রাম

২৯. চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন কে?
ক) সূর্যসেন খ) প্রীতিলতা গ) এ কে ফজলুল হক ঘ) সোহরাওয়ার্দী

৩০. যৌথ কমান্ড গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল–
i. মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করা ii. যৌথ আক্রমণে পাকিস্তানিদের পরাস্তকরণ
iii. স্বল্পতম সময়ে স্বাধীনতা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। শিলা ও সীমা দুই বোন। শিলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। জোসনা ও জননীর গল্প, অলাতচক্র, পদ্মানদীর মাঝি ও অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়রির মতো বইগুলো শিলার সংগ্রহে রয়েছে। অন্যদিকে সীমা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। সীমা পুরোনো মুদ্রা ও ছোট পাথরের মূর্তি সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং আগের মানুষের ব্যবহারকৃত বাসন ও পানপাত্র দেখার জন্য জাদুঘর পরিদর্শন করে।

ক. শ্রুতি কী? ১

খ. ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি কেন? ২

গ. শিলার সংগৃহীত বস্তুগুলো ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সীমার সংগৃহীত নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২।
চিত্র-১

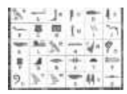
চিত্র-২

ক. পুরোপলীয় যুগ কাকে বলে? ১

খ. ইতিহাসে 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির' পরিচয় দাও। ২

গ. চিত্র-১ এ নির্দেশিত সভ্যতাটির স্থাপত্য শৈলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'মিশরীয় সভ্যতা ছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চিত্র-২ এর অগ্রদূত'–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। দৃশ্যকল্প-১ : রূপা নগর পরিকল্পনা বিভাগের ছাত্রী। সে জানতে পারে যে, আরব সাগরের তীরে একটি প্রাচীন জনবসতি ছিল। যা ছিল তাদের পরিবারের প্রধান। তারা যে স্থানগুলোতে বসবাস করতো সেগুলো ছিল সুবিন্যস্ত নগর।

দৃশ্যকল্প-২ : নাজিম গবেষণার কাজে উজানচর গ্রামে গিয়ে জানতে পারে যে, গ্রামের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এই গ্রামে প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার ছিল সমান। জীবনধারণের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে কেউ বঞ্চিত হতো না। আর নিয়মগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল।

ক. 'পেলেপনেসীয় লীগ' কী? ১

খ. স্পার্টানরা কেন সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে বেশি মনোযোগী ছিল? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ নির্দেশিত প্রাচীন যুগের সভ্যতাটির অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশিত বিষয়ের জন্যই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে রোমানরা চিরস্মরণীয়' মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৪।

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. ঐতিহাসিকদের মতানুসারে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল লেখ। ১

খ. বাঙালির চরিত্র গঠনে ঋতু বৈচিত্র্যের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানচিত্রটির 'ক' চিহ্নিত অংশটুকু প্রাচীন বাংলার কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানচিত্রটির 'খ' চিহ্নিত অংশের জনপদটি বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে'– উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৫। প্রথম দৃশ্য : নিজ নিজ প্রতিপত্তি নিয়ে খোরাসানের অভিজাত পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটতো। সংঘাত দূর করতে তারা তাদের মধ্য থেকে জন নামক একজন অভিজাতকে রাজা নির্বাচন করেন। এভাবে জনের রাজবংশের গোড়াপত্তন ঘটে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : পারিবারিক ব্যবসায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর ডেভিড অচল কারখানাগুলো আবার সচল করেন। বাজেয়াপ্ত সম্পদগুলো পুনরুদ্ধার করেন। কর্মীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা ও ন্যায্য বেতন নির্ধারণ করেন। তাদের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেন।

ক. প্রাচীন 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল? ১

খ. স্বাধীন বঙ্গারাজ্যের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রাচীন বাংলার কোন রাজার সাথে উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যের 'জন' এর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শুধু বিজেতা হিসেবেই নয় বরং জনদরদী হিসেবেও তিনি ছিলেন 'অনন্য' –দৃশ্য-২ এর আলোকে কোন পাল শাসকের ক্ষেত্রে উক্তিটি প্রযোজ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৬। **প্রথম দৃশ্য :** বিদেশি শাসক মি. এডাম 'ক' অঞ্চল দখল করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের কৃষকদের চাষের জমি ধনী ব্যক্তিদের মালিকানায় প্রদান করেন। তিনি শুধু নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের 'ক' অঞ্চলে বহির্বাণিজ্য করার সুযোগ দিতেন। তিনি রাজস্ব আদায় করতেন কঠোরভাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : শিক্ষা-দীক্ষা, অধিকার সচেতনতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল খিজিরপুর অঞ্চলের সুজানগর। ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় খিজিরপুরকে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ফলে সচেতনতামূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কী? ১

খ. রাওলাট আইন কীভাবে অসহযোগ আন্দোলন সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন কারণটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলায় ঘটে ছিল পূর্ব বাংলার কল্যাণে নয় বরং ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই? তোমার মতামত দাও। ৪

৭।

তথ্যচিত্র-১	তথ্যচিত্র-২
তমদ্দুন মজলিস	বাঙালি জাতির ঐক্যবন্ধের প্রথম প্রেরণা
সংগ্রাম পরিষদ গঠন	জাতীয়বাদের উন্মেষ
১৪৪ ধারা অমান্য	আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

ক. রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে কোন পুস্তিকাটি? ১

খ. মুসলিম লীগের সংস্কার পন্থী নেতারা মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন কেন? ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধর। ৩

ঘ. তথ্যচিত্র-২ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করে'– যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৮।
চিত্র : ক

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলকে কী বলে? ১

খ. পোড়ামাটি নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে প্রদত্ত মহান নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে উক্ত মহান নেতার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৯। ক ও খ প্রদেশ নিয়ে একটি দেশ গঠিত। ক প্রদেশ খ প্রদেশ থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। 'খ' প্রদেশের শাসকরা ক প্রদেশের জনগণকে শোষণ করে ও বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তাই ক প্রদেশের প্রিয় নেতা এক সম্মেলনে কিছু দাবি পেশ করে। কিন্তু অন্যান্য দলের নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করে ফলে উক্ত নেতা সম্মেলন বর্জন করেন ও সংবাদ মাধ্যমে দাবিগুলো প্রচার করেন।

ক. শরীফ কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে কোন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে? ১

খ. আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্য নিরসনে পূর্ব-বাংলায় প্রিয় নেতার উত্থাপিত দাবিগুলোর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত দাবিনামা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।
চিত্র-১

চিত্র-২

ক. বঙ্গ বন্ধুর ছয়দফাকে কী নামে আখ্যায়িত করেন? ১

খ. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কেন তৈরি করা হয়? ২

গ. চিত্র-১ ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'চিত্র-২ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে দলিলস্বরূপ'– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১।

ক	খ
রাষ্ট্র পরিচালনায় চারটি মূলনীতি	প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ
মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা	ড. মু. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন
এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা	১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. প্রথম পাচসালা পরিকল্পনা কেন গ্রহণ করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশে যে বিষয়টি নির্দেশ করে, সেটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' অংশে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নের ভিত রচনা করেছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	M	৩	L	৪	M	৫	K	৬	K	৭	L	৮	L	৯	L	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	L	১৫	K
	১৬	L	১৭	M	১৮	M	১৯	K	২০	N	২১	M	২২	L	২৩	K	২৪	N	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	M	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ শিলা ও সীমা দুই বোন। শিলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। জোসনা ও জননীর গল্প, অলাতচক্র, পদ্মানদীর মাঝি ও অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়রির মতো বইগুলো শিলার সংগ্রহে রয়েছে। অন্যদিকে সীমা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। সীমা পুরোনো মুদ্রা ও ছোট পাথরের মূর্তি সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং আগের মানুষের ব্যবহারকৃত বাসন ও পানপাত্র দেখার জন্য জাদুঘর পরিদর্শন করে।

ক. শ্রুতি কী? ১

খ. ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি কেন? ২

গ. শিলার সংগৃহীত বস্তুগুলো ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সীমার সংগৃহীত নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদ প্রথম দিকে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বিধায় একে শ্রুতি বলা হতো।

খ ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করার মাধ্যমে সচেতন করে তোলে। তাই ইতিহাস পাঠ করা সকলের জন্য প্রয়োজন।

ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। ফলে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানার মাধ্যমে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এ কারণেই সকলের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন।

গ শিলার সংগৃহীত বস্তুগুলো ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ও দেশি-বিদেশি উল্লেখযোগ্য অতীত ঘটনার বিবরণ। বিশ্বের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে যেমন– অর্থশাস্ত্র, তবকাত ই-নাসিরী, আইন-ই-আকবরী ইত্যাদি। এছাড়া সভ্যতার বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণের ওপর রচিত পুস্তকও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রয়েছে। এসব লিখিত উপাদানের মাধ্যমে আমরা সমকালীন অনেক তথ্য পেয়ে থাকি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তক ও ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের বিবরণের ওপর লিখিত বিভিন্ন বইও ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

উদ্দীপকের শিলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। তার সংগ্রহে জোসনা ও জননীর গল্প, অলাতচক্র, পদ্মা নদীর মাঝি ও অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়রির মতো বইগুলো রয়েছে। এসকল সাহিত্য ও বই ইতিহাসের লিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মে সমকালীন নানা তথ্য পাওয়া যায়, যা সঠিক ইতিহাস রচনায় ভূমিকা রাখে। এছাড়া নানা বইপত্র, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং-এর লেখায় তখনকার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, শিলার সংগৃহীত বস্তুগুলো ইতিহাসের লিখিত উপাদানের পর্যায়ভুক্ত।

ঘ "ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সীমার সংগৃহীত নিদর্শনগুলো তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম"– মন্তব্যটি যথার্থ।

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই সে বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান। যেমন– লিপিমালা, তাম্রমুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, পুঁথি প্রভৃতি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের আধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে।

নতুন নতুন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন: সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার। ঐ অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনে প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশে আড়াই হাজার বছর পূর্বেও নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক ধারণা। অদূর ভবিষ্যতে নতুন ভাবে লিখতে হবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তথা অলিখিত উপাদানের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০২

চিত্র-১

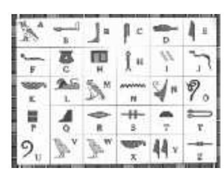

চিত্র-২

ক. পুরোপলীয় যুগ কাকে বলে? ১

খ. ইতিহাসে 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির' পরিচয় দাও। ২

গ. চিত্র-১ এ নির্দেশিত সভ্যতাটির স্থাপত্য শৈলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'মিশরীয় সভ্যতা ছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চিত্র-২ এর অগ্রদূত'–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরোপলীয় যুগ।

খ গ্রিকসভ্যতার একটি সংস্কৃতির নাম হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতি। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের চিত্র-১ এ একটি বৃহৎ স্নানাগারের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অংশ। স্থাপত্যশৈলীতে এ সভ্যতার অসামান্য অবদান রয়েছে।

সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই-তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যা ৮০ ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল।

ঘ 'মিশরীয় সভ্যতা ছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চিত্র-২ তথা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের অগ্রদূত'— মন্তব্যটি যথার্থ।

নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথমদিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এ লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের ওপর তারা লিখত। গ্রিকরা এ কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এ শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি হয়। এখানে উল্লেখ্য, নেপোলিয়ন মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফিক আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু শেষদিকে অতি অল্প সংখ্যক পুরোহিত তা পড়তে পারতেন। ১৮২২ সালে রসেটা প্রস্তর আবিষ্কার এবং পরবর্তী সময়ে থোমাস ইয়ং-এর গবেষণার ফলে হায়ারোগ্লিফিক লিপির প্রায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ দৃশ্যকল্প-১ : রূপা নগর পরিকল্পনা বিভাগের ছাত্রী। সে জানতে পারে যে, আরব সাগরের তীরে একটি প্রাচীন জনবসতি ছিল। যা ছিল তাদের পরিবারের প্রধান। তারা যে স্থানগুলোতে বসবাস করতো সেগুলো ছিল সুবিন্যস্ত নগর।

দৃশ্যকল্প-২ : নাজিম গবেষণার কাজে উজানচর গ্রামে গিয়ে জানতে পারে যে, গ্রামের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এই গ্রামে প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার ছিল সমান। জীবনধারণের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে কেউ বঞ্চিত হতো না। আর নিয়মগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল।

ক. 'পেলেপনেসীয় লীগ' কী? ১

খ. স্পার্টানরা কেন সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে বেশি মনোযোগী ছিল? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ নির্দেশিত প্রাচীন যুগের সভ্যতাটির অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশিত বিষয়ের জন্যই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে রোমানরা চিরস্মরণীয়' মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টা তাদের মিত্রদের নিয়ে যে জোট গঠন করে তার নাম ছিল 'পেলোপনেসীয় লীগ'।

খ স্পার্টানদের জীবন সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য নগররাষ্ট্র থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্যই তারা সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে বেশি মনোযোগী ছিল।

স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না। আর এসব কারণে স্পার্টানদের যোদ্ধা জাতি বলা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

সিন্ধুসভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাছাড়াও এর অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলঙ্কার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। তাদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ : রূপা নগর পরিকল্পনা বিভাগের ছাত্রী। সে জানতে পারে যে, আরব সাগরের তীরে একটি প্রাচীন জনবসতি ছিল। যা ছিল তাদের পরিবারের প্রধান। তারা যে স্থানগুলোতে বসবাস করতো সেগুলো ছিল সুবিন্যস্ত নগর যা সিন্ধু সভ্যতাকে নির্দেশ করে। আর উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উন্নত ছিল।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশিত বিষয় তথা আইন প্রণয়নের জন্যই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে রোমানরা চিরস্মরণীয়'— মন্তব্যটি যথার্থ। আধুনিক বিশ্ব আইনের ক্ষেত্রে আজও তাদের স্মরণ করে।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রাচীন আমলে প্রস্তুতকৃত রোমান আইনের নীতিমালা আজকের আধুনিক বিশ্বেও মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে। প্রাচীন রোমান সভ্যতায় আইন যেমন সবার জন্য সমান ছিল আজকের আধুনিক বিশ্বেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূলকথা হচ্ছে আইন সবার জন্য সমান। রোমান আইনে

মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো আজকের আধুনিক বিশ্বেও মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো সুশাসনের মূলকথা। আজকের বিশ্বে রোমান সভ্যতার মতো সবার জন্য আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক। যদি প্রাচীন রোমান সভ্যতার তৈরিকৃত এ আইন বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র অমান্য করে তাহলে সেখানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক বিশ্ব আইনের ক্ষেত্রে আজও রোমানদের অনুসরণ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৪

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. ঐতিহাসিকদের মতানুসারে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল লেখ। ১

খ. বাঙালির চরিত্র গঠনে ঋতু বৈচিত্র্যের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানচিত্রটির 'ক' চিহ্নিত অংশটুকু প্রাচীন বাংলার কোন জনপদকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানচিত্রটির 'খ' চিহ্নিত অংশের জনপদটি বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে'– উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

খ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় বলে বাংলার মানুষ সংগ্রামী। বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ভৌগোলিক পরিবেশ দেশবাসীকে কোমল আর শান্ত স্বভাবের করেছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে, তাই তারা হয়ে ওঠে সংগ্রামী।

গ মানচিত্রটির 'ক' চিহ্নিত অংশটুকু প্রাচীন বাংলার বঙ্গ জনপদকে নির্দেশ করছে।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

মানচিত্রের 'ক' অংশে পটুয়াখালী উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, পটুয়াখালী ছিল জলাভূমি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' চিহ্নিত অংশ প্রাচীন বঙ্গ জনপদকে নির্দেশ করছে।

ঘ মানচিত্রের 'খ' চিহ্নিত অংশটুকু প্রাচীন বাংলার সমতট জনপদকে নির্দেশ করছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে সমতট জনপদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি জনপদ হিসেবে সমতটের অবস্থান ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। সাত শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতি ছিল তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। এর নিদর্শনস্বরূপ অনেক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে; যেমন– আনন্দ বিহার বা শালবন বিহার, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এ সময়ে শালবন বিহার এশিয়ার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হতো। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনন্দ বিহারে এসেছিলেন। তখন বিহারে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। তাছাড়া এ জনপদ নদী বিধৌত হওয়ায় নৌবাণিজ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। যার কারণে এ জনপদের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ছিল সমৃদ্ধিশালী। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এ জনপদের মানুষ অন্যান্য জনপদ থেকে বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, সমতট জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ এবং এ জনপদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **প্রথম দৃশ্য :** নিজ নিজ প্রতিপত্তি নিয়ে খোরাসানের অভিজাত পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটতো। সংঘাত দূর করতে তারা তাদের মধ্য থেকে জন নামক একজন অভিজাতকে রাজা নির্বাচন করেন। এভাবে জনের রাজবংশের গোড়াপত্তন ঘটে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : পারিবারিক ব্যবসায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর ডেভিড অচল কারখানাগুলো আবার সচল করেন। বাজেয়াপ্ত সম্পদগুলো পুনরুদ্ধার করেন। কর্মীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা ও ন্যায্য বেতন নির্ধারণ করেন। তাদের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেন।

ক. প্রাচীন 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল? ১

খ. স্বাধীন বঙ্গারাজ্যের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রাচীন বাংলার কোন রাজার সাথে উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যের 'জন' এর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শুধু বিজেতা হিসেবেই নয় বরং জনদরদী হিসেবেও তিনি ছিলেন 'অনন্য' –দৃশ্য-২ এর আলোকে কোন পাল শাসকের ক্ষেত্রে উক্তিটি প্রযোজ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক গঙ্গা নদীর যে স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিত। এর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই গঙ্গারিডাই জাতি বাস করতো।

খ কোন সময়ে এবং কীভাবে শক্তিশালী স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতন হয়েছিল তা বলা যায় না।

ধারণা করা হয় দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তি বর্মনের হাতে স্বাধীন বঙ্গারাজ্যের পতন ঘটেছিল। আবার অনেকে মনে করে যে, স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান বঙ্গারাজ্যের পতনের কারণ। আবার সামন্ত রাজার উত্থানকেও স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতনের কারণ বলে মনে করা হয়।

গ প্রাচীন বাংলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের সাথে উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যের 'জন' এর মিল রয়েছে।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে, তারা পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণও এ মত সানন্দে গ্রহণ করে। এর ফলে গোপাল নামের এক ব্যক্তি রাজপদে নির্বাচিত হলেন। পরবর্তী শাসক ধর্মপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্রলিপি থেকে গোপালের এ নির্বাচনের কাহিনি পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিজ নিজ প্রতিপত্তি নিয়ে খোরাসানের অভিজাত পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটতো। সংঘাত দূর করতে তারা তাদের মধ্য থেকে জন নামক একজন অভিজাতকে রাজা নির্বাচন করেন। জনের শাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ার ঘটনা ও প্রেক্ষাপট প্রাচীন বাংলার পাল বংশের শাসক গোপালের শাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ার ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত জনের সাথে প্রাচীন বাংলার শাসক গোপাল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ 'শুধু বিজেতা হিসেবেই নয় বরং জনদরদী হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য'– দৃশ্য-২ এ ইঙ্গিতকৃত পাল শাসক প্রথম মহীপালের ক্ষেত্রে উক্তিটি প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি।

বিভিন্ন দুর্বল শাসকদের সময়ে পাল সাম্রাজ্য যখন ক্রমাবনতির দিকে, তখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল। তিনি কম্বোজদের বিতাড়িত করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যা উদ্দীপকে বর্ণিত ডেভিডের বাজেয়াপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এরপর প্রথম মহীপাল রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তাঁর সাম্রাজ্য বারাণসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তবে শুধু রাজ্য বিজয়ই নয় বরং জনকল্যাণকর কাজের প্রতিও তিনি মনোযোগী ছিলেন।

বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও মহীপালের নামের সাথে জড়িয়ে আছে। নগরগুলো হলো রংপুর জেলার মহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মহীসন্তোষ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী। দীঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি এবং মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগর দীঘি বিখ্যাত। এসব দীঘি খনন করার ফলে প্রজা সাধারণ বিনা খরচে বিশুদ্ধ পানি পেয়েছিল। মহীপাল মূলত তার গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি নালন্দায় বারাণসীতে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। এ সমস্ত জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তিনি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, তিনি পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করতে সক্ষম হন।

উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা প্রথম মহীপাল শুধু বিজেতা হিসেবেই নয়, বরং জনদরদী হিসেবেও ছিলেন অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **প্রথম দৃশ্য :** বিদেশি শাসক মি. এডাম 'ক' অঞ্চল দখল করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের কৃষকদের চাষের জমি ধনী ব্যক্তিদের মালিকানায় প্রদান করেন। তিনি শুধু নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের 'ক' অঞ্চলে বহির্বাণিজ্য করার সুযোগ দিতেন। তিনি রাজস্ব আদায় করতেন কঠোরভাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : শিক্ষা-দীক্ষা, অধিকার সচেতনতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল খিজিরপুর অঞ্চলের সুজানগর। ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় খিজিরপুরকে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ফলে সচেতনতামূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কী? ১

খ. রাওলাট আইন কীভাবে অসহযোগ আন্দোলন সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন কারণটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলায় ঘটে ছিল পূর্ব বাংলার কলাণে নয় বরং ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই? তোমার মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বত্ববিলোপ নীতি হলো ব্রিটিশ শাসক লর্ড ডালহৌসির প্রবর্তিত এমন এক নীতি যাতে দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না।

খ ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এ নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ড 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

গ উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক কারণটিকে নির্দেশ করছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের ওপর শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণ। ক্ষমতা দখলের আগেই তারা এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছিল। আর ক্ষমতা গ্রহণের পর ভূমি রাজস্ব নীতি প্রবর্তন করে কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে এখানে ছিয়াত্তর-এর মন্বন্তরের মতো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ অবস্থার শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, বিদেশী শাসক মি. এডাম 'ক' অঞ্চল দখল করে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের চাষের জমি ধনী ব্যক্তিদের মালিকানায় প্রদান করেন। এছাড়া তিনি শুধু নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের ঐ অঞ্চলে বহির্বাণিজ্য করার সুযোগ দিতেন এবং কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করতেন। উদ্দীপকে মি. এডামের এরূপ কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এদেশের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক কারণটিকে নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ণিত ঘটনাটি তথা বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটি পূর্ব বাংলার কল্যাণে নয় বরং ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ঘটেছিল।

লর্ড কার্জন শুধু শাসন সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছিল। বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হয়, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হয়। যা ইংরেজ শাসনের ভাগ কর ও শাসন কর নীতির প্রয়োগ মাত্র। এভাবেই লর্ড কার্জন বিভেদ ও শাসন নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এটি ছিল কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পিছনে প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক কারণ থাকলেও রাজনৈতিক কারণটিই ছিল মুখ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭

তথ্যচিত্র-১	তথ্যচিত্র-২
তমদ্দুন মজলিস	বাঙালি জাতির ঐক্যবন্ধের প্রথম প্রেরণা
সংগ্রাম পরিষদ গঠন	জাতীয়বাদের উন্মেষ
১৪৪ ধারা অমান্য	আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

ক. রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে কোন পুস্তিকাটি? ১

খ. মুসলিম লীগের সংস্কার পন্থী নেতারা মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন কেন? ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধর। ৩

ঘ. তথ্যচিত্র-২ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করে'— যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'।

খ ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এসময় দলটি। একটি ধারা ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিমপন্থী, অন্যটি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন-মওলানা আকরাম খাঁপন্থী। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক, সংস্কারপন্থী এবং দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ দোসর। ফলে এ অন্তর্কোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংস্কারপন্থী ধারার নেতাদের সবসময় কোণঠাসা এবং দমন করার চেষ্টা করত তাই মুসলিম লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা মুসলীম লীগ ত্যাগ করেন।

গ তথ্যচিত্র-১ এ পাকিস্তান শাসনামলে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল ছিল না। ফলে পাকিস্তান নামক এ নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ করতে থাকে। ছাত্ররা ২৬শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এবং ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে না না ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এসময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে জিন্নাহর কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

উদ্দীপকের তথ্য-১-এ তমদ্দুন মজলিশ, সংগ্রাম পরিষদ গঠন, ১৪৪ ধারা অমান্য প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এগুলো উপরে আলোচিত ভাষা আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ তথ্যচিত্র-২ এ উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের প্রাপ্তিগুলোই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। ভাষা আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ এর শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল এ দেশের সূর্য সন্তানরা। ভাষা আন্দোলন যে বীজমন্ত্র বপন করেছিল তা স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি বহুমুখী কোম্পানির ব্যবস্থাপক কামালসহ বেশিরভাগ কর্মকর্তা, কর্মচারী বাঙালি হলেও মালিক পক্ষ ছিল ইংরেজ। অফিসের এক অনুষ্ঠানে মালিকপক্ষ কামালকে ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে বললে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। যেমনিভাবে পাকিস্তানি শাসনামলে শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বাঙালিরা এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন শুরু করে।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল, তার অনুপ্রেরণাতেই বাঙালি প্রবল শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়, যা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮

চিত্র

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলকে কী বলে? ১

খ. পোড়ামাটি নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে প্রদত্ত মহান নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে উক্ত মহান নেতার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলকে সংবিধান বলে।

খ 'পোড়ামাটি নীতি' বলতে বুঝায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তার নিজ দেশের বিভিন্ন সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা, যেন শত্রুপক্ষ দেশ দখল করলেও ব্যবহারযোগ্য কোনো সম্পদ না পায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলার সব সম্পদ ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ মন্দির, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পোড়ামাটি নীতি অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের সকল সম্পদ ও মানুষকে ধ্বংস করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

গ চিত্রে প্রদত্ত মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিছু বিপথগামী ও বিশ্বাসঘাতক সেনাসদস্য মিলে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। এদিন আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি ঘেরাও করে সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য। সেখানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতির পিতার পরিবারের ওপর। ৮ বছরের শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি ঘাতকদের হাত থেকে। বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকদল। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই হত্যাকাণ্ডটি মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে উক্ত মহান নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভুটান ও ভারত ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের এই শূন্যতা পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সব আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। এই একই চেষ্টাটি করা হয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত দৃশ্যপট-২ এ।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর বৈদেশিক কূটনীতি ও সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়া বিশ্ববাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ক ও খ প্রদেশ নিয়ে একটি দেশ গঠিত। ক প্রদেশ খ প্রদেশ থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। 'খ' প্রদেশের শাসকরা ক প্রদেশের জনগণকে শোষণ করে ও বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তাই ক প্রদেশের প্রিয় নেতা এক সম্মেলনে কিছু দাবি পেশ করে। কিন্তু অন্যান্য দলের নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করে ফলে উক্ত নেতা সম্মেলন বর্জন করেন ও সংবাদ মাধ্যমে দাবিগুলো প্রচার করেন।

ক. শরীফ কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে কোন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে? ১

খ. আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্য নিরসনে পূর্ব-বাংলায় প্রিয় নেতার উত্থাপিত দাবিগুলোর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত দাবিনামা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরীফ কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন এর সূত্রপাত ঘটে।

খ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ছিল চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা।

নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল– (১) ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ। এ পরিষদগুলোতে নির্ধারিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার ছিল। জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা ছাড়া কোনো দায়িত্ব ছিল না। বিডি মেম্বার ছিল প্রকৃত নির্বাচক। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় এ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যের মিল রয়েছে। এ বৈষম্য নিরসনে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইনসভা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে দাবি জানানো হয়।

ঘ 'উক্ত দাবিনামা তথা ছয় দফা দাবি পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে'– বক্তব্যটি যথার্থ।

১৯৬৬ সালের ১৮–২০শে মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এতে আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে বাঙালিদের ছয় দফা দাবি দমিয়ে রাখার জন্য ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেন। ছয় দফার প্রবর্তক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করলে প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এসময়ে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। তবুও বাঙালিদেরকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান। তাই ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার প্রতিবাদে বাংলার ছাত্রজনতা ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটান। ফলে সরকার মামলা প্রত্যাহারসহ সকল আসামিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও ছয় দফা কর্মসূচি ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও সরকার গঠন করতে না পারায় দেশব্যাপী ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিই পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

প্রশ্ন ▸ ১০

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে কী নামে আখ্যায়িত করেন? ১

খ. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কেন তৈরি করা হয়? ২

গ. চিত্র-১ ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'চিত্র-২ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে দলিলস্বরূপ'– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গা বন্ধুর ছয়দফাকে 'আমাদের বাচার দাবি' নামে আখ্যায়িত।

খ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অগণিত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয়ের দুই দিন পূর্বে ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। তাদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এর স্থপতি ছিলেন মোস্তফা আলী কুদ্দুস। ১৯৭২ সালে এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

গ চিত্র-১ ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান নির্দেশ করছে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণঅভ্যুত্থানের দিকে রূপ নিতে থাকে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এরপর থেকে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন এবং নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

ঘ চিত্র-২ এ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে এটি একটি দলিল স্বরূপ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

উদ্দীপকের চিত্র-২ এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে। এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। ত্রিশ লক্ষ শহিদ, কয়েক লক্ষ মা-বোনের সীমাহীন কষ্ট, নিপীড়ন আর ত্যাগের বিনিময়ে এই মহান স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদ্বয়ে দলিল স্বরূপ। কেননা দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর এ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক	খ
রাষ্ট্র পরিচালনায় চারটি মূলনীতি	প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ
মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা	ড. মু. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন
এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা	১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কেন গ্রহণ করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশে যে বিষয়টি নির্দেশ করে, সেটি প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' অংশে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নের ভিত রচনা করেছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়।

খ সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা করা হয়।

নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% এ উন্নীতকরণ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে এ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' অংশে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র কাজ। এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। গণপরিষদে ড. কামাল হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ই অক্টোবরের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কাজ শেষ করে। ১৯শে অক্টোবর থেকে সংবিধান বিল সম্পর্কে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের 'খ' অংশে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই স্বাধীন বাংলা দেশের শিক্ষার উন্নয়নের ভিত রচনা করেছিল বলে আমি মনে করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে চারটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এটি নাগরিকের সকল ধরনের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এছাড়া এই সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র এবং এখানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কথা বলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের 'ক' অংশের বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, এটি বাংলাদেশের সংবিধানকেই নির্দেশ করে। বাংলাদেশের এ সংবিধান রচনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি রয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেন এর মধ্যে শিক্ষাখাত ব্যাপক গুরুত্ব পায়। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনঃনির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর ফলে এসব স্কুলে কর্মরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার শিক্ষকের চাকরিও সরকারি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।

উদ্দীপকের অনুরূপ সংস্কারমূলক কার্যক্রম দেখা যায় উপরে আলোচিত স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'খ' অংশে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 1 5 3

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন–**
ক মহাস্থানগড় খ পাহাড়পুর গ ময়নামতি ঘ উয়ারী-বটেশ্বর

২. **ইবনে বতুতা কোন দেশের পরিব্রাজক?**
ক আফ্রিকান খ ভারত গ ইতালি ঘ চীন

৩. **ফারহানা 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' নামক বইটি পড়ছিল, সে কোন ধরনের ইতিহাস পড়ছিল?**
ক আঞ্চলিক খ জাতীয় গ সামাজিক ঘ সাংস্কৃতিক

৪. **মেডিকেলের ছাত্র শরীফ মৃতদেহ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে পড়তে গিয়ে একটি সভ্যতার অবদানকে স্মরণ করেছিল। সভ্যতাটি ছিল–**
ক মিশরীয় খ গ্রিক গ সিন্ধু ঘ রোমান

৫. **মিশরীয় সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয় কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে?**
ক ৫২০ খ ৫২৫ গ ৫৩০ ঘ ৫৩৫

☐ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

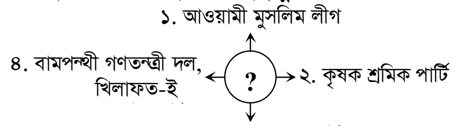

৬. **'?' চিহ্নিত স্থানটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করছে?**
ক '৫২র ভাষা আন্দোলন খ '৫৪র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
গ '৬২র শিক্ষা আন্দোলন ঘ '৭৩র জাতীয় নির্বাচন

৭. **উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটে–**
i. বাঙালির সম্মিলিত প্রতিবাদ ii. বাঙালি কর্তৃক মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান
iii. পূর্ব বাংলায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. **তমদ্দুন মজলিশ কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?**
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ অধ্যাপক নুরুল হক ভূঞা ঘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৯. **সক্রেটিসের দর্শনের প্রধান বিষয় ছিল–**
ক নাগরিকদের শিক্ষা খ নাগরিকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
গ নাগরিকদের সততা ঘ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

১০. **প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের কোন অঞ্চলটির নাম পাওয়া যায়?**
ক বিক্রমপুর খ কর্ণসুবর্ণ গ মুর্শিদাবাদ ঘ দিনাজপুর

১১. **নিচের প্রাচীন কোন জনপদটি একটি জাতির নামের সাথে জড়িত?**
ক গৌড় খ সমতট গ পুণ্ড্র ঘ বরেন্দ্র

১২. **গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?**
ক পুণ্ড্রনগর খ মুর্শিদাবাদ গ হুগলী ঘ সমতট

১৩. **গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উত্তর ভারতে–**
ক অর্থনৈতিক উন্নতি হয় খ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়
গ সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ঘ ঐক্য বৃদ্ধি পায়

☐ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

১৪. **উদ্দীপকের চিত্রটি কোন সভ্যতার নিদর্শন?**
ক গ্রিক সভ্যতা খ সিন্ধু সভ্যতা গ মিশরীয় সভ্যতা ঘ রোমান সভ্যতা

১৫. **উক্ত চিত্রের শিল্পটি তারা যে কাজে ব্যবহার করত–**
i. ধর্মীয় ii. ব্যবসায়িক iii. শিক্ষার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কর্নেল রতন এক বক্তৃতায় বলেন, তিনি যখন ১৯৬৪ সালে চাকরি শুরু করেন, তখন তাঁর চাকরির ক্ষেত্রে ৯৫% নিয়োগ দেওয়া হতো পাঞ্জাব ও পাঠান থেকে।

১৬. **উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের কোন ধরনের বৈষম্য ফুটে উঠেছে?**
ক রাজনৈতিক খ প্রশাসনিক গ সামরিক ঘ অর্থনৈতিক

১৭. **উক্ত বৈষম্যের কারণ–**
i. কোটা পদ্ধতি ii. বাজেট বরাদ্দে পার্থক্য iii. বাঙালিদের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. **প্রাচীন বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি বিভাগে নিযুক্ত থাকত একজন–**
ক রাজা খ মন্ত্রী গ অধ্যক্ষ ঘ অমাত্য

১৯. **চন্দ্র বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?**
ক লডহচন্দ্র খ কল্যাণ চন্দ্র গ গোবিন্দ চন্দ্র ঘ শ্রীচন্দ্র

২০. **স্বদেশি আন্দোলনে কবি সাহিত্যিকরা যুক্ত হন–**
i. জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য
ii. জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম বিকাশের জন্য
iii. নারীসমাজকে দেশের কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **যুক্তফ্রন্ট গঠন করার উদ্দেশ্য কী ছিল?**
ক সংবিধান রচনা করা খ ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করা
গ মুসলিম লীগকে পরাজিত করা ঘ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা

২২. **বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল–**
ক বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা
খ বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা
গ হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরানো
ঘ কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া

২৩. **বাংলাদেশে গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়েছিল কেন?**
ক সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য খ মুজিবনগর সরকার গঠনের জন্য
গ যুদ্ধ পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনের জন্য ঘ সংবিধান রচনার জন্য

২৪. **আইনগত কাঠামো আদেশে পাকিস্তানের কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়?**
ক এক কেন্দ্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয় গ সামরিক ঘ রাজতান্ত্রিক

২৫. **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কোনটি?**
ক আইনসভা কর্তৃক তৈরি আইন খ নৈতিক জ্ঞান
গ সামাজিক আইন ঘ সংবিধান

২৬. **ভেঙে পড়া প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে সাজাতে যে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়? তার উদ্দেশ্য ছিল–**
i. খাদ্য আমদানি রোধকরণ ii. জীবনমান উন্নয়ন
iii. পর্যায়ক্রমে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের মেয়াদকাল–**
ক তিন বছর ছয় মাস তিন দিন খ তিন বছর সাত মাস তিন দিন
গ তিন বছর আট মাস তিন দিন ঘ তিন বছর নয় মাস তিন দিন

২৮. **স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে প্রথম বিমান যোগাযোগ চালু হয়–**
ক ঢাকা-লন্ডন রুটে খ ঢাকা-ভারত রুটে
গ ঢাকা-সৌদি আরব রুটে ঘ ঢাকা-ভুটান রুটে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জামাল ২য় বিশ্বযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে দেখল এক শাসকের নির্দেশক্রমেই প্রায় ষাট লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

২৯. **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উক্ত শাসকের চরিত্রের সাথে কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?**
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো খ আইয়ুব খান
গ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘ খাজা নাজিম উদ্দিন

৩০. **স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উক্ত নেতার সমর্থনকারী ছিল–**
i. পাকিস্তান পিপলস পার্টি ii. কাউন্সিল মুসলিম লীগ iii. মুসলিম লীগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 5 3

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহরিমা শীতকালীন ছুটিতে বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতি যাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুরনো অলংকার, ইমারত ইত্যাদি দেখতে পায়।
ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১
খ. ইতিহাসের স্বরূপ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তাহরিমার জাদুঘরে দেখা উপাদানগুলো ইতিহাসের কোন উপাদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে তাহরিমার দেখা উপাদানগুলোই কি ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২। সিলেটের অধিবাসী রানা রাজশাহী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে ঐ অঞ্চলের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। অনেক বছর পূর্ব থেকেই ঐ এলাকা মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাদের পরিমাপ পদ্ধতি, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতুর অলংকার ব্যবহার ও তৈরিতে দক্ষতা ছিল। শহরের স্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট, প্রশস্ত রাস্তাঘাট দেখে সে মুগ্ধ হয়।
ক. মহাকবি হোমার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? ১
খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রানার দেখা অঞ্চলের জীবনব্যবস্থার সাথে ইতিহাসের প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা যে সভ্যতাকে নির্দেশ করে সেই সভ্যতা "স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

পূর্ব	এড্রিয়া সমুদ্র বন্দর
পশ্চিম	এটুস্কান সাগর ও ভূমধ্যসাগর
উত্তর	আল্পস্-পর্বতমালা
দক্ষিণ	ভূমধ্যসাগর

ক. কলোসিয়াম কী? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যছকটির সঙ্গে প্রাচীন কোন সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানের মিল পাওয়া যায়? বিবরণ দাও। ৩
ঘ. বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে উক্ত সভ্যতাই কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল? মতামত দাও। ৪

৪।

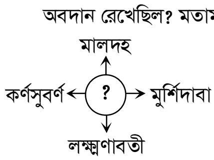

তথ্যচিত্র-১

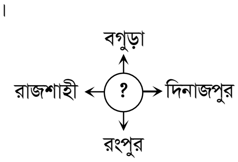

তথ্যচিত্র-২

ক. সমতট জনপদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. ভৌগোলিক পরিবেশ জনজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যচিত্র-১ এর (?) স্থান যে জনপদকে ইঙ্গিত করে– উক্ত জনপদের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "তথ্যচিত্র-২ এর (?) স্থানের জনপদটিই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। "ক" রাজ্যে দীর্ঘদিন যোগ্য শাসক না থাকায় তাঁর অধীনস্তদের মধ্যে ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অধীনস্ত ভূ-স্বামীরা তাদের মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী অঞ্চল ভাগাভাগি করে স্বেচ্ছামত শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকে। প্রায় শত বছর যাবৎ এ রকম অরাজকতা চলাকালীন সময়ে একজন দক্ষ শাসক ক্ষমতা দখল করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ঐ সফল শাসকের বংশধরগণ বহু বছর রাজ্য শাসন করেন।
ক. শশাংক কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন? ১
খ. "গঙ্গারিডই" রাজ্যটির অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণনা ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের নির্দেশিত রাজবংশের ধর্মপালই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৬। 'খ' একজন দক্ষ শাসক, সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তি। তিনি পিতা ও পিতামহের মতো সুদক্ষ যোদ্ধা, শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পারদর্শী। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যবিস্তার ছাড়াও তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সময় অনেক কবির কাব্য প্রকাশিত হয়।
ক. বর্মদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. "প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংক গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "খ" শাসকের সাথে ইতিহাসের কোন সেন শাসকের মিল পাওয়া যায়? উক্ত শাসকের রাজ্যবিস্তার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "উক্ত শাসকের পিতা সাহিত্যে অনেক অবদান রেখেছেন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

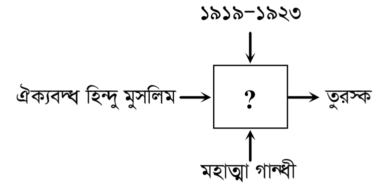

ক. বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন কে? ১
খ. বয়কট আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছকের "?" চিহ্নিত স্থানে কোন কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনগুলোর সম্মিলিত রূপই কি ১৯২১–'২২ সালের সর্বভারতীয় গণআন্দোলন? মতামত দাও। ৪

৮।

ক. কতসালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি যে আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের চিত্রটি-ই ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিচ্ছবি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

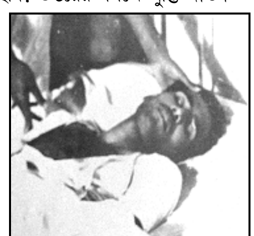
পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১
খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে উক্ত আন্দোলনের কোনো প্রভাব আছে কি? মতামত দাও। ৪

১০।

ক. শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয় কত সালে? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১। সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম যে কাজটি উল্লেখযোগ্য তা হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল। যে আইনটি রচনা করতে "ক" দেশের সময় লেগেছিল দুই বছর, "খ" দেশের নয় বছর। অপরপক্ষে মাত্র নয় মাসে রচিত হয় "গ" দেশের সর্বোচ্চ দলিল।
ক. কত তারিখে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকর হয়? ১
খ. ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের "গ" দেশের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত দলিলটি দেশ পরিচালনায় অপরিহার্য"– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	K	৪	K	৫	L	৬	L	৭	N	৮	L	৯	M	১০	K	১১	M	১২	K	১৩	L	১৪	L	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	M	১৯	M	২০	K	২১	M	২২	N	২৩	N	২৪	L	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	K	২৯	M	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহরিমা শীতকালীন ছুটিতে বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতি যাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুরনো অলংকার, ইমারত ইত্যাদি দেখতে পায়।

ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১

খ. ইতিহাসের স্বরূপ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহরিমার জাদুঘরে দেখা উপাদানগুলো ইতিহাসের কোন উপাদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তাহরিমার দেখা উপাদানগুলোই কি ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে।

খ জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য শাখা হিসেবে ইতিহাস যেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তা ইতিহাসের স্বরূপ বা প্রকৃতি হিসেবে পরিচিত। যেমন– সত্যনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে অতীতের পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাসের তথ্যনির্ভর একটি সমৃদ্ধ শাখা ইতিহাস। যা তাকে অন্যান্য সকল শাখা থেকে স্বকীয়তা প্রদানের মাধ্যমে, তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে তাকে জ্ঞান অর্জনের একটি স্বতন্ত্র শাখার মর্যাদা দান করেছে।

গ উদ্দীপকের তাহরিমার জাদুঘরে দেখা জিনিসগুলো ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক বা অলিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যধিক।

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই সে বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান। যেমন– লিপিমালা, তাম্রমুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, পুঁথি প্রভৃতি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের আধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, তাহরিমা কুমিল্লার ময়নামতি যাদুঘর পরিদর্শনে গিয়ে মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুরনো অলংকার, ইমারত ইত্যাদি দেখতে পায়। তাহরিমার দেখা এ জিনিসগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু বলা যায়, তাহরিমার জাদুঘরে দেখা উপাদানগুলোর সাথে ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে তাহরিমার দেখা উপাদানগুলোই ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

লিখিত ও অলিখিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে। লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, নথিপত্র, জীবনী, দলিলপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, অলিখিত উপাদান মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ, মুদ্রা, লিপি, ইমারত ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এসব উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ ও সমাজের ইতিহাস জানা সম্ভব। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মানবজীবনের অতীত অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের উভয় উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু লিখিত উপাদান কিংবা অলিখিত উপাদান দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা একটিমাত্র উপাদান ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না। একজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়সাধন করে সঠিক ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস কল্পনাবিলাসী কোনো ভাবের বস্তু নয়। এতে আবেগ প্রাধান্য পায় না। তাই ইতিহাসের উৎস হতে হবে যথার্থ ও বাস্তবধর্মী। আর এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সমন্বয়সাধন আবশ্যক।

সুতরাং উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, শুধু অলিখিত উপাদানের মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য অলিখিত উপাদানের পাশাপাশি লিখিত উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২ সিলেটের অধিবাসী রানা রাজশাহী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে ঐ অঞ্চলের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। অনেক বছর পূর্ব থেকেই ঐ এলাকা মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাদের পরিমাপ পদ্ধতি, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতুর অলংকার ব্যবহার ও তৈরিতে দক্ষতা ছিল। শহরের স্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট, প্রশস্ত রাস্তাঘাট দেখে সে মুগ্ধ হয়।

ক. মহাকবি হোমার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? ১

খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রানার দেখা অঞ্চলের জীবনব্যবস্থার সাথে ইতিহাসের প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা যে সভ্যতাকে নির্দেশ করে সেই সভ্যতা "স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকবি হোমার গ্রিসের অধিবাসী।

খ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো।

প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। প্রায় সমস্ত মিশর নীলনদের পানি দিয়ে গঠিত এবং নীলনদের জলে উর্বর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়েছে। মিশরে শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে এ শুষ্ক মৌসুমে তারা নীলনদের পানি দিয়ে গম, ধান, যব, আখ, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিজ ফসল চাষ করে। এসব কারণে মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রানার দেখা অঞ্চলের জীবন ব্যবস্থার সাথে ইতিহাসের সিন্ধু সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবন্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী, সিলেটের অধিবাসী রানা রাজশাহীতে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারে রাজশাহী এলাকার অর্থনীতি মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া রানা রাজশাহী অঞ্চলের জনগণের পরিমাপ পদ্ধতি, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতুর অলংকার ব্যবহার ও তৈরির দক্ষতা সম্পর্কেও জানতে পারে। এ শহরের স্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট, প্রশস্ত রাস্তাঘাট সাথে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জীবন ব্যবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সিন্ধু সভ্যতা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে সিন্ধু সভ্যতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হলেও তারা তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প ও ধাতুর অলংকার তৈরিতে দক্ষ ছিল। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই উন্নতমানের। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধুসভ্যতার বিস্তৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ সভ্যতা শুধু সিন্ধু অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকে সিন্ধু সভ্যতার শুধু হরপ্পার বৃহৎ স্নানাগার-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে।

মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যা ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যশিল্পেও সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীদের দক্ষতা ছিল। এ যুগে মোট **১৩**টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরে তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারীমূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

পূর্ব	এড্রিয়া সমুদ্র বন্দর
পশ্চিম	এট্রুস্কান সাগর ও ভূমধ্যসাগর
উত্তর	আল্পস্-পর্বতমালা
দক্ষিণ	ভূমধ্যসাগর

ক. কলোসিয়াম কী? ১

খ. সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যছকটির সংঙ্গে প্রাচীন কোন সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানের মিল পাওয়া যায়? বিবরণ দাও। ৩

ঘ. বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে উক্ত সভ্যতাই কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কলোসিয়াম একটি নাট্যশালা, যা ৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টিট্যাস কর্তৃক নির্মিত হয়। এই নাট্যশালায় একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারে।

খ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্রযুগের নিদর্শন। এভাবেই সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যছকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমান সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানের মিল রয়েছে।

ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগর অবস্থিত। এটি ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিকে আল্পস্ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার মাঝখানে আড্রিয়াটিক সাগর। আড্রিয়াটিক সাগর তীরে ইতালির উত্তর-পূর্ব অংশে প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া গড়ে উঠেছিল । ইতালির পশ্চিমাংশেও ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। সাগরের এ অংশকে প্রাচীনকালে বলা হতো এট্রুস্কান সাগর। কৃষি বিকাশের সুযোগ ছিল বলে প্রাচীন রোম কৃষিনির্ভর দেশ ছিল ।

উদ্দীপকের তথ্যছকটিতে নির্দেশিত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে পূর্বে এড্রিয়া সমুদ্রবন্দর, পশ্চিমে এট্রুস্কান সাগর ও ভূমধ্যসাগর, উত্তরে আল্পস পবর্তমালা এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা রোমান সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানের অনুরূপ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্যছকের সাথে প্রাচীন রোমান সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে উক্ত সভ্যতা তথা রোমান সভ্যতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে রোমান সভ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা উদ্দীপকের তথ্যছকের সাথে রোমান সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে। রোমান সভ্যতার অধিবাসীরা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণের দেখার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. বেসামরিক আইন– এই আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ২. জনগণের আইন-এই আইন সব নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টি এই আইনে ছিল। ৩. প্রাকৃতিক আইন-এ আইনে মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীনকালে রোমানরা আইন প্রণয়নে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার প্রভাব আধুনিক সমাজের আইন প্রণয়নে লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৪

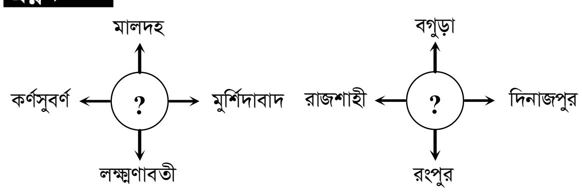

তথ্যচিত্র-১ তথ্যচিত্র-২

ক. সমতট জনপদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. ভৌগোলিক পরিবেশ জনজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এর (?) স্থান যে জনপদকে ইঙ্গিত করে– উক্ত জনপদের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. "তথ্যচিত্র-২ এর (?) স্থানের জনপদটিই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমতট জনপদের রাজধানী ছিল বড় কামতা।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে অঞ্চলের জলবায়ু বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। আর এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও আচার-আচরণে পরিলক্ষিত হয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আবহাওয়া, জলবায়ু বা ঋতুবৈচিত্র্যের কারণেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস অথবা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে সংগ্রামী। জলবায়ুর তারতম্যের কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা সুতি ও পাতলা কাপড় পরিধান করে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা মোটা কাপড় পরিধান করে। তাই একটি অঞ্চলের জলবায়ু উক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনাচরণে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে ।

গ তথ্যচিত্র–১ এর '?' চিহ্নিত স্থানটি আমার পাঠ্যবইয়ের গৌড় জনপদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে গৌড় রাজ্য বলে একটি স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়। সপ্তম শতকে শশাংককে গৌড়রাজ বলা হতো। এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল এর অবস্থান। বাংলায় তুর্কি ও পারসিক মুসলমানদের আক্রমণের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো।

তথ্যচিত্র-১ এ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, লক্ষণাবতী ও কর্ণসুবর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানগুলো গৌড় জনপদের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, তথ্যচিত্র-১ এর (?) স্থান গৌড় জনপদকে নির্দেশ করছে, যার বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যচিত্র-২ এর '?' স্থানটিতে পুণ্ড্র জনপদের নাম বসবে। পুণ্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুণ্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র-২ এ উল্লিখিত বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ "ক" রাজ্যে দীর্ঘদিন যোগ্য শাসক না থাকায় তাঁর অধীনস্তদের মধ্যে ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অধীনস্ত ভূ-স্বামীরা তাদের মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী অঞ্চল ভাগাভাগি করে স্বেচ্ছামত শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকে। প্রায় শত বছর যাবৎ এ রকম অরাজকতা চলাকালীন সময়ে একজন দক্ষ শাসক ক্ষমতা দখল করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ঐ সফল শাসকের বংশধরগণ বহু বছর রাজ্য শাসন করেন।

ক. শশাংক কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন? ১

খ. "গঙ্গারিডই" রাজ্যটির অবস্থান বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনা ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের নির্দেশিত রাজবংশের ধর্মপালই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন।

খ গঙ্গারিডই হলো প্রাচীন বাংলার একটি জনপদের নাম। গ্রিক লেখকদের কথায় তখন বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিতি– এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান ছিল।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা ইতিহাসের মাৎস্যন্যায় ও পাল রাজত্বের উত্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয়শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্ম পালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে।

'মাৎস্যন্যায়' হলো পুকুরের বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো পরিস্থিতি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা। দীর্ঘ একশ বছরব্যাপী বাংলায় এ অবস্থা চলতে থাকে। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাদের সম্মতিতে গোপাল নামের এক ব্যক্তি রাজপদে আসীন হন এবং তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। গোপালের শাসনের মাধ্যমে বাংলায় পাল বংশের উত্থান ঘটে এবং পাল রাজারা দীর্ঘদিন বাংলা শাসন করেন।

উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী, দীর্ঘদিন যোগ্য শাসকের অভাবে 'ক' রাজ্যে ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ভূ-স্বামীরা তাদের মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী অঞ্চল ভাগাভাগি করে ইচ্ছামতো শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। প্রায় একশ বছর যাবৎ এ রকম অরাজকতাচলাকালীন একজন দক্ষ শাসক ক্ষমতা দখল করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ঐ সকল শাসকের বংশধরগণ বহু বছর রাজ্য শাসন করেন। উদ্দীপকের এসব তথ্য ইতিহাসের মাৎস্যন্যায় ও পাল রাজত্বের উত্থানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজবংশের অর্থাৎ পাল বংশের মধ্যে ধর্মপালই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক– উক্তিটি যথার্থ।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও এর প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপালের অবদান সর্বাধিক। বাংলা ও বিহারে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশ ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজর মধ্যে। যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও ধর্মপাল বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন।

পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপাল এক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। যা উদ্দীপকের চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা হিসেবে সব ধর্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা তার শাসনামলের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বৌদ্ধ হলেও তার প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, পাল রাজা ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ 'খ' একজন দক্ষ শাসক, সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তি। তিনি পিতা ও পিতামহের মতো সুদক্ষ যোদ্ধা, শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পারদর্শী। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যবিস্তার ছাড়াও তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সময় অনেক কবির কাব্য প্রকাশিত হয়।

ক. বর্মদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. "প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংক গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "খ" শাসকের সাথে ইতিহাসের কোন সেন শাসকের মিল পাওয়া যায়? উক্ত শাসকের রাজ্যবিস্তার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "উক্ত শাসকের পিতা সাহিত্যে অনেক অবদান রেখেছেন"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্মদের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর।

খ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস শশাংকই ছিলেন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক।

শশাংক প্রাচীন বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে তিনি গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য শাসন করেন। এ কারণেই তিনি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' শাসকের সাথে ইতিহাসের অন্যতম সেন শাসক লক্ষণ সেনের মিল রয়েছে। লক্ষণ সেন বেশকিছু অঞ্চল সাম্রাজ্যভুক্ত করে তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন।

সেন বংশের শাসক বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪ খ্রি.) সিংহাসনে বসেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রাগ-জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গা, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। লক্ষণ সেন নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তার রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। লক্ষণ সেন নিজে পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দক্ষ শাসক 'খ' এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি সুপণ্ডিত,বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ছিলেন। সুদক্ষ যোদ্ধা, শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পারদর্শী এ শাসক বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যবিস্তার ছাড়াও পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ অসমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রাজ্যসভায় আমন্ত্রণ জানান। 'খ' এর এসব গুণাবলি ও কার্যক্রম সেন শাসক লক্ষণ সেনকেই নির্দেশ করে। রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, লক্ষণ সেন পিতা ও পিতামহের ন্যায় সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রাগ-জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গা, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করে রাজ্যসীমার বিস্তার ঘটান।

ঘ উক্ত শাসকের পিতা অর্থাৎ লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন সাহিত্যে অনেক অবদান রেখেছেন– মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে সেন শাসক লক্ষণ সেনকে নির্দেশ করা হয়েছে। লক্ষণ সেনের পিতা ছিলেন বল্লাল সেন। তিনি অত্যন্ত সুপন্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার অবদান অপরিসীম।

বল্লাল সেন শুধু একজন সফল শাসকই ছিলেন না, তিনি একজন সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তার বিদ্যানুরাগ ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা তৎকালীন সময়ে সুপরিচিত ছিল। বল্লাল সেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মননশীলতার চর্চা করেছেন। তিনি বিদ্যাচর্চা এবং শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার আগে বাংলার কোনো রাজা সাহিত্য ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। বল্লাল সেনের সাহিত্য প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুটি গ্রন্থে। সেন বংশের এ সংস্কৃতিবান শাসক সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার এসব কর্মকাণ্ডগুলো প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের বিকাশে অবদান রাখে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সাহিত্যের বিকাশে রাজা বল্লাল সেনের অবদান ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৭

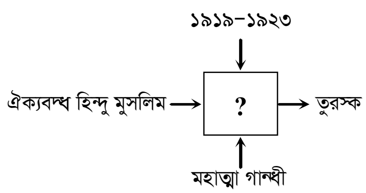

ক. বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন কে? ১

খ. বয়কট আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকের "?" চিহ্নিত স্থানে কোন কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনগুলোর সম্মিলিত রূপই কি ১৯২১–'২২ সালের সর্বভারতীয় গণআন্দোলন? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন রাজা পঞ্চম জর্জ।

খ 'বয়কট' আন্দোলনের মূলকথা ছিল সকল প্রকার বিলেতি পণ্য বর্জন।

বয়কট শব্দটি ক্রমান্বয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিলেতি শিক্ষা বর্জন কর্মসূচিও যুক্ত হয়। বয়কট আন্দোলনের ফলে সকল প্রকার বিলেতি কাপড়, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য, স্কুল কলেজ বর্জন করা হয়। ফলে দেশীয় শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এ সময় অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

গ ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ দুটি আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটি গঠনসহ খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তি দাবি করা হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত 'ইশতেহার' প্রকাশ করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। তদুপরি ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন এবং রাওলাট আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুবন্ধ করে তোলে। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা যায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে ঐব্যবন্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো ১৯১৯-১৯২৩ সাল, তুরস্ক, মহাত্মা গান্ধী, ঐক্যবন্ধ হিন্দু-মুসলিম। এ বিষয়গুলো খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথেও সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দুটি নির্দেশিত হয়েছ, যেগুলোর মধ্যে উপরে উল্লিখিত পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

ঘ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সম্মিলিত রূপই ১৯২১-২২ সালের সর্বভারতীয় গণআন্দোলন বলে আমি মনে করি।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সামাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

১৯২১-২২ সালের সর্বভারতীয় গণআন্দোলনে খিলাপত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা ছিলইব্রিটিশ সরকার প্রণীত ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবহাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সলে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এর মাধ্যমে পুলিশকে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে ভারতের সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল নির্দেশে বহুনিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। তাছাড়া মহাযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালে খিলাপত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে এই আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমন্বয়েই ১৯২১-২২ সালে সর্বভারতীয় গণআন্দোলন সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. কতসালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি যে আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের চিত্রটি-ই ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিচ্ছবি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

খ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম– এ পাঁচটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করে। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় টালবাহানা করে তারিখ ঘোষণা বিলম্ব করে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবন্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। যার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল ছিল না। ফলে পাকিস্তান নামক এ নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ করতে থাকে। ছাত্ররা ২৬শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এবং ২রা মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে না না ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এসময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যে জিন্নাহর কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

উদ্দীপকের চিত্রে শহিদ মিনারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যেহেতু শহিদ মিনার ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে নির্মিত, সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকের চিত্রটি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, যা উপরে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের চিত্রটি অর্থাৎ শহিদ মিনার ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকের চিত্রে শহিদ মিনারের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। শহিদ মিনার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে। এই শহিদ মিনার বাঙালি জাতিকে মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনার ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবছর ভাষা শহিদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে আমরা ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।

প্রশ্ন ▶ ০৯

পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে উক্ত আন্দোলনের কোনো প্রভাব আছে কি? মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল ।

খ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করে। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়, সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য এ মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান নির্দেশ করছে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণঅভ্যুত্থানের দিকে রূপ নিতে থাকে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এরপর থেকে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন এবং নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

উদ্দীপকের চিত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। যেহেতু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাথে শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ইঙ্গিত রয়েছে, যা উপরে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলনের অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

জনগণের মনে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বিজয়ের মাধ্যমে যে মনোভাবের জন্ম হয় তা এদেশের স্বাধীনতা বয়ে আনতে এক মহৌষধের ভূমিকা পালন করেছিল। '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিরা অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের কৃষক এবং শ্রমিকদের মাঝে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণের মাঝে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। যাতে বলীয়ান হয়ে জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে এদেশ স্বাধীন করে। এভাবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান জনগণের মাঝে যে মনোভাবের বা চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তা দেশের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

প্রশ্ন ▸ ১০

ক. শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয় কত সালে? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে চিত্রটি হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে।

ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এদের অনেকের নামই আমাদের অজানা। তাই এই অজানা শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই এবং শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের চিত্রে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। যেহেতু জাতীয় স্মৃতিসৌধ ১৯৭১ সালের শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে সেহেতু বলা যায়, উদ্দীপকের জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্রটি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে।

ঘ জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাঙালির অহংকার গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের পিছনে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম না জানা শহিদদের অমর স্মৃতি। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না জানা শহিদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে সাভারে

অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেওয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। সমগ্র স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এ সবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতীক। পাশেই রয়েছে গণকবর যাদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেওয়াল মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এ রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৯৮২ সালে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এ স্মৃতিসৌধ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ শহিদদের স্মৃতি রক্ষার পাশাপাশি বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক।

প্রশ্ন ▶ ১১ সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম যে কাজটি উল্লেখযোগ্য তা হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল। যে আইনটি রচনা করতে "ক" দেশের সময় লেগেছিল দুই বছর, "খ" দেশের নয় বছর। অপরপক্ষে মাত্র নয় মাসে রচিত হয় "গ" দেশের সর্বোচ্চ দলিল।

ক. কত তারিখে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকর হয়? ১

খ. ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের "গ" দেশের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত দলিলটি দেশ পরিচালনায় অপরিহার্য"– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যকর হয়।

খ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার হাত ধরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়, ঘাতকরা তাকেই বুলেটের আঘাতে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে আমরা একটি কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমরা হারিয়েছি কালজয়ী এক ক্ষণজন্মা পুরুষকে। তাই ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এই দলিল লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ এই সংবিধান লাভ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। দুই বছরে ভারত সংবিধান প্রণয়নে সফল হলেও পাকিস্তানের সময় লেগেছে ৯ বছর, তাও তা কার্যকর হয়নি। অপরপক্ষে মাত্র ৯ মাসে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা আর জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থেকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর সংবিধান প্রণীত হয়েছে বঙ্গবন্ধু সরকারের নেতৃত্বে।

উদ্দীপকের দেশের সর্বোচ্চ আইন বা দলিলের কথা বলা হয়েছে, যা সংবিধানকে নির্দেশ করে। কেননা সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ আইন রচনা করতে 'ক' দেশের ২ বছর সময় লেগেছিল। অন্যদিকে 'খ' দেশের সময় লেগেছিল ৯ বছর। তবে 'গ' দেশের সর্বোচ্চ দলিলটি মাত্র ৯ মাসে রচিত হয়। উদ্দীপকের এসব তথ্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টিই প্রতিফলিত করে। কেননা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করতে ২ বছর সময় লেগেছিল আর পাকিস্তানের লেগেছিল ৯ বছর। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মাত্র ৯ মাসে বঙ্গবন্ধু সরকারের নেতৃত্বে এদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।

ঘ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলাদেশের দলিলটি অর্থাৎ সংবিধান দেশ পরিচালনায় অপরিহার্য– উক্তিটির সাথে আমি একমত।

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনা দর্শন। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এই দলিল লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ এই সংবিধান লাভ করে।

উদ্দীপকে 'গ' দেশের সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা 'গ' দেশের মতো বাংলাদেশের সংবিধানও মাত্র ৯ মাসে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চিয়তা প্রদান করেছে। এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হবে। এ সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় মান্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ী থাকতে হয়। সংবিধানের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সংবিধানের নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান অপরিহার্য।

সিলেট বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 1 5 3

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. এরিস্টটলের শিক্ষক কে ছিলেন?
ক সক্রেটিস খ প্লেটো গ থেলিস ঘ আলেকজান্ডার

২. মেঘদূত গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?
ক কালিদাস খ কলহন
গ সন্ধ্যাকর নন্দী ঘ কৌটিল্য

৩. ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় কীসের বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
ক সময়ের খ বছরের গ যুগের ঘ শতাব্দীর

৪. মিশরীয়রা নির্ণয় করতে পারত–
i. দাতের রোগ ii. হৃৎপিন্ডের গতি iii. পেটের রোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. ক্রিট দ্বীপে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?
ক রোমান খ মিশরীয় গ গ্রিক ঘ সিন্ধু

৬. হেলট কারা?
ক ভূমি মালিকরা খ জমিদাররা
গ ভূমি অধিপতিরা ঘ ভূমি দাসরা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সামির বাবা চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গম, লিলেন কাপড় ও মাটির পাত্র রপ্তানি করেন।

৭. সামির বাবার রপ্তানি দ্রব্যের সাথে কোন সভ্যতার রপ্তানি দ্রব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়?
ক সিন্ধু খ মিশরীয় গ রোমান ঘ গ্রিক

৮. উক্ত সভ্যতার অর্থনীতি ছিল–
i. কৃষি নির্ভর ii. ব্যবসা নির্ভর iii. শিল্প নির্ভর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. গুপ্ত যুগ শুরু হয় কোন শতক থেকে?
ক তৃতীয় খ চতুর্থ গ পঞ্চম ঘ ষষ্ঠ

১০. সমতট অঞ্চলটি কেমন ছিল?
ক নিম্নভূমি খ আর্দ্র-নিম্ন ভূমি গ উঁচু ভূমি ঘ আর্দ্র-উঁচু ভূমি

১১. নিচের চার্টের '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?

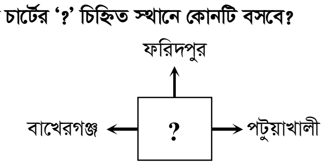

ক তাম্রলিপ্ত খ সমতট গ বঙ্গ ঘ চন্দ্রদ্বীপ

১২. বখতিয়ার খলজি কত শতকে নদিয়া আক্রমণ করেন?
ক দ্বাদশ খ ত্রয়োদশ গ চতুর্দশ ঘ পঞ্চদশ

১৩. হিরণ্য কোন ধরনের কর?
ক উৎপন্ন শস্যের খ বিক্রিত পণ্যের
গ আমদানি পণ্যের ঘ ক্রয়কৃত দ্রব্যের

১৪. ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন–
i. বিক্রমশীল বিহার ii. সোমপুর বিহার iii. ওদন্তপুর বিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. কলকাতায় দাঙ্গা হয় কত সালে?
ক ১৯২৬ খ ১৬২৭ গ ১৯২৮ ঘ ১৯২৯

১৬. স্বরাজ দলের সভাপতির নাম কী ছিল?
ক মতিলাল নেহেরু খ সি.আর.দাস
গ সুভাষ চন্দ্র বসু ঘ গোপীনাথ

১৭. নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পরিবর্তিত নাম কী ছিল?
ক কৃষক পার্টি খ কৃষক ফ্রন্ট
গ কৃষক সমিতি ঘ কৃষক প্রজা পার্টি

১৮. যুক্তফ্রন্টের অন্যতম ইশতেহার ছিল–
i. পাট শিল্প জাতীয়করণ ii. শহীদ মিনার নির্মাণ iii. শাসন ব্যয় হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়েছিলেন কে?
ক শামসুল হক খ মাওলানা ভাসানী
গ এ. কে ফজলুল হক ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২০. কোন ভাষাসৈনিক ৭ এপ্রিল শহীদ হন?
ক আব্দুস সালাম খ আবদুল বরকত
গ আব্দুল জব্বার ঘ রফিক উদ্দিন

২১. মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যরা কীসের মেম্বার ছিল?
ক ডিবি খ বিলি গ বিপি ঘ বিডি

২২. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মিল ছিল কোন ক্ষেত্রে?
ক ভাষার খ ঐতিহ্যের গ ধর্মের ঘ সংস্কৃতির

২৩. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬৫ সালের কত তারিখে?
ক ৫ আগস্ট খ ৭ আগস্ট গ ৮ আগস্ট ঘ ৯ আগস্ট

২৪. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

২৫. বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাবের মূর্ত প্রতীক কোনটি?
ক জাদুঘর খ অপরাজেয় বাংলা গ শহীদ মিনার ঘ স্মৃতিসৌধ

২৬. সমগ্র বাংলা কার সময়ে 'সুবাহ বাংলা' নামে পরিচিত ছিল?
ক সম্রাট আকবর খ ফিরোজ শাহ্ গ ইলিয়াস শাহ ঘ সিকান্দার শাহ

২৭. বাংলাদেশের সংবিধানের তফসিল কতটি?
ক ৩টি খ ৪টি গ ৬টি ঘ ৭টি

২৮. গণপরিষদের একমাত্র কাজ ছিল–
ক দেশ পুনর্গঠন খ বাজেট প্রণয়ন
গ সংবিধান প্রণয়ন ঘ সংবিধান সংশোধন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাই বইমেলা থেকে একটি বই কিনে আনে। এই বই পড়ে রাই বাংলাদেশের আইন, মূলনীতি, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে।

২৯. রাইয়ের ক্রয় করা বইটি বাংলাদেশের কোন পুস্তক?
ক সংবিধান খ গল্পের বই
গ প্রাচীন নথিপত্র ঘ আইনের বই

৩০. উক্ত বইয়ের মূলনীতি–
i. সমাজতন্ত্র ii. গণতন্ত্র iii. ধর্মনিরপেক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

সিলেট বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 153

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। পরীক্ষা শেষে রবিন তার বন্ধুদের সাথে পরিকল্পনা করে সিনেমা হলে গিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র আগুনের পরশমনি, হাঙ্গার নদী গ্রেনেড, আবার তোরা মানুষ হ ইত্যাদি দেখবে। তার ভাষ্যমতে দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে এইসব চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১
খ. ইতিহাসকে অতীতের ঘটনা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বিষয় ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রবিনের ভাষ্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২।

ক. সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল? ১
খ. "মরা মানুষের ঢিবি" বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি প্রাচীন কোন সভ্যতার অবদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অবদান ছাড়া সভ্যতাটি আরও অনেক অবদান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

ক. 'টাইবার নদী' কোথায় অবস্থিত? ১
খ. রোমে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে কীভাবে? ২
গ. চিত্রে গ্রিক সভ্যতার কোন নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত নগররাষ্ট্রের নাগরিকেরা অন্য নগররাষ্ট্রটির সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। ছবিটি দেখ :

ক. কোন জনপদ থেকে বাঙালি জাতির উদ্ভব ঘটেছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলার সৈন্যরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল কেন? ২
গ. উপরের ছবিটি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের পরিচয় বহন করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "প্রাচীন বাংলার আরও একটি জনপদ উক্ত জনপদের অংশ ছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	রাজস্ব ব্যবস্থা
১. বিচার বিভাগ	১. ভাগকর
২. পুলিশ বিভাগ	২. ভোগকর
৩. গুপ্তচর বাহিনী	৩. হিরণ্যকর
৪. সামরিক বাহিনী	৪. উপরিকর

ক. 'উপরিকর' কী? ১
খ. 'গঙ্গারিডই' রাজ্যটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছকটি প্রাচীন বাংলার কোন রাজবংশের শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাচীন বাংলার দীর্ঘদিনের অরাজকতার অবসানের মধ্য দিয়ে উক্ত রাজবংশের উত্থান ঘটে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। দুই ভাগ হচ্ছে চট্টগ্রাম "বিআরটিএ (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ)" মঙ্গলবারের "দৈনিক আজাদী" পত্রিকাতে এই শিরোনাম দেখে আবির মূল বিষয় পড়ে শোনানো শুরু করল তার দাদুকে। "মানুষের কষ্ট ও ভোগান্তি কমাতে এবং এর সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।" পরবর্তীতে দাদুর মন্তব্য ছিল এটি বিআরটিএ এর একটি প্রশাসনিক সংস্কার।

ক. ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে? ১
খ. 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবিরের পঠিত বিষয়টি ইংরেজ শাসনামলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনার পিছনে দাদুর মন্তব্যের কারণটিই একমাত্র দায়ী? যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর। ৪

৭।

ক. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কার নেতৃত্বে গঠিত হয়? ১
খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধান দীর্ঘদিন কার্যকর ছিল না কেন?২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য যথাযোগ্য মর্যাদা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।– বিশ্লেষণ কর।৪

৮।

বৈষম্য	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরি	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

ক. 'COP' এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'তাসখন্দ চুক্তি' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উক্ত পোস্টারে পাকিস্তান আমলের কোন ধরনের বৈষম্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্য ছাড়াও আর অনেক বৈষম্যের প্রতিবাদেই সংঘটিত হয় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

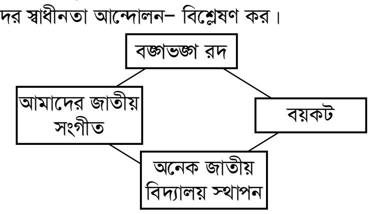

ক. কত সালে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা যায়? ১
খ. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের ছকটি ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত আন্দোলনটি জাতীয় রূপ লাভে ব্যর্থ হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। **১ম অংশ :** সৌমেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২য় অংশ : তার বড় ভাই তখন ফ্রান্সে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তার বোন এবং চাচা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অন্যান্য সেবা প্রদানসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেন।

ক. 'ভেটো' কী? ১
খ. জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদানকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সৌমেন এর পরিবারের সদস্যদের মতো ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার ফলেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১।

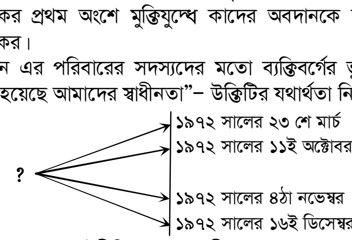

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১
খ. "পোড়ামাটি নীতি" কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. '?' চিহ্নিত স্থানটি আমাদের জাতীয় কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টি সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	K	৩	M	৪	N	৫	M	৬	N	৭	L	৮	K	৯	L	১০	L	১১	M	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	N	১৮	N	১৯	M	২০	K	২১	N	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ পরীক্ষা শেষে রবিন তার বন্ধুদের সাথে পরিকল্পনা করে সিনেমা হলে গিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র আগুনের পরশমনি, হাঙ্গার নদী গ্রেনেড, আবার তোরা মানুষ হ ইত্যাদি দেখবে। তার ভাষ্যমতে দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে এইসব চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. আধুনিক ইতিহাসের জনক কে? ১

খ. ইতিহাসকে অতীতের ঘটনা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয় ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদানকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রবিনের ভাষ্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে।

খ অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই ইতিহাস রচিত হয় বলে ইতিহাসকে অতীতের ঘটনা বলা হয়।

মানুষ বা মানবীয় সভ্যতার অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা, গবেষণা করা ইতিহাসের কাজ। অতীত ঘটনাপ্রবাহই ইতিহাসের বিচরণক্ষেত্র। ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে অতীতকে পুনর্গঠিত করে বর্তমানের মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়। তাই ইতিহাসকে অতীতের ঘটনা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বিষয় তথা চলচ্চিত্র ইতিহাসের অলিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে।

ইতিহাসের অলিখিত উপাদান বলতে বোঝায় সেসব বস্তু বা উপাদান যা থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই। যেমন− মুদ্রা, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পরীক্ষা শেষে রবিন তার বন্ধুদের সাথে সিনেমা হলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র আগুনের পরশমণি, হাঙ্গার নদী গ্রেনেড, আবার তোরা মানুষ হ ইত্যাদি দেখার পরিকল্পনা করে। এসব চলচ্চিত্র ইতিহাসের অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব।

ঘ 'দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে এইসব চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'− রবিনের এ বক্তব্যটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের সত্যনির্ভর বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে ও ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজ দেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত উপাদান, যেমন− ঐতিহাসিক গ্রন্থ আবার অলিখিত উপাদান, যেমন ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ, জাতির সফল সংগ্রাম ও গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী-আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের রবিন ও তার বন্ধুরা যেসব চলচ্চিত্র দেখতে চেয়েছে সেগুলো মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির আলোকে নির্মিত। অর্থাৎ এগুলো থেকে তারা দেশের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি জানতে পারবে। এছাড়া ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো মন্দের পার্থক্যটা বুঝতে পারে। সর্বোপরি চলচ্চিত্রে চিত্রিত অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশ, জাতি ও ব্যক্তির প্রয়োজনে ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন ▸ ০২

ক. সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল? ১

খ. "মরা মানুষের ঢিবি" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি প্রাচীন কোন সভ্যতার অবদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অবদান ছাড়া সভ্যতাটি আরও অনেক অবদান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল− বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধুসভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক।

খ সিন্দু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। এই সভ্যতার আবিষ্কার কাহিনি চমৎকার। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি অর্থাৎ পিরামিড হচ্ছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার অবদানকে নির্দেশ করে।

প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করতো মৃত ব্যক্তি একদিন আবার জীবিত হয়ে উঠবে। সেই কারণে তারা দেহকে তাজা রাখার জন্য মমি করে রাখতো। আর এই মমি সংরক্ষণ করার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। এই পিরামিড পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো। এর আকার ছিল ত্রিভুজের মতো এবং আকৃতি হতো বেশ বড়। মমির সাথে প্রচুর

ধন-দৌলত দিয়ে দেওয়া হতো। আর এগুলো রক্ষার জন্য পিরামিড ছিল উত্তম রক্ষাগার। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। এর আয়তন ছিল প্রায় তেরো একর এবং উচ্চতা ৪৫০ ফুট। পিরামিড পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি। পাথরের সাথে পাথর জোড়া দিয়ে এসব পিরামিড তৈরি করা হতো।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মবিশ্বাস ও পরজনমের কথা চিন্তা করে মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করত এবং একে সংরক্ষণ করার জন্য ত্রিকোণাকার পিরামিড তৈরি করেছিল। আর এসব স্থাপনা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতারই নিদর্শন।

ঘ চিত্রকলায় মিশরীয় সভ্যতার অবদান বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

মিশরীয়দের শিল্পকলা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মিশরীয় সভ্যতায় অন্যান্য দেশের মতো শিল্পকলাও গড়ে উঠেছিল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে। কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলংকার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাঁতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারুশিল্পের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের মতো প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

পরিশেষে বলা যায় চিত্রকলায় মিশরীয় সভ্যতার অবদান ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৩

ক. 'টাইবার নদী' কোথায় অবস্থিত? ১

খ. রোমে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে কীভাবে? ২

গ. চিত্রে গ্রিক সভ্যতার কোন নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত নগররাষ্ট্রের নাগরিকেরা অন্য নগররাষ্ট্রটির সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'টাইবার নদী' ইতালিতে অবস্থিত।

খ গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। এ সময় একটি সভা ও সিনেট ছিল। রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ৫১০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দ রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল।

গ চিত্রে গ্রিক সভ্যতার স্পার্টা নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

প্রাচীন গ্রিসে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে স্পার্টা অন্যতম, যা ছিল সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। এ নগররাষ্ট্রে মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি বেশি ছিল। স্পার্টার সমাজ যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল। সামরিক ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগ এবং সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে স্পার্টা ছিল সামরিক ছাউনি।

উদ্দীপকের খোদাইচিত্রে ঢাল, তলোয়ার, বল্লম প্রভৃতি হাতে, কয়েকজনকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। যা স্পার্টা নগররাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করছে। কেননা স্পার্টা নগররাষ্ট্র সামরিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখা নগররাষ্ট্র এথেন্সের পতন হয় স্পার্টার কাছে। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধে স্পার্টানদের বিজয়ই প্রমাণ করে তারা ছিল অন্যতম শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি।

ঘ উক্ত নগররাষ্ট্র তথা স্পার্টা অন্য নগররাষ্ট্র অর্থাৎ এথেন্সের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত না বলে আমি মনে করি।

সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত নগররাষ্ট্র স্পার্টা ছিল প্রাচীন গ্রিসের অন্যান্য নগররাষ্ট্রের চেয়ে বেশ আলাদা। যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরেই এ সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য নগররাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে ছিল।

অন্যদিকে, এথেন্স ছিল গ্রিসের একটি উন্নত নগররাষ্ট্র। এখানেই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়। ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ক্ষমতায় এসে পেরিক্লিস নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তিনি এ সময়ে প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পেরিক্লিসের যুগেই এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে।

উপরে আলোচিত স্পার্টা ও এথেন্স নগররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করলে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। স্পার্টা সমরতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হলেও এথেন্স ছিল গণতন্ত্রের সূতিকাগার। সকল ক্ষেত্রে অবাধ অংশগ্রহণ থাকায় এথেন্স অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পার্টার চেয়ে অধিক অগ্রসর ছিল। সর্বোপরি এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছালেও স্পার্টা ছিল যথেষ্ট অনগ্রসর। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন গ্রিসে স্পার্টা ও এথেন্স সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত না।

প্রশ্ন ▸ ০৪ ছবিটি দেখ :

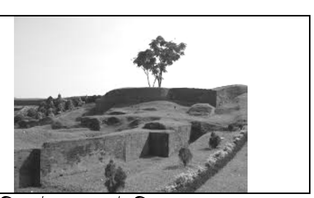

ক. কোন জনপদ থেকে বাঙালি জাতির উদ্ভব ঘটেছিল? ১

খ. প্রাচীন বাংলার সৈন্যরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল কেন? ২

গ. উপরের ছবিটি প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের পরিচয় বহন করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "প্রাচীন বাংলার আরও একটি জনপদ উক্ত জনপদের অংশ ছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বঙ্গ' জনপদ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

খ কোন দেশের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। এ জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণে এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিশাল সমভূমি আর প্রচুর নদ-নদী থাকায় এদেশের যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের একটি বড় মাধ্যম নদীপথ। বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য নৌযুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠে বাংলার সৈন্যরা।

গ উপরের ছবিটি প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদের পরিচয় বহন করে।

পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত: পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

উদ্দীপকে উল্লেখিত ছবিটি হলো বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মহাস্থানগড়, যা বগুড়ায় অবস্থিত। পণ্ডিতরা যেহেতু মহাস্থানগড়কে পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেহেতু বলা যায়, উদ্দীপকের ছবিটি পুণ্ড্র জনপদের পরিচয় বহন করছে।

ঘ প্রাচীন বাংলার আরো একটি জনপদ অর্থাৎ বরেন্দ্র জনপদ পুণ্ড্র জনপদের অংশ ছিল।

বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে প্রাচীন বাংলায় একটি জনপদের কথা জানা যায়। এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। অনুমান করা হয়, পুন্ড্রের একটি অংশ জুড়ে এ জনপদের অবস্থান ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক এলাকা এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়।

প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতা বলা হয় 'পুণ্ড্র'কে। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। বরেন্দ্র জনপদের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে পুণ্ড্রের ভৌগোলিক অবস্থান তুলনা করলে বোঝা যায়, উভয় জনপদ বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় বিস্তৃত ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলার বরেন্দ্র জনপদটি পুণ্ড্র জনপদের ভৌগোলিক সীমানার কিছু অংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৫

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	রাজস্ব ব্যবস্থা
১. বিচার বিভাগ	১. ভাগকর
২. পুলিশ বিভাগ	২. ভোগকর
৩. গুপ্তচর বাহিনী	৩. হিরণ্যকর
৪. সামরিক বাহিনী	৪. উপরিকর

ক. 'উপরিকর' কী? ১

খ. 'গঙ্গারিডই' রাজ্যটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ছকটি প্রাচীন বাংলার কোন রাজবংশের শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রাচীন বাংলার দীর্ঘদিনের অরাজকতার অবসানের মধ্য দিয়ে উক্ত রাজবংশের উত্থান ঘটে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপন্ন শস্যের উপর প্রদেয় কর হলো উপরি কর।

খ গঙ্গারিডই হলো প্রাচীন বাংলার একটি জনপদের নাম। গ্রিক লেখকদের কথায় তখন বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিতি– এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান ছিল।

গ উদ্দীপকের ছকটি প্রাচীন বাংলার পাল রাজবংশের শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে।

পাল শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান। উৎপন্ন শস্যের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য হতো। যেমন– ভাগ, ভোগ, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। কতকগুলো উংপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য দেয় কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য শুল্ক, খেয়াঘাট থেকে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল সরকারের আয়ের কয়েকটি উৎস। বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ। সুতরাং এটিও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস ছিল। বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশুনা করার ব্যবস্থা ছিল। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মুদ্রা এবং শস্যের আকারে রাজস্ব আদায় হতো। পাল রাজাদের সময়ে শান্তি রক্ষার জন্য সুন্দর বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল। এ সময়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী- এ চারটি বিভাগে সামরিক বাহিনী বিভক্ত ছিল।

উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রকারভেদের সাথে উপরের আলোচনার তুলনা করলে বোঝা যায়, ছকটি প্রাচীন বাংলার পাল শাসনামলের শাসন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রাচীন বাংলার দীর্ঘদিনের অরাজকতা তথা মাৎস্যন্যায়'–এর অবসানের মধ্য দিয়ে পাল রাজ বংশের উত্থান ঘটে।

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয়শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্মপালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলার সব অধিপতিরা এমন করে ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিলেন। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে তারা পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণও এ মত সানন্দে গ্রহণ করবে। এর ফলে গোপাল রাজপদে নির্বাচিত হন। গোপালের নেতৃত্বে জনপদে শান্তি নেমে আসে। উল্লিখিত আলোচনা উদ্দীপকের ঘনশ্যাম বাবুর নেতা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনারই অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, বাংলার দীর্ঘদিনের অরাজকতা তথা মাৎস্যন্যায়ের অবসানের মধ্য দিয়েই পাল বংশের শাসনের সূচনা হয়েছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৬ দুই ভাগ হচ্ছে চট্টগ্রাম "বিআরটিএ (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ)" মঙ্গলবারের "দৈনিক আজাদী" পত্রিকাতে এই শিরোনাম দেখে আবির মূল বিষয় পড়ে শোনানো শুরু করল তার দাদুকে। "মানুষের কষ্ট ও ভোগান্তি কমাতে এবং এর সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।" পরবর্তীতে দাদুর মন্তব্য ছিল এটি বিআরটিএ এর একটি প্রশাসনিক সংস্কার।

ক. ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে? ১
খ. 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবিরের পঠিত বিষয়টি ইংরেজ শাসনামলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনার পিছনে দাদুর মন্তব্যের কারণটিই একমাত্র দায়ী? যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন মহাত্মা গান্ধী।

খ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে সিমলায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে তীব্র মতবিরোধের কারণে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয়।

গ আবিরের পঠিত বিষয়টি ইংরেজ শাসনামলের 'বঙ্গভঙ্গ' ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে।

লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। এ প্রদেশগুলোর রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা। যা উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার্থেই বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষের কষ্ট ও ভোগান্তি কমাতে এবং সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিআরটিএ (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ) দুই ভাগ হচ্ছে। এখানে মূলত বঙ্গভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ বঙ্গভঙ্গের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

ঘ আবিরের দাদু উক্ত ঘটনা তথা বঙ্গভঙ্গের পিছনে প্রশাসনিক কারণকে দায়ী করেছেন। এটিই বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ নয় বলে আমি মনে করি।

বঙ্গভঙ্গের অন্যতম কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক। তৎকালীন শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই কোলকাতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছেল। উন্নত সবকিছুই কোলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় এ অঞ্চলের জনগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। কর্মহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থা বিবেচনা করে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন।

লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই লর্ড কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু প্রশাসনিক নয়, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারও ছিল বঙ্গভঙ্গের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭

ক. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কার নেতৃত্বে গঠিত হয়? ১
খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধান দীর্ঘদিন কার্যকর ছিল না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য যথাযোগ্য মর্যাদা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে।

খ ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

গ উদ্দীপকের ছবিটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির সকল অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পুরো পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% মানুষের ভাষা উর্দুকে তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, সাধারণ মানুষ সকলেই এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়। তারা উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানায়। ১৯৫২ সালে উক্ত দাবি প্রবল আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করে। সে মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, শফিউরসহ আরও অনেকে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কমলা ভট্টাচার্য ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আসামের শিলচর শহরে বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দাবির আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রাণ উৎসর্গকারী শহিদদের মতো তিনিও বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে উদ্দীপকের ছবিটি আমাদের ভাষা আন্দোলনকেই ইঙ্গিত করছে।

ঘ ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশ্বব্যাপী পালন প্রমাণ করে, ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য যথাযোগ্য মর্যাদায় তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আত্মত্যাগ স্বীকৃতি লাভ করেছিল ৪ বছর পর। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়। স্বাধীনতার পর ভাষা শহিদ ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি রক্ষার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। ভাষার প্রতি এদেশের অনুরাগ ও আত্মত্যাগ সারা পৃথিবী বুঝতে পারে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা দিবস তথা শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে।

২০১০ সাল থেকে সারাবিশ্বে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ভাষাকে যে মানুষ কতটা ভালোবাসতে পারে তা সারা বিশ্ববাসী বাঙালি জাতিকে দেখে শিখেছে। তাই বিশ্ববাসী আজ বাংলা ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারাও আমাদের সাথে পালন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির মাতৃভাষার প্রতি অসীম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ঘটনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনা লালনের অব্যাহত প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ।

প্রশ্ন ▶ ০৮

বৈষম্য	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরি	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

ক. 'COP' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'তাসখন্দ চুক্তি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উক্ত পোস্টারে পাকিস্তান আমলের কোন ধরনের বৈষম্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বৈষম্য ছাড়াও আর অনেক বৈষম্যের প্রতিবাদেই সংঘটিত হয় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক COP এর পূর্ণরূপ হলো– Combined Opposition Party.

খ 'তাশখন্দ চুক্তি' হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পাদিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পোস্টারে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্য ফুটে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি, দ্বিতীয়টি বরাদ্ধ ছিল ৯৫০ কোটি রুপি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বৈষম্যের এই চিত্র ছিল অপরিবর্তিত। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ২৯০০ জন। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের এ ধারা সামরিক ক্ষেত্রেও অব্যহত ছিল। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর মোট ১৭ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মাত্র একজন ছিলেন বাঙালি। যেমনটি উদ্দীপকের পোস্টারেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের পোস্টারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিভিন্ন বৈষম্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, উন্নয়ন খাতে পূর্ব ও পাকিস্তানের ব্যয় যথাক্রমে ৩০০০ ও ৬০০০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে চাউল, আটা, সরিষার তৈল ও স্বর্ণের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ। এসব তথ্য উপরে আলোচিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পোস্টারে আরো দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ১৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৮৫ জন নিয়োগ পায়। যা প্রশাসনিক বৈষম্যেকে নির্দেশ করে। আবার সামরিক বিভাগের চাকরিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাক্রমে শতকরা ১০ জন ও শতকরা ৯০ জনের নিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানের যথাক্রমে শতকরা ১০ জন ও শতকরা ৯০ জনের নিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বৈষম্যকে উজ্জিত করে।

ঘ উক্ত বৈষম্য তথা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্য ছাড়াও রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্যের প্রতিবাদে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

দুই পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তার মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্য অন্যতম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নির্যাতন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখা হয়। পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিল ১১৯ জন। ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সকল সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানিরা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের নিরক্ষর রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান বেশি সুবিধা ভোগ করত।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে আরবি বর্ণে লেখার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত প্রত্যেকটি বৈষম্য বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন– সাংস্কৃতিক বৈষম্যের প্রথম প্রতিবাদ ছিল ভাষা আন্দোলন, যার সফলতার সূত্র ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে সুগম করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০৯

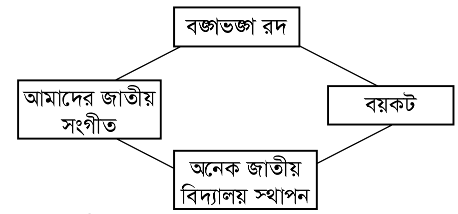

ক. কত সালে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা যায়? ১

খ. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের ছকটি ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত আন্দোলনটি জাতীয় রূপ লাভে ব্যর্থ হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা যায়।

খ স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমী যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। এ সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে। ফলে এ আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খন্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে।

গ উদ্দীপকের ছকটি ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি– 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'। 'বয়কট' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমেই 'বয়কট' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। 'বয়কট' বলতে শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ফলে স্বদেশী আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়। এর ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে ওঠে। সভা-সমিতির মাধ্যমে স্থানে স্থানে বিলেতি পণ্য বর্জন ও দেশিও পণ্য ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমতে থাকে এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। উদ্দীপকে দেখা যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় 'ক' গ্রামের কৃষকগণ নিজ উদ্যোগে মাঠে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এটি ছিল তার স্বদেশী আন্দোলন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ।

উদ্দীপকের ছকে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর বিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা ছিল এ আন্দোলনের ফলাফলের বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছকটি স্বদেশী আন্দোলনকেই নির্দেশ করছে।

ঘ হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একাংশ দূরে থাকার কারণে স্বাদেশী আন্দোলন জাতীয় রূপ লাভে ব্যর্থ হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নিসংযোগ ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পেছনে একটি সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা। এ সময় কিছু আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা স্থাপন করে।

বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ দূরে থাকার কারণে স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় রূপ লাভে ব্যর্থ হয়। গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে এ আন্দোলন জনসম্পৃক্ততা হারায়। এছাড়া দরিদ্র সমাজ, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এ আন্দোলনের মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এর ওপর ইংরেজ সরকারের চরম দমননীতি ও পুলিশি অত্যাচারের ফলে আন্দোলন সর্বজনীন এবং জাতীয় রূপ লাভে ব্যর্থ হয়, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলন নানা সীমাবদ্ধতার ফলে পুরোপুরি সফল না হলেও এ আন্দোলনের এভাবেই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা স্থাপনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে এদেশের অর্থনীতি অনেকটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **১ম অংশ :** সৌমেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২য় অংশ : তার বড় ভাই তখন ফ্রান্সে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তার বোন এবং চাচা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অন্যান্য সেবা প্রদানসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেন।

ক. 'ভেটো' কী? ১

খ. জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদানকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সৌমেন এর পরিবারের সদস্যদের মতো ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার ফলেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভেটো' হচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী রাষ্ট্রের কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা।

খ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার আর গৌরবের প্রতীক। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে লাল সবুজের এই পতাকা এদেশের জনগণ অর্জন করেছে। জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তাকার অংশ বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক আর বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদের রক্তের প্রতীক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। পরবর্তীতে পটুয়া কামরুল হাসান জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত ডিজাইনের সময় মানচিত্র অংশটি বাদ দেন। মানচিত্র সংবলিত এই পতাকা আমাদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অবদানকে নির্দেশ করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোররাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সংস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিসেনার দল।

উদ্দীপকের প্রথম অংশে দেখা যায়, সৌমেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকে উপেক্ষা করে মাতৃভূমি রক্ষায় তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথম অংশে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অবদানকে নির্দেশ করছে।

ঘ সৌমেনের পরিবারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি, নারী ও জনসাধারণের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচর আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, সৌমেনের বড় ভাই ফ্রান্স থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তার এ কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকার অনুরূপ। আবার, তার বোন এবং চাচা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অন্যান্য সেবা করে। যা মুক্তিযুদ্ধে জনসাধারণের ভূমিকা নির্দেশ করে।

তাই বলা যায়, সৌমের পরিবারের সদস্যদের মতো ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার ফলেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶ ১১

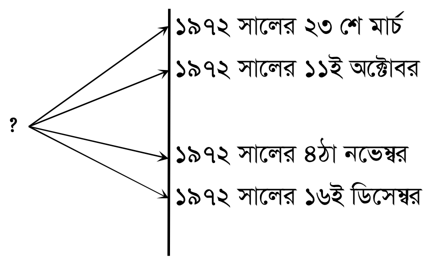

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. "পোড়ামাটি নীতি" কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানটি আমাদের জাতীয় কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়।

খ সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা করা হয়।

নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% এ উন্নীতকরণ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে এ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটি আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল 'বাংলাদেশ সংবিধান'– কে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদে আদেশ জারি করেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদে এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের নেতা নির্বাচন করেন। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে দ্রুততার সাথে সংবিধান খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর তাদের কাজ সম্পন্ন করেন। এই খসড়া সংবিধান দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান গৃহীত হয়। মাত্র ৯ মাসে প্রণীত হয় এই সংবিধান। সংবিধান বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় রচিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নতমানের এবং সুলিখিত দলিল এই সংবিধান। বর্তমানে এই সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি সংস্থা তাদের প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে তারা মাত্র ৯ মাসে এ নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। নীতিমালাগুলো লিখিত আকারে বাংলায় এবং ইংরেজিতে প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি স্বাভাবিকভাবে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত সালগুলোর ধারাক্রম পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, এগুলো বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যা উপরের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব এটি স্পষ্ট যে, '?' চিহ্নিত স্থানটি বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালার মাধ্যমেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে– উক্তিটি যথার্থ।

দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানের অধীনে শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পর বাঙালি জাতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রণীত হওয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে। বাঙালিরা দীর্ঘকাল লড়াই করেছে একটি শোষণহীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৭২ সালের সংবিধান বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংবিধানে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলা হয়েছে সংবিধানে। ১৯৭২ সালের সংবিধান সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের এ সর্বোচ্চ আইন। এ সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৭২ সালের সংবিধানের নীতিমালার মাধ্যমেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

দিনাজপুর বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 153

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান কোথায়?**
ক গঙ্গা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থানে খ মেঘনা ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী স্থানে
গ বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে ঘ গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে

২. **১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কয়টি আসন লাভ করে?**
ক ৩১০ খ ২৯৮ গ ১৬৯ ঘ ১৬০

৩. **সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখে?**
ক যুদ্ধবন্ধের জন্য ইয়াহিয়াকে আহ্বান করে
খ বাংলাদেশের পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়ে
গ নিজ সৈন্য বাংলাদেশে প্রেরণ করে
ঘ পাকিস্তানকে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' অঞ্চলে এমন এক আইন প্রণয়ন করা হলো যা মানুষের জন্য খুবই খারাপ ফল বয়ে আনে। এই আইনে যে কোনো মানুষকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার ও বিচারে শাস্তি দেওয়া হতো। এর প্রতিবাদে অনেক সভা হয়।

৪. **ভারতে ব্রিটিশ আমলের কোন আইনের সাথে উদ্দীপকের আইনের মিল রয়েছে?**
ক ভারত শাসন আইন খ সংস্কার আইন গ রাওলাট আইন ঘ ভারত স্বাধীনতা আইন

৫. **উক্ত আইনের ফলে–**
i. মানুষের ওপর দমননীতি বৃদ্ধি পায় ii. মৌলিক অধিকার খর্ব হয়
iii. বিচার ব্যবস্থা প্রহসনমূলক হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরির জন্য কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়?**
ক আবু সাঈদ চৌধুরী খ আব্দুস সাত্তার
গ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ একে খন্দকার

৭. **গণপরিষদের ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কাজ হলো–**
i. নির্বাচনের ফলাফল প্রস্তুত করা ii. সর্বোচ্চ দলিল প্রস্তুত করা
iii. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিথী সোবহানপুর অঞ্চলে বসবাস করে। তার পরিবারের প্রধান হচ্ছেন তার মা। তাদের সমাজে একক পরিবার প্রথা বিদ্যমান।

৮. **উদ্দীপকে বিথীর সমাজ ব্যবস্থা কোন সভ্যতার প্রতিচ্ছবি?**
ক মিশরীয় খ সিন্ধু গ গ্রিক ঘ রোমান

৯. **মাতৃভাষা-ভুলে যাবার জন্য বলপ্রয়োগ জাতিসংঘের কোন সনদের লঙ্ঘন?**
ক মৌলিক মানবাধিকার সনদ
খ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ
গ রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ
ঘ অর্থনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ

১০. **জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলায় প্রথম ভাষণ দেন কখন?**
ক ১৯৭২ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর খ ১৯৭৩ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর
গ ১৯৭৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ঘ ১৯৭৫ সালের ২৫ শে মার্চ

১১. **১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে?**
ক এ. কে ফজলুল হক খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

১২. **১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন কে?**
ক লর্ড বেন্টিঙ্ক খ লর্ড কার্জন গ রাজা পঞ্চম জর্জ ঘ লর্ড রিপন

১৩. **মুসলিম লীগের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণ কী?**
ক সীমাহীন দুর্নীতি খ সব দলকে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ
গ জনগণের প্রতি আস্থা ঘ সংবিধান মেনে দেশ পরিচালনা

□ **উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিতুর বিয়েতে তার বড় বোন কণা তাকে বিদেশি শাড়ি ও প্রসাধন সামগ্রী এনে দিলে মিতু তার বোনকে বলে, সে বিদেশি শাড়ি ও প্রসাধনী ব্যবহার করবে না। সে এগুলো ফেরত দিয়ে তার জন্য দেশি পণ্য কেনার অনুরোধ করে।

১৪. **উদ্দীপকে মিতু কোন আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশি পণ্য কিনতে অনুরোধ করেন?**
ক অসহযোগ খ ভাষা গ খিলাফত ঘ স্বদেশি

১৫. **উক্ত আন্দোলনের প্রভাবে মিতু হতে পারে–**
i. দেশ প্রেমিক ii. জাতীয়তাবাদী iii. সশস্ত্র আন্দোলনকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **কার সময়কালকে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়?**
ক সোলন খ পেরিক্লিস গ পিসিসট্রেটাস ঘ ক্লিসথেনিস

□ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই দেশের জন্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি প্রশাসকের অত্যাচার, নির্যাতন বেড়ে যায়। দোলা সশস্ত্র সংগঠনের কাজ করতে যেয়ে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়।

১৭. **উদ্দীপকে দোলার সাথে ইতিহাসের কোন বিপ্লবী নারীর মিল রয়েছে?**
ক কল্পনা দত্ত খ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ ইলা মিত্র ঘ অম্বিকা চক্রবর্তী

১৮. **ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যাচেষ্টা করেন কে?**
ক অরবিন্দ ঘোষ খ ক্ষুদিরাম গ পুলিন বিহারী দাস ঘ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

১৯. **আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন কেন?**
ক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য খ রাজনীতিবিদদের দাবির প্রেক্ষিতে
গ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঘ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য

২০. **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ-এর স্থপতি কে?**
ক তানভীর করিম খ সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ
গ মোস্তফা আলী কুদ্দুস ঘ মঈনুল হোসেন

২১. **"ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ"– এটি কার উক্তি?**
ক ডঃ জনসন খ ই. এইচ. কার গ হেরোডোটাস ঘ র‍্যাপসন

২২. **ফা-হিয়েন কোন দেশের পরিব্রাজক ছিলেন?**
ক চীন খ গ্রিস গ ইতালি ঘ জার্মানি

২৩. **সঠিক ইতিহাস কীভাবে রচিত?**
ক তথ্যকে নির্ভর করে খ উপাদানকে নির্ভর করে
গ সত্যকে নির্ভর করে ঘ সময়কালকে কেন্দ্র করে

□ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আনিকা তার বাবার সাথে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করে।

২৪. **উদ্দীপকে আনিকার দেখা স্থানটি প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?**
ক গৌড় খ পুণ্ড্র গ সমতট ঘ বঙ্গ

২৫. **উক্ত জনপদটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–**
i. এটি একটি ক্ষমতাশালী জনপদ ii. এটি শশাঙ্কের রাজধানী ছিল
iii. এটি থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **শশাঙ্ক মৌখরীদের উৎখাত করার জন্য কার সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন?**
ক দেবগুপ্ত খ গ্রহবর্মণ গ ভাস্কর বর্মণ ঘ রাজ্যবর্ধন

২৭. **পাকিস্তানি শাসকেরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে অনীহা প্রকাশ করেন কেন?**
ক নির্বাচনে জয়ী না হওয়ার ভয়ে
খ নির্বাচন দিলে বিশৃঙ্খলা হবে বলে
গ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবার আশঙ্কায়
ঘ সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবার আশঙ্কায়

২৮. **নিচের ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?**

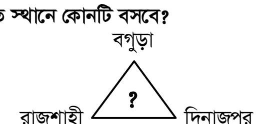

ক তাম্রলিপ্ত খ চন্দ্রদ্বীপ গ বরেন্দ্র ঘ সমতট

২৯. **মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল কেন?**
ক জ্ঞান চর্চার জন্য খ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য
গ বিজ্ঞান পছন্দ করত বলে ঘ ধর্মীয় কারণে

৩০. **'বিক্রমশীল বিহার' কার নামানুসারে তৈরি হয়?**
ক গোপাল খ ধর্মপাল গ নারায়ণপাল ঘ বিগ্রহপাল

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

দিনাজপুর বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 153

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ছক 'ক'	ছক 'খ'
জীবনীগ্রন্থ	লিপিমালা
দেশিয় সাহিত্য	মুদ্রা
বিদেশিদের বিবরণী	স্মৃতি সৌধ
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ	প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ

ক. "ইতিহ" শব্দটির অর্থ কী? ১
খ. ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' এবং ছক 'খ' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত দাও। ৪

২।

ছক 'ক'	ছক 'খ'
নীল নদ	নগর পরিকল্পনা
↓	↓
পিরামিড	পরিমাপ পদ্ধতি
↓	↓
কাগজ আবিষ্কার	বৃহৎ স্নানাগার

ক. 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? ১
খ. রোম নগরীর নামকরণ কীভাবে হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে ছক 'ক' আমাদেরকে কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'খ' এ নির্দেশিত সভ্যতাটি বিশ্বসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

ছক 'ক'	ছক 'খ'
বিক্রমপুর	গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর
↓	↓
নাব্য	ময়নামতি যাদুঘর
↓	↓
পটুয়াখালী	শালবন বিহার

ক. গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. জনপদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছক 'ক' এর অঞ্চলগুলো যে জনপদের সাথে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ছক 'খ' এর ঐতিহাসিক স্থানগুলো কি পুন্ড্র জনপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রহিমপুর ইউনিয়নটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দুর্যোগের কারণে ইউনিয়নটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউনিয়নের জনবসতি বেশি হওয়ার কারণে ত্রাণ সংগ্রহসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই ইউনিয়নকে দুটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. কত সালে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়? ১
খ. রাওলাট আইন কী? ২
গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত কারণটি কি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

ক. বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকটি বাংলার কোন পাল রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত রাজাই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম'– যুক্তি দেখাও। ৪

৭।

A	B
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	তমদ্দুন মজলিস
অধ্যাপক আবুল কাশেম	১৪৪ ধারা জারি
নুরুল হক ভূঞা	মিছিলে লাঠি চার্জ
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহিদ মিনার নির্মাণ

ক. খিলাফত আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২
গ. উদ্দীপকটি ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাঙালির জাতীয়তাবাদি চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। রাবেয়া তার বিয়ের বাজার করতে নিউমার্কেটে গিয়েছিল। রাবেয়া সব দেশিয় পণ্য কিনতে চাইলে ভাই তপু তাকে বাধা দেয়। কারণ সে বিদেশি পণ্য কিনতে আগ্রহী।

ক. বাংলা নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত কে? ১
খ. ব্যাঙ্গাল প্যাক্ট কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রাবেয়া ইতিহাসের কোন আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে তপুর মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ১৯৫২ – ভাষা আন্দোলন
১৯৫৪ – যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
১৯৬৬ – ?
১৯৭১ – স্বাধীনতা আন্দোলন

ক. কোন প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সালটি ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ছক 'ক'	ছক 'খ'
পটুয়া কামরুল হাসান	স্থপতি মঈনুল হোসেন
↓	↓
লাল সবুজ	সাত জোড়া দেয়াল
↓	↓
জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক	আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতীক

ক. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠিত হয়? ১
খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক 'ক' এ নির্দেশিত বিষয়টি কীসের প্রতিচ্ছবি বহন করে? তার ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'খ' এ উল্লিখিত বিষয়টি বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

ক. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ১
খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত নেতার সফল নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	N	৩	K	৪	M	৫	N	৬	K	৭	M	৮	L	৯	L	১০	M	১১	L	১২	M	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	N	২০	K	২১	L	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	K	২৮	M	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

ছক 'ক'	ছক 'খ'
জীবনীগ্রন্থ	লিপিমালা
দেশিয় সাহিত্য	মুদ্রা
বিদেশিদের বিবরণী	স্মৃতি সৌধ
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ	প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ

ক. "ইতিহ" শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' এবং ছক 'খ' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইতিহ' শব্দটির অর্থ ঐতিহ্য।

খ ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস বলতে ইতিহাসের পরিধিগত অবস্থানকে বোঝায়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে স্থানীয় ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, আন্তর্জাতিক ইতিহাস ইত্যাদি অভিধায় বিভক্ত করে ইতিহাস আলোচিত হয়ে থাকে। আলোচনা ও গবেষণার সুবিধার্থে ইতিহাসকে এ ধরনের বিভাজন করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত ছক 'ক'-এর বিষয়গুলো ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ও দেশি-বিদেশি উল্লেখযোগ্য অতীত ঘটনার বিবরণ। বিশ্বের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে যেমন– অর্থশাস্ত্র, তবকাত ই-নাসিরী, আইন-ই-আকবরী ইত্যাদি। এছাড়া সভ্যতার বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণের ওপর রচিত পুস্তকও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রয়েছে। এসব লিখিত উপাদানের মাধ্যমে আমরা সমকালীন অনেক তথ্য পেয়ে থাকি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তক ও ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের বিবরণের ওপর লিখিত বিভিন্ন বইও ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

উদ্দীপকের ছক 'ক' এ দেশীয় সাহিত্য, বিদেশিদের বিবরণী এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত ছক 'ক' তথা লিখিত উপাদান এবং 'খ' বা অলিখিত উপাদান পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ– উক্তিটি যথার্থ।

ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ জানার ক্ষেত্রে লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি নথি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। লিখিত উপাদানের পাশাপাশি অলিখিত উপাদান যেমন মুদ্রা, পুরনো ইমারত, অস্ত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী, গহনা, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার বিশ্লেষণের ফলে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যেমন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল, সরকারি নথি, চিঠিপত্র, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন, আলোকচিত্র, যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ইত্যাদি অলিখিত উপাদানও সমান গুরুত্ব বহন করে।

সুতরাং বলা যায়, কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়।

প্রশ্ন ▸ ০২

ছক 'ক'	ছক 'খ'
নীল নদ ↓ পিরামিড ↓ কাগজ আবিষ্কার	নগর পরিকল্পনা ↓ পরিমাপ পদ্ধতি ↓ বৃহৎ স্নানাগার

ক. 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? ১

খ. রোম নগরীর নামকরণ কীভাবে হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে ছক 'ক' আমাদেরকে কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক 'খ' এ নির্দেশিত সভ্যতাটি বিশ্বসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের রচয়িতা হোমার।

খ গুরুত্বপূর্ণ টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর রোম অবস্থিত। এজন্য একে সাতটি পর্বতের নগীরও বলা হয়। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একদল মানুষ ইতালিতে বসবাস শুরু করে। তাদেরকেই লাতিন বলা হতো। তাঁদের নাম অনুসারে ভাষার নামও হয় লাতিন ভাষা। লাতিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী নগরের নাম হয় রোম।

গ উদ্দীপকে ছক 'ক' আমাদের মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন, 'মিশর নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাত নানা ধরনের ফসল।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত দেশটির নাম ইজিপ্ট বা মিশর। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদের উদ্ভব হয়। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে।

যেমন : ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয়। এ সময় থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। একই সময়ে নারমার বা মেনেস হন একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ঘ আধুনিক নগর পরিকল্পনায় চিত্র–২ এ সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত নগরের ন্যায় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট ব্যবহার করত। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি হতো। শহরগুলোর বাড়ি-ঘরের নকশা ছিল অতি উন্নত। আধুনিক শহরের মতো সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত পাকা রাস্তা চলে গেছে। প্রত্যেক বাড়িসহ রাস্তার পাশে জলের ব্যবস্থা ও স্নানাগার নির্মিত হয়। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। নগরের রাস্তাঘাট সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। অনুরূপভাবে আধুনিক নগর ব্যবস্থায় নাগরিক সকল সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়। মূলত এসব আধুনিক নগর ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যেভাবে উন্নত নগর গড়ে তুলেছিল। তেমনি আধুনিক নগর পরিকল্পনাতেও উন্নত প্রকৌশল ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকের চিত্র–২ এ একটি আধুনিক শহরকে দেখানো হয়েছে। যেখানে সিন্ধু সভ্যতার অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা আধুনিক নগর পরিকল্পনার মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

ছক 'ক'	ছক 'খ'
বিক্রমপুর ↓ নাব্য ↓ পটুয়াখালী	গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর ↓ ময়নামতি যাদুঘর ↓ শালবন বিহার

ক. গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. জনপদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ছক 'ক' এর অঞ্চলগুলো যে জনপদের সাথে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ছক 'খ' এর ঐতিহাসিক স্থানগুলো কি পুণ্ড্র জনপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ।

খ প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখন্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোট ছোট অংশগুলোকেই বলা হয় জনপদ। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত কয়েকটি জনপদ হলো গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের ছক 'ক' এর অঞ্চলগুলো বঙ্গ জনপদের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দীপকের ছক 'ক' এ উল্লিখিত বিক্রমপুর, নাব্য, পটুয়াখালী অঞ্চলগুলো বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল। যা পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্তমানে বাঙালি নামের বিশাল জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং উপরের বর্ণনানুযায়ী বলা যায়, উপরের ছক 'ক' বঙ্গ জনপদের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ছক 'খ' এর ঐতিহাসিক স্থানগুলো পুণ্ড্র জনপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, ঐতিহাসিক এ অঞ্চলগুলো সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের ছক 'খ' এ উল্লেখিত ঐতিহাসিক স্থানগুলো হলো গঙ্গাভাগীরথীর পূর্ব তীর, ময়নামতি জাদুঘর, শালবন বিহার। এ স্থান ও নিদর্শনগুলো সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত, পুণ্ড্র জনপদের নয়। কেননা পুণ্ড্র জনপদ বর্তমান, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি জনপদ হিসেবে সমতটের অবস্থান ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। সাত শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতি ছিল তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। এর নিদর্শনস্বরূপ অনেক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে; যেমন– আনন্দ বিহার বা শালবন বিহার, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এ সময়ে শালবন বিহার এশিয়ার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হতো। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনন্দ বিহারে এসেছিলেন। তখন বিহারে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। তাছাড়া এ জনপদ নদী বিধৌত হওয়ায় নৌবাণিজ্যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল। যার কারণে এ জনপদের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ছিল সমৃদ্ধিশালী। সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এ জনপদের মানুষ অন্যান্য জনপদ থেকে বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ছক 'খ' এর ঐতিহাসিক স্থানগুলো পুণ্ড্র নয় বরং সমতট জনপদের।

প্রশ্ন ▶ ০৪

ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

খ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১০ই মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

গ উদ্দীপকের চিত্রগুলো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের ঘটনাকে ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করে, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব, ড. মুনীরুজ্জামানসহ শত শত ছাত্রকে হত্যা করে। বিশেষ করে ঢাকার শাখারি বাজার, তাঁতি বাজারের হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কেবল রাজধানী ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে তারা ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। আড়াই লাখের অধিক নারী তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা বরণ্যে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদেরকেও নির্মামভাবে হত্যা করে। এমনকি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ এবং অত্যাচারের ফলে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল, যা উদ্দীপকের চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত ২৫শে মার্চের গণহত্যার ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিল– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে রাতেই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে ২৬শে মার্চ থেকেই সর্বাত্মক প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী যে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা শুরু করে, তা পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা ধরে অব্যাহত রাখে। এ বীভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঙালি জাতি শুরু করে মুক্তির সংগ্রাম। ২৫শে মার্চের গণহত্যার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ইপিআর, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যুবকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কোনো রকমম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মার্চ মাসের বাকি সময় এবং এপ্রিলের শুরুর দিকে বিভিন্ন সরকারি অস্ত্রাগার, পুলিশ ফাঁড়ি, ট্রেজারি প্রভৃতি স্থান হতে অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এক পর্যায়ে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। যার মাধ্যমে স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগঠিত রূপ লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ২৫শে মার্চের ঘটনার পর বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম থেমে যায়নি। বরং এ ঘটনার পরপরই দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ প্রতিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

প্রশ্ন ▸ ০৫ রহিমপুর ইউনিয়নটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দুর্যোগের কারণে ইউনিয়নটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউনিয়নের জনবসতি বেশি হওয়ার কারণে ত্রাণ সংগ্রহসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই ইউনিয়নকে দুটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. কত সালে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়? ১

খ. রাওলাট আইন কী? ২

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত কারণটি কি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়।

খ ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিমপুর ইউনিয়নে জনবসতি বেশি হওয়ার কারণে ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল- উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে এই ইউনিয়নকে দুটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়। যা দ্বারা বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হওয়ার প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্রশাসনিক কারণ। উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কোলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলকে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেননি। তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়।

ঘ না, উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ তথা প্রশাসনিক কারণই বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ নয় বলে আমি মনে করি। এটি ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল।

আর্থসামাজিক কারণও বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হওয়ার জন্য দায়ী ছিল। তৎকালীন সময়ে কোলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রধানকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতির অগ্রগতি সবই ছিল কোলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ববাংলার উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল।

বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। বাঙালি, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদী ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়টি লর্ড কার্জনের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করলেন, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করলেন।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পেছনে শুধু প্রশাসনিক কারণটিই নিহিত ছিল না, বরং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও দায়ী ছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৬

ক. বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটি বাংলার কোন পাল রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত রাজাই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম'– যুক্তি দেখাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন।

খ 'মাৎস্যন্যায়' বলতে বুঝায় পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাৎস্যন্যায়' বলতে একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়কালকে বোঝায়। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এ দুর্যোগপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। এসময় দীর্ঘদিন বাংলায় যোগ্য শাসকের অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরম অরাজকতা দেখা দেয়। আর এ অরাজকতাপূর্ণ সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকটি পাল রাজা ধর্মপালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল পিতা গোপালের মতো বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ধর্মপাল তার শাসনামলে বেশ কিছু বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সোমপুর বিহার। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে তিনি এ বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন (ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বিহারের ন্যায় বিশাল বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত সোমপুর বিহার তার শাসনামলের এক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

ঘ উক্ত রাজা তথা ধর্মপাল ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম– উক্তিটি যথার্থ।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও এর প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপালের অবদান সর্বাধিক। বাংলা ও বিহারে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশ ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজর মধ্যে। যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও ধর্মপাল বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন।

পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপাল এক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। যা উদ্দীপকের চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা হিসেবে সব ধর্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা তার শাসনামলের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বৌদ্ধ হলেও তার প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, পাল রাজা ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের রাজাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন ▶ ০৭

A	B
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	তমদ্দুন মজলিস
অধ্যাপক আবুল কাশেম	১৪৪ ধারা জারি
নুরুল হক ভূঞা	মিছিলে লাঠি চার্চ
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহিদ মিনার নির্মাণ

ক. খিলাফত আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২

গ. উদ্দীপকটি ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাঙালির জাতীয়তাবাদি চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক খিলাফত আন্দোলনের নেতা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

খ লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। এর মূল বিষয় ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। এছাড়া এ প্রস্তাবে গঠিত রাষ্ট্রসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সকল অধিকার ও স্বার্থরক্ষার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

গ উদ্দীপকটি ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করছে।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে উদ্দীপকের ছক A-তে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং ছক B-তে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই মুসলিম লীগের নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী, লেখকগণ প্রতিবাদ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে নূরুল হক ভুঞাকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করলে এ পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে মিছিল বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। তাদের স্মরণে নির্মিত হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি তথা ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে– উক্তিটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত মানুষের গণচেতনার প্রথম সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। তাই অধিকার আদায়ের এই মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে অনাগত বিজয়ের পথে। তার জেরেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল ভোটে জয়লাভ, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রবল স্বজাত্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। এ চেতনার ফলে জাগ্রত হয়েছিল বাঙালির জাতীয়তাবোধ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ রাবেয়া তার বিয়ের বাজার করতে নিউমার্কেট গিয়েছিল। রাবেয়া সব দেশিয় পণ্য কিনতে চাইলে ভাই তপু তাকে বাধা দেয়। কারণ সে বিদেশি পণ্য কিনতে আগ্রহী।

ক. বাংলা নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত কে? ১

খ. ব্যাঙ্গাল প্যাক্ট কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়া ইতিহাসের কোন আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তপুর মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

খ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'বেঙ্গাল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য বাংলা চুক্তি করা হয়। উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস এই চুক্তি সম্পাদন করেন।উক্ত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ উদ্দীপকে রাবেয়া ইতিহাসের স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গাভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেই স্বাদেশী আন্দোলন বলা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মুল বিষয় ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করা। রাবেয়ার মধ্যেও দেশীয় পণ্যের প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

রাবেয়া তার বিয়ে উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করতে গিয়ে সব দেশীয় পণ্য কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তার এরূপ অনুভূতি স্বদেশী আন্দোলনের মূল ধারণার সাথে মিলে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি– বয়কট ও স্বদেশী। ক্রমে ক্রমে বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময়ে দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, রাবেয়া স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকের তপুর মানসিকতায় বিদেশি দ্রব্যের প্রতি আসক্তি ফুটে উঠেছে। এ ধরনের মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

বিদেশি পণ্য ব্যবহার করলে দেশীয় অর্থনীতি মন্থর হয়। কারণ বিদেশি পণ্য ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। পাশাপাশি বিদেশি পণ্য ব্যবহারের ফলে দেশি পণ্যের চাহিদা কমে যায়। এতে দেশের উৎপাদক শ্রেণি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তার প্রভাব পড়ে দেশীয় অর্থনীতির ওপর। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে তেমন কোনো শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে না। ফলে দেশে ব্যাপকহারে বেকারত্ব ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়।

বিদেশি পণ্য ব্যবহারে দেশীয় পণ্যকে অবহেলা করা হয়। এতে দেশীয় পণ্যের উৎপাদনেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। কৃষক বা অন্যান্য উৎপাদনকারীরা উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product)-এর হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ফলে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি স্থবির হয়ে পড়ে।

সুতরাং বলা যায়, তপুর মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ০৯

১৯৫২ – ভাষা আন্দোলন
১৯৫৪ – যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
১৯৬৬ – ?
১৯৭১ – স্বাধীনতা আন্দোলন

ক. কোন প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সালটি ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

মৌলিক গণতন্ত্র ছিল চার স্তরবিশিষ্ট। যেমন– ১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), ২. থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহসিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে) ৩. জেলা পরিষদ ও ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এ পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০০০০ করে মোট ৮০০০০ নির্বাচনি ইউনিট নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার ছিল। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সালটি ঐতিহাসিক ছয় দফা। আন্দোলনকে নির্দেশ করেছে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও

সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইনসভা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে দাবি জানানো হয়।

উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উল্লেখিত ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ বিদ্যমান। শাসন ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে থাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মসংস্থান, শিক্ষা, যোগাযোগ, বাণিজ্যসহ সবক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। এ বৈষম্য অবসানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে। এতে বাঙালিদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। পাকিস্তান সরকার এ দাবি মেনে না নেওয়ায় বাঙালিরা ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সালে সংঘটিত ছয় দফা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলন।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৬৬ সালের ১৮–২০শে মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এতে আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে বাঙালিদের ছয় দফা দাবি দমিয়ে রাখার জন্য ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেন। ছয় দফার প্রবর্তক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করলে প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এসময়ে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। তবুও বাঙালিদেরকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান। তাই ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার প্রতিবাদে বাংলার ছাত্রজনতা ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটান। ফলে সরকার মামলা প্রত্যাহারসহ সকল আসামিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও ছয় দফা কর্মসূচি ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও সরকার গঠন করতে না পারায় দেশব্যাপী ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিই পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

প্রশ্ন ▸ ১০

ছক 'ক'	ছক 'খ'
পটুয়া কামরুল হাসান ↓ লাল সবুজ ↓ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক	স্থপতি মঈনুল হোসেন ↓ সাত জোড়া দেয়াল ↓ আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতীক

ক. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক 'ক' এ নির্দেশিত বিষয়টি কীসের প্রতিচ্ছবি বহন করে? তার ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক 'খ' এ উল্লিখিত বিষয়টি বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয়।

খ প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

গ ছক 'ক' এ নির্দেশিত বিষয়টি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতিচ্ছবি বহন করে, যার ইতিহাস বাঙালির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ছক 'ক' এ উল্লেখিত পটুয়া কামরুল হাসান, লাল সবুজ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতিচ্ছবি। জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত লাল সবুজের এই পতাকার চূড়ান্ত নকশাকার হলেন পটুয়া কামরুল হাসান।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস ও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে এ পতাকা সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বর্তমানের জাতীয় পতাকার সাথে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকার সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে সোনালি রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। মানচিত্র খচিত এই পতাকা ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে নকশা করা হয়। এই পতাকা তৈরির সহযোগী হিসেবে ছিলেন আ.স.ম. আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, শিব নারায়ণ দাস ও কামরুল আলম খান খসরু। ১৯৭০ সালের ৬ই জুন গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১১৬ নং কক্ষে পতাকা তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বলাকা বিল্ডিংয়ে তৃতীয় তলায় অবস্থিত পাক ফ্যাশন টেইলার্সে জাতীয় পতাকা সেলাই করা হয়। ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চের ২ তারিখে এ পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলায় ছাত্রনেতা আ.স.ম. আবদুর রব প্রথমবারের মতো উত্তোলন করেন।

ত্রিশ লক্ষ শহিদ জীবন দিয়েছে বাংলাদেশের পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পটুয়া কামরুল হাসানের হাতে বাংলাদেশের মানচিত্র বাদ দিয়ে জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তাই বলা যায়, ছক 'ক' এর বিষয়গুলোর সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ছক 'খ' এ উল্লেখিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক– উক্তিটি যথার্থ।

ছক 'খ' এ উল্লেখিত স্থপতি মঈনুল হোসেন, সাত জোড়া দেয়াল, আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতীক প্রভৃতি বিষয়গুলো জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না জানা শহিদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। স্মৃতিসৌধের সবকিছুই আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক। পাশেই রয়েছে গণকবর, যাদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধের সাত জোড়া দেয়াল মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ এ সংঘটিত ঘটনাবলি। এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ আমাদের অহংকার আর গৌরবের প্রতীক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার অন্যতম নিদর্শন জাতীয় স্মৃতিসৌধ মর্যাদার প্রতীক হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ১

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত নেতার সফল নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ।

খ ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা।

ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির অন্যতম একটি মূলনীতি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না। প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যে ঘটনাকে ইঙ্গিত করে তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরেও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফেরার আগে পাকিস্তান বাহিনীর বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান থেকে সরাসরি লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকায় মহান নেতাকে জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। অবিসংবাদিত নেতার প্রতি জনগণের আবেগময় অভিনন্দন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরাতন বিমান বন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লাখ লাখ জনতা উপস্থিত হয় প্রিয় নেতাকে একবার দেখার জন্য। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তৃতায় সদ্য রাষ্ট্রের আশু করণীয় ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন।

উদ্দীপকের চিত্রটিতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরে আসেন তখন এদেশের জনগণ তাকে এভাবেই ফুল দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটনার ইঙ্গিত করছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত নেতা তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপসহীন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের অধিকার আদায়ে, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে তিনি ১২ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে। তার বলিষ্ঠ আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক এবং তাঁর আপসহীন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড 153

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন?**
ক) গোপাল খ) ধর্মপাল গ) মহীপাল ঘ) দেবপাল

২. **কোন শাসকের পরে পাল শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে?**
ক) বিগ্রহপাল খ) মহীপাল গ) শুর পাল ঘ) রাম পাল

৩. **মহীপাল কীভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল?**
ক) শাসন পরিচালনার মাধ্যমে খ) জনহিতকর কাজের মাধ্যমে
গ) রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে ঘ) বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে

৪. **সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?**
ক) সামন্ত সেন খ) বিজয় সেন গ) হেমন্ত সেন ঘ) বল্লাল সেন

৫. **শিখা ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক স্থান দেখেন, এর মধ্যে একটি ছিল বাহাদুর শাহ পার্ক। এই পার্কটি কোন বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত?**
ক) নীল বিদ্রোহ খ) অসহযোগ আন্দোলন
গ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ঘ) স্বদেশি আন্দোলন

৬. **বঙ্গভঙ্গের ফলে–**
i. হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরে
ii. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়
iii. ভারতীয় জাতীয় ঐক্য দুর্বল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা হয় কত সালে?**
ক) ১৯০৫ খ) ১৯০৬ গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯১১

৮. **ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?**
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) লিয়াকত আলী খান
গ) খাজা নাজিমুদ্দীন ঘ) আইয়ুব খান

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
লিমা সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পায়ে তার স্কুলে শহীদ মিনারে এক তোড়া ফুল নিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

৯. **লিমার কর্মকাণ্ড কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?**
ক) স্বদেশি খ) ভাষা গ) স্বরাজ ঘ) স্বাধীনতা

১০. **উক্ত আন্দোলনের ফলে–**
i. বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল
ii. পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল
iii. পাকিস্তানি শক্তি জয় লাভ করেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. **নিচের কোন ব্যক্তি আফ্রিকান পরিব্রাজক?**
ক) ইবনে বতুতা খ) ফা হিয়েন গ) হিউয়েন সাং ঘ) ইং সিং

১২. **ইতিহাসের লিখিত উপাদান কোনটি?**
ক) লিপিমালা খ) রামচরিত গ) মুদ্রা ঘ) স্থাপত্য ভাস্কর্য

১৩. **ইতিহাস হলো–**
ক) বর্তমান অতীতের মধ্যে অনন্তহীন সংলাপ
খ) অতীতের সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা
গ) অতীতের ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা
ঘ) অতীতের শুধুমাত্র শিল্প সংস্কৃতি

১৪. **কোন সভ্যতার রাজাকে ফারাও বলা হয়?**
ক) সিন্ধু খ) গ্রিক গ) রোমান ঘ) মিশরীয়

১৫. **বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল কোথায়?**
ক) মিশরে খ) সিন্ধুতে গ) গ্রিক ঘ) রোমে

১৬. **স্পার্টাদের প্রকৃতি সমরতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল কেন?**
ক) ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য খ) রাজ্য বৃদ্ধি করার জন্য
গ) রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য ঘ) অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য

১৭. **১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কেন?**
ক) জনগণকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য
খ) ২১ সংখ্যাটি মঙ্গলজনক ছিল বলে
গ) ২১ ফেব্রুয়ারিকে চির অম্লান রাখার জন্য
ঘ) সরকার বিরোধী প্রচারণায় ২১ সহায়ক ছিল বলে

১৮. **কোন বৈশিষ্ট্যটি বাংলার মানুষকে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করেছে?**
ক) রাজনৈতিক পরিবেশ খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ
গ) ভৌগোলিক পরিবেশ ঘ) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নেহা গরমের ছুটিতে ফরিদপুরে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে চিনি কল দেখে খুব খুশি হয়।

১৯. **নেহার নানার বাড়ি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত?**
ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র গ) গৌড় ঘ) সমতট

২০. **উক্ত জনপদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ–**
i. শক্তিশালী অঞ্চল
ii. বাঙালি জাতির উৎপত্তি স্থান
iii. খোদাই করা লিপি পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. **পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন কে?**
ক) ওমরাও খান খ) আইয়ুব খান গ) ইস্কান্দার মির্জা ঘ) শাহেদ আলী

২২. **মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন কে?**
ক) ইস্কান্দার মির্জা খ) ওমরাও খান গ) আইয়ুব খান ঘ) ফিরোজ খান

২৩. **পূর্ব পাকিস্তানে কখনও মূলধন গড়ে উঠেনি কেন?**
ক) বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে ছিল বলে
খ) উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় বিদেশে পাচার হতো বলে
গ) সকল ব্যাংকের সদর দপ্তর পূর্বপাকিস্তানে ছিল বলে
ঘ) উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত বলে

২৪. **আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কোন দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠে?**
ক) ভাষা আন্দোলন খ) ১১ দফা আন্দোলন
গ) ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

২৫. **রোহিঙ্গাদের সংকটে বাংলাদেশ সরকার যে সাহায্য দিয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বরণার্থীদের কোন দেশ ঐ রূপ সহযোগিতা করেছিল?**
ক) ইরাক খ) ভারত গ) ভুটান ঘ) মায়ানমার

২৬. **স্মৃতিসৌধ তৈরি করার কারণ–**
ক) বাঙালির গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক খ) দেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য
গ) স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার জন্য ঘ) শুধুমাত্র ভাষা শহীদদের স্মরণ করার জন্য

২৭. **বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?**
ক) মইনুল হোসেন খ) আব্দুল্লাহ খালিদ
গ) তানভীর করিম ঘ) মোস্তফা আলী কুদ্দুস

২৮. **সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় কেন?**
i. শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য
ii. দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য
iii. অভিজাতদের বিত্তশালী করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯ ও ৩০ নং পশ্নের উত্তর দাও :**
বর্তমান পৃথিবীতে সবথেকে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হলো জনগণের শাসন। যার জন্ম হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স।

২৯. **অনুচ্ছেদে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে?**
ক) গণতন্ত্র খ) সমাজতন্ত্র গ) একনায়কতন্ত্র ঘ) রাজতন্ত্র

৩০. **এই ধরনের শাসনব্যবস্থার ফলে–**
i. জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়
ii. জনগণের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত হয়
iii. স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড [1|5|3]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ক	খ
জীবনী গ্রন্থ	লিপিমালা
দেশীয় সাহিত্য	মুদ্রা
বিদেশিদের বিবরণী	স্মৃতি সৌধ
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ	প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ

ক. 'ইতিহ' শব্দটির অর্থ কী? ১
খ. ভৌগোলিকগত ইতিহাস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' এবং 'খ' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত দাও। ৪

২। আবির তার মামার সাথে পুরোনো একটি শহর দেখতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে লক্ষ করলো শহরটি উঁচু স্তম্ভের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। শহরটির একপাশে একটি নগর দুর্গ রয়েছে এবং শহরটি উঁচু প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। শহরটির অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল।

ক. পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা? ১
খ. নবোপলীয় যুগ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবিরের ভ্রমণকৃত শহরটির সঙ্গে কোন সভ্যতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইতিহাসে উক্ত সভ্যতাটির অবদান প্রশংসনীয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

সোফোক্লিস
↓
সক্রেটিস
↓
পিথাগোরাস

ক. রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি আমাদেরকে কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিজ্ঞান এবং দর্শনে উক্ত সভ্যতাটির অবদান প্রশংসনীয় তোমার মতামত দাও। ৪

৪। **দৃশ্যপট-১ :** পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বেশ সহজ হয়েছে। এক সময়ে এই এলাকাগুলো ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল।

দৃশ্যপট-২ : যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ায় বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এক সময় এই অঞ্চলগুলো ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

ক. ইতিহাসের কোন সময়কালকে প্রাচীন যুগ বলা হয়? ১
খ. কোনো দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কীভাবে লক্ষ করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে দৃশ্যপট-১ আমাদের কোন জনপদের ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর।৩
ঘ. উদ্দীপকে দৃশ্যপট-২ অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ তুমি কি একমত? ৪

৫।

চিত্র : পাহাড়পুর

ক. বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকটি বাংলার কোন পাল রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত রাজাই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

১৯০৫ (লর্ড কার্জন)
↓
হিন্দু মুসলিম
সম্প্রীতি নষ্ট
↓
১৯১১ সালে রদ

ক. মাস্টারদা নামে কে পরিচিত ছিলেন? ১
খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকটি বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি বাংলার হিন্দু মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছিল– মতামত দাও। ৪

৭।

ক. সূর্য সেনকে কত তারিখে মেরে ফেলা হয়? ১
খ. বাংলা চুক্তি বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিদ্রোহই ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ইউনেস্কো সম্প্রতি বাঙালি জাতির মহান একজন নেতার একটি ভাষণকে আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এই ভাষণটি সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লীগ জাতীয় পরিষদে সর্বমোট কতটি আসন লাভ করেছিল? ১
খ. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ২
গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক কোন ভাষণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।৩
ঘ. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত ভাষণটির তাৎপর্য অপরিসীম।' ব্যাখ্যা কর। ৪

১০।

চিত্র : গুলিবিদ্ধ বঙ্গবন্ধু

ক. গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন? ১
খ. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি আমাদেরকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে নির্দেশিত ঘটনাটি বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। 'ক' অঞ্চলটি 'খ' দেশের একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে 'ক' অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা 'খ' দেশের শাসক দ্বারা শোষিত ছিল। এমতাবস্থায় 'ক' অঞ্চলের একজন বিখ্যাত নেতা এগিয়ে আসেন এবং ১৯৬৬ সালে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবটি 'খ' অঞ্চলের "আমাদের বাঁচার দাবি" নামে পরিচিত।

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কত তারিখে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? ১
খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'খ' অঞ্চলের নেতা যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছেন সেটি ঐতিহাসিক কোন প্রস্তাবকে ইঙ্গিত করে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত প্রস্তাবটি 'ক' অঞ্চলের আমাদের "বাঁচার দাবি" নামে আখ্যায়িত করা হয়। তুমি কি একমত? ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	L	৩	L	৪	K	৫	M	৬	N	৭	N	৮	K	৯	L	১০	K	১১	K	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	M
	১৬	K	১৭	M	১৮	M	১৯	K	২০	K	২১	M	২২	M	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	K	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ক	খ
জীবনী গ্রন্থ	লিপিমালা
দেশীয় সাহিত্য	মুদ্রা
বিদেশিদের বিবরণী	স্মৃতি সৌধ
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ	প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ

ক. 'ইতিহ' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. ভৌগোলিকগত ইতিহাস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'ক' এবং 'খ' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইতিহ' শব্দটির অর্থ ঐতিহ্য।

খ ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস বলতে ইতিহাসের পরিধিগত অবস্থানকে বোঝায়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে স্থানীয় ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, আন্তর্জাতিক ইতিহাস ইত্যাদি অভিধায় বিভক্ত করে ইতিহাস আলোচিত হয়ে থাকে। আলোচনা ও গবেষণার সুবিধার্থে ইতিহাসকে এ ধরনের বিভাজন করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত ছক 'ক'-এর বিষয়গুলো ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ও দেশি-বিদেশি উল্লেখযোগ্য অতীত ঘটনার বিবরণ। বিশ্বের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে যেমন– অর্থশাস্ত্র, তবকাত ই-নাসিরী, আইন-ই-আকবরী ইত্যাদি। এছাড়া সভ্যতার বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণের ওপর রচিত পুস্তকও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে রয়েছে। এসব লিখিত উপাদানের মাধ্যমে আমরা সমকালীন অনেক তথ্য পেয়ে থাকি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত বিভিন্ন পুস্তক ও ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের বিবরণের ওপর লিখিত বিভিন্ন বইও ইতিহাসের লিখিত উপাদান।

উদ্দীপকের ছক 'ক' এ দেশীয় সাহিত্য, বিদেশিদের বিবরণী এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতিহাসের লিখিত উপাদানকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত ছক 'ক' তথা লিখিত উপাদান এবং 'খ' বা অলিখিত উপাদান পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ– উক্তিটি যথার্থ।

ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ জানার ক্ষেত্রে লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি নথি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। লিখিত উপাদানের পাশাপাশি অলিখিত উপাদান যেমন মুদ্রা, পুরনো ইমারত, অস্ত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী, গহনা, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার বিশ্লেষণের ফলে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যেমন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল, সরকারি নথি, চিঠিপত্র, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন, আলোকচিত্র, যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ইত্যাদি অলিখিত উপাদানও সমান গুরুত্ব বহন করে।

সুতরাং বলা যায়, কোনো বিষয়ের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানই অত্যাবশ্যকীয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ আবির তার মামার সাথে পুরোনো একটি শহর দেখতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে লক্ষ করলো শহরটি উঁচু স্তম্ভের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। শহরটির একপাশে একটি নগর দুর্গ রয়েছে এবং শহরটি উঁচু প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। শহরটির অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল।

ক. পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা? ১

খ. নবোপলীয় যুগ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবিরের ভ্রমণকৃত শহরটির সঙ্গে কোন সভ্যতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইতিহাসে উক্ত সভ্যতাটির অবদান প্রশংসনীয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা।

খ পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এ যুগে মানুষ নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে।

গ উদ্দীপকের আবিরের ভ্রমণকৃত শহরটির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিল রয়েছে।

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্রযুগের নিদর্শন। একই সময় **১৯২২–২৩** খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

উদ্দীপকের আবির তার মামার সাথে যে পুরোনো শহরটি দেখতে গিয়েছে, তা উঁচু স্তম্ভের উপর নির্মিত। শহরটির একপাশে নগর দুর্গ আছে এবং নগরটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত। শহরটির অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। আবিরের ভ্রমণকৃত শহরটির এসব বৈশিষ্ট্য সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলোর বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। সুতরাং বলা যায়, আবিরের ভ্রমণকৃত শহরটির সাথে সিন্ধুসভ্যতার মিল রয়েছে।

ঘ "ইহিসাসে উক্ত সভ্যতা তথা সিন্ধুসভ্যতার অবদান প্রশংসনীয়"– উক্তিটি যথার্থ।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত নগরের ন্যায় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট ব্যবহার করত। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি হতো। শহরগুলোর বাড়ি-ঘরের নকশা ছিল অতি উন্নত। আধুনিক শহরের মতো সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত পাকা রাস্তা চলে গেছে। প্রত্যেক বাড়িসহ রাস্তার পাশে জলের ব্যবস্থা ও স্নানাগার নির্মিত হয়। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। নগরের রাস্তাঘাট সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। অনুরূপভাবে আধুনিক নগর ব্যবস্থায় নাগরিক সকল সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়। মূলত এসব আধুনিক নগর ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যেভাবে উন্নত নগর গড়ে তুলেছিল। তেমনি আধুনিক নগর পরিকল্পনাতেও উন্নত প্রকৌশল ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং বলা যায়, প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা আধুনিক নগর পরিকল্পনার মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

সোফোক্লিস
↓
সক্রেটিস
↓
পিথাগোরাস

ক. রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি আমাদেরকে কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিজ্ঞান এবং দর্শনে উক্ত সভ্যতাটির অবদান প্রশংসনীয় তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা লাতিন রাজা রোমিউলাস।

খ সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

গ উদ্দীপকটি আমাদেরকে গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে– এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বলা হতো সফিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাঁদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শরাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

উদ্দীপকে তথ্যচিত্রে সোফোক্লিস, সক্রেটিস ও পিথাগোরাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রিক দর্শন চিন্তা তাদের হাত ধরে চরম উন্নতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্যচিত্র গ্রিক সভ্যতাকে নির্দেশ করছে।

ঘ বিজ্ঞান এবং দর্শনে উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত সভ্যতা তথা গ্রিকসভ্যতার অবদান প্রশংসনীয় এবং অসামান্য।

গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে– এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্ট হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে– এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত হয়। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের বলা হতো সফিস্ট। তারা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, সুস্পষ্ট, বিজ্ঞান ও দর্শনে গ্রিকসভ্যতার মনীষীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যপট-১ :** পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বেশ সহজ হয়েছে। এক সময়ে এই এলাকাগুলো ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল।

দৃশ্যপট-২ : যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ায় বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এক সময় এই অঞ্চলগুলো ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

ক. ইতিহাসের কোন সময়কালকে প্রাচীন যুগ বলা হয়? ১

খ. কোনো দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর প্রভাব কীভাবে লক্ষ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে দৃশ্যপট-১ আমাদের কোন জনপদের ধারণা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দৃশ্যপট-২ অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ তুমি কি একমত? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে অঞ্চলের জলবায়ু বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। আর এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও আচার-আচরণে পরিলক্ষিত হয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আবহাওয়া, জলবায়ু বা ঋতুবৈচিত্র্যের কারণেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস অথবা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে সংগ্রামী। জলবায়ুর তারতম্যের কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা সুতি ও পাতলা কাপড় পরিধান করে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষেরা মোটা কাপড় পরিধান করে। তাই একটি অঞ্চলের জলবায়ু উক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে ।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ আমাদের বঙ্গ জনপদের ধারণা দেয়।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুইটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়– একটি 'বিক্রমপুর', আর অন্যটি 'নাব্য'। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এ বলা হয়েছে, পদ্মা সেতুর নির্মাণের ফলে ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট, এ তিনটি অঞ্চল প্রাচীন বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যপট-১ আমাদেরকে বঙ্গ জনপদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

ঘ দৃশ্যপট-২ দ্বারা প্রাচীন পুন্ড্র জনপদকে নির্দেশ করা হয়েছে। পুন্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুন্ড্র। খুব সম্ভবত: পুন্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুন্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।

পাথরের চাকতিতে খোদাই করা বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত পুন্ড্রনগরের সাথে জল ও স্থলপথে বাংলার অন্যান্য অংশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং প্রাচীন যুগে জনপদটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাচীনত্ব, সভ্যতার নিদর্শন প্রভৃতি বিবেচনায় প্রাচীন বাংলায় পুন্ড্র ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

প্রশ্ন ▶ ০৫

চিত্র : পাহাড়পুর

ক. বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটি বাংলার কোন পাল রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত রাজাই ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন।

খ 'মাৎস্যন্যায়' বলতে বুঝায় পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাৎস্যন্যায়' বলতে একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়কালকে বোঝায়। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এ দুর্যোগপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। এসময় দীর্ঘদিন বাংলায় যোগ্য শাসকের অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও চরম অরাজকতা দেখা দেয়। আর এ অরাজকতাপূর্ণ সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকটি পাল রাজা ধর্মপালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল পিতা গোপালের মতো বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ধর্মপাল তার শাসনামলে বেশ কিছু বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সোমপুর বিহার। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে তিনি এ বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন

(ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বিহারের ন্যায় বিশাল বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত সোমপুর বিহার তার শাসনামলের এক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

ঘ উক্ত রাজা তথা ধর্মপাল ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম– উক্তিটি যথার্থ।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও এর প্রতিপত্তি বিস্তারে ধর্মপালের অবদান সর্বাধিক। বাংলা ও বিহারে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশ ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজর মধ্যে। যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও ধর্মপাল বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন।

পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপাল এক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। যা উদ্দীপকের চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা হিসেবে সব ধর্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা তার শাসনামলের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বৌদ্ধ হলেও তার প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, পাল রাজা ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের রাজাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন ▶ ০৬

১৯০৫ (লর্ড কার্জন)
↓
হিন্দু মুসলিম
সম্প্রীতি নষ্ট
↓
১৯১১ সালে রদ

ক. মাস্টারদা নামে কে পরিচিত ছিলেন? ১
খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকটি বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি বাংলার হিন্দু মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছিল– মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্য সেন 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন।

খ স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা লর্ড ডালহৌসি।

তিনি এ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর ও করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। ব্রিটিশদের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এ আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাননি।

গ উদ্দীপকটি বাংলার ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা বঙ্গভঙ্গ এবং এ সম্পর্কিত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতিচ্ছবি।

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অকেটাবর বাংলা ভাগ করেন। এ বিভক্তি ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে দুটি আলাদা প্রদেশ গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে সাধুবাদ জানায়। অপরদিকে অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যায়। হিন্দু সম্প্রদায় তীব্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

উদ্দীপকের ছকে যথাক্রমে ১৯০৫ (লর্ড কার্জন), হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট এবং ১৯১১ সালে রদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো বঙ্গভঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক দ্বারা বঙ্গভঙ্গ এবং এ সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত ঘটনা তথা বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছিল– উক্তিটি যথার্থ।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষ উন্নয়নের প্রত্যাশায় একে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ ইতোপূর্বে যে উন্নয়ন হয়েছে, তার অধিকাংশ কোলকাতাকে ঘিরে হয়েছে। তাই পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া উভয় সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়।

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিজাত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা অনুভব করে যে, বঙ্গভঙ্গ হলো রাজনীতিতে অগ্রসর বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনা ও সংহতির ওপর লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত আঘাত। বঙ্গভঙ্গকে তারা মাতৃভূমি বালার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবেও দেখে। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে 'জাতীয় দুর্যোগ' বলে আখ্যাত করেন। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সম্প্রদায় তীব্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। অভিজাত মুসলমানরাও বাংলাকে ভাগ করার বিরোধিতা করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে কবি সাহিত্যিকেরাও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। এসবের পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হচ্ছে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার আবহমান হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটাল ধরে। এরপর থেকেই নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ব্রিটিশরা 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির বাস্তবায়নে বঙ্গভঙ্গ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছিল। কারণ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৭

ক. সূর্য সেনকে কত তারিখে মেরে ফেলা হয়? ১

খ. বাংলা চুক্তি বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিদ্রোহই ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্য সেনকে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি মেরে ফেলা হয়।

খ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য বাংলা চুক্তি করা হয়।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস এই চুক্তি সম্পাদন করেন। উক্ত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহি বিদ্রোহকে নির্দেশ করে।

পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যবিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো দখল দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল এবং ভূমিরাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। কোম্পানি সমাজসংস্কারমূলক কার্যাবলি সম্পাদন যেমন– ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ ইত্যাদি সমাজে গোঁড়াপন্থিরা মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সিপাহিদেরকে ব্যবহারের জন্য এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলন করা হয়, যার টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয় সম্প্রদায় ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহি। শুরু হয় ব্রিটিশবিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

উদ্দীপকে বাহাদুর শাহ পার্কের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, পার্কটি সিপাহি বিদ্রোহের শহিদদের স্মৃতি বিজড়িত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উপস্থাপিত বাহাদুর শাহ পার্কের চিত্র সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনাকে নির্দেশ করে।

ঘ "উক্ত বিদ্রোহ অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।"– উক্তিটি যথার্থ।

মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহির গুলি ছোড়ার মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এ বিদ্রোহ পরবর্তীতে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে। এ সংগ্রামের সাথে জড়িতদের বেশিরভাগই সিপাহি যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল। কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, এ বিদ্রোহ শুধু সিপাহি বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

খ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১০ই মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

গ উদ্দীপকের চিত্রগুলো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের ঘটনাকে ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করে, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব, ড. মুনীরুজ্জামানসহ শত শত ছাত্রকে হত্যা করে। বিশেষ করে ঢাকার শাখারি বাজার, তাঁতি বাজারের হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কেবল রাজধানী ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে তারা ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। আড়াই লাখের অধিক নারী তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা বরণ্যে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ এবং অত্যাচারের ফলে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল, যা উদ্দীপকের চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত ২৫শে মার্চের গণহত্যার ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিল– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে রাতেই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে ২৬শে মার্চ থেকেই সর্বাত্মক প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী যে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা শুরু করে, তা পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা ধরে অব্যাহত রাখে। এ বীভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঙালি জাতি শুরু করে মুক্তির সংগ্রাম। ২৫শে মার্চের গণহত্যার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ইপিআর, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যুবকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কোনো রকমম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মার্চ মাসের বাকি সময় এবং এপ্রিলের শুরুর দিকে বিভিন্ন সরকারি অস্ত্রাগার, পুলিশ ফাঁড়ি, ট্রেজারি প্রভৃতি স্থান হতে অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এক পর্যায়ে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। যার মাধ্যমে স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগঠিত রূপ লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ২৫শে মার্চের ঘটনার পর বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম থেমে যায়নি। বরং এ ঘটনার পরপরই দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ প্রতিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ ইউনেস্কো সম্প্রতি বাঙালি জাতির মহান একজন নেতার একটি ভাষণকে আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এই ভাষণটি সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সর্বমোট কতটি আসন লাভ করেছিল? ১

খ. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ২

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক কোন ভাষণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত ভাষণটির তাৎপর্য অপরিসীম।' ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সর্বমোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র নিরীহ ও স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কলঙ্কজনক অভিযানের নাম অপারেশন সার্চ লাইট।

২৫শে মার্চের এ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচনা করে। এই নৃশংস হত্যার জন্য ২৫ মার্চকে কালরাত্রি বলা হয়।

গ উদ্দীপক দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় বাঙালি জাতির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় এ ভাষণ আপামর বাঙালির অনুপ্রেরণা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণের জন্য 'Memory of the World International Heritage Register'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ইউনেস্কো বাঙালির একজন মহান নেতার ভাষণকে আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভাষণটি সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকটি দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত ভাষণ তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক

অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী **১৯৭১** সালের **৭ই মার্চ** রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বাঙালি জাতির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তার এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। **১০ই মার্চ** সরকার এক সামরিক আইন জারি করে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে পাক-বাহিনী ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা পাকিস্তানিদের প্রতিহত শুরু করে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিক্ষকসহ সকল স্তরের জনগণ যুদ্ধে অংশ নেয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর **১৯৭১** সালের **১৬ই ডিসেম্বর** বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণই এদেশবাসীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০

চিত্র : গুলিবিদ্ধ বঙ্গবন্ধু

ক. গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন? ১
খ. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি আমাদেরকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে নির্দেশিত ঘটনাটি বাঙালি জাতির জন্য কলঙ্কিত অধ্যায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আবদুল হামিদ।

খ যে শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ বা শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য সংসদের বা আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন তাকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বলে। এ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র প্রধান। রাষ্ট্রের সব নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। এদিন আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে **৩২** নম্বর সড়কের **৬৭৭** নম্বর বাড়িটি ঘেরাও করে সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য। সেখানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতির পিতার পরিবারের ওপর। ৮ বছরের শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি ঘাতকদের হাত থেকে। বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের **১৮** জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকদল। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

উদ্দীপকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুলিবিদ্ধ অবস্থার একটি ছবি চিত্রিত হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, চিত্রটি **১৫ই আগস্টে** সংঘটিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভয়াবহ ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি অধ্যায়। যাকে বিপদগামী কিছু সেনাসদস্যের গুলিতে প্রাণ দিয়ে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। তার অবদান, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম চিরদিন বাঙালি জাতির মাঝে তাকে অমর করে রাখবে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। **১৯৪৮** ও **১৯৫২**-র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। **১৯৫৪** সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, **১৯৫৬** সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের অধিকার আদায়ে, **১৯৫৮** সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে, **১৯৬৬** সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ, **১৯৬৯** এর গণ-অভ্যুত্থান, **১৯৭০** সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রদান, **১৯৭১** সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের **২৪** বছরের মধ্যে তিনি **১২** বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে। তার বলিষ্ঠ আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাঙালি জাতির মুক্তির এই অগ্রদূতকে নির্মমভাবে হত্যা করে কিছু বঙালি সেনা সদস্য।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রশ্ন ▸ ১১ 'ক' অঞ্চলটি 'খ' দেশের একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে 'ক' অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা 'খ' দেশের শাসক দ্বারা শোষিত ছিল। এমতাবস্থায় 'ক' অঞ্চলের একজন বিখ্যাত নেতা এগিয়ে আসেন এবং ১৯৬৬ সালে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবটি 'খ' অঞ্চলের "আমাদের বাঁচার দাবি" নামে পরিচিত।

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কত তারিখে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? ১

খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'খ' অঞ্চলের নেতা যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছেন সেটি ঐতিহাসিক কোন প্রস্তাবকে ইঙ্গিত করে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবটি 'ক' অঞ্চলের আমাদের "বাঁচার দাবি" নামে আখ্যায়িত করা হয়। তুমি কি একমত? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গাবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের কারণে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল।

১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, যা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

গ উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলের নেতা যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছেন সেটি ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাবকে ইঙ্গিত করে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গাবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গাবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইনসভা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে দাবি জানানো হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' অঞ্চলটি 'খ' দেশের একটি প্রদেশ। 'ক' অঞ্চলের মানুষ সবক্ষেত্রে 'খ' দেশের শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত। এ অবস্থায় 'ক' অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় নেতা ১৯৬৬ সালে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি 'ক' অঞ্চলের 'আমাদের বাঁচার দাবি' নামে পরিচিত। উদ্দীপকের এ ঘটনা এবং ছয় দফার প্রেক্ষিতের তুলনামূলক আলোচনা করে বলা যায়, উদ্দীপক দ্বারা ছয় দফা দাবিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত প্রস্তাব বা ছয় দফা দাবিকে 'ক' অঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানে 'আমাদের বাঁচার দাবি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

উদ্দীপকের 'খ' দেশের 'ক' অঞ্চলের মানুষদের প্রতি শাসকদের বৈষম্য প্রদর্শন এবং এর প্রেক্ষিতে 'ক' অঞ্চলের একজন নেতার দাবি উত্থাপনের ঘটনা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দাবিনামাকে বঙ্গাবন্ধু নিজে 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে বাঙালির বাঁচার দাবি, মুক্তির সনদ।

ব্যাপক পরিসরে বলতে গেলে ছয় দফার ভিতরেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। যেমন− কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশের ক্ষমতা প্রাপ্তির দাবিসমূহ স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত প্রদান করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সেটি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তারা ছয় দফা আন্দোলনকে বানচাল করতে বঙ্গাবন্ধুকে আগরতলা মামলার প্রধান আসামি করে বিচারও শুরু করেছিল। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের মুখে বঙ্গাবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ছয় দফাভিত্তিক ইশতেহার দিয়েই আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গাবন্ধুর নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান নানা ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছয় দফা দাবি বাঙালির কাছে বাঁচার দাবি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।